বেশ্যাসংগীত বাইজিসংগীত

সমন্বয় / সম্পাদনা
দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

২০০১
সুবর্ণরেখা
কলকাতা

চলৎ-চিত্রী সৌম্যেন্দু রায়-কে

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

অরুণ দে
অর্ণব সেনগুপ্ত
ইন্দ্রনাথ মজুমদার
ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায়
নারায়ণ চক্রবর্তী
নিখিল সরকার
নিমাই ঘোষ
শঙ্খ ঘোষ
সৈকত বসু
সৌম্যেন পাল
ডেটাইনফো
ফরেন পাবলিশার্স এজেন্সি
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
এবং
ফুটপাথ-এর নাম-না জানা বই বিক্রেতারা

সূচি

খোদাই চিত্রে নৃত্যরতা বেশ্যা

বেলনস্ অঙ্কিত নৃত্যবতা বাইজি

খোদাই চিত্রে নৃত্যরতা বেশ্যা

বেলনস্ অঙ্কিত নৃত্যরতা বাইজি

চারুবালা

তরলাবালা

কোহিনুরবালা

নলিনীবালা

রেণুবালা

হিঙ্গলবালা

ব্রজবালা

যুঁইবালা

সত্যবালা

আনিবালা

বিনোদিনী

ইন্দুবালা

মালকাজান

গহরজান

হীরা বাই

কীটিজান

বিছুয়া বাই

দেবী বাই

গোবিন্দরাণী বাই

কৃষ্ণভামিনী বাইজি

কলিকাতার

বেশ্যা-সঙ্গীত।

নানাবিধ রাগ-রাগিণী সম্বলিত।

শ্রীহরিচরণ প্রামাণিক কর্ত্তৃক
প্রণীত ও সংগৃহীত।

ষষ্ঠ সংস্করণ।

শিরোনাম পত্র

থিয়েটার সঙ্গীত
ও
বেশ্যা সঙ্গীত।

(বাদ্যশিক্ষার সহজ প্রণালী সহিত)

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দে
কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দে
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা।
কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট, তারক চট্টোপাধ্যায়ের লেন
২৫।৩ নং ভবনে পঞ্চানন যন্ত্রে
শ্রীনারায়ণ চন্দ্র ধর দ্বারা মুদ্রিত।
১৩০৪ সাল।

শিরোনাম পত্র

বেশ্যা সঙ্গীত।
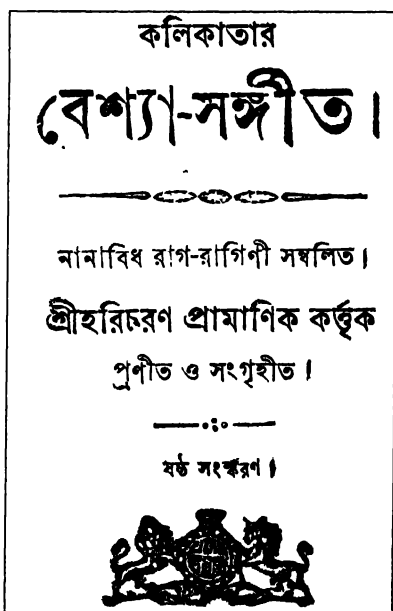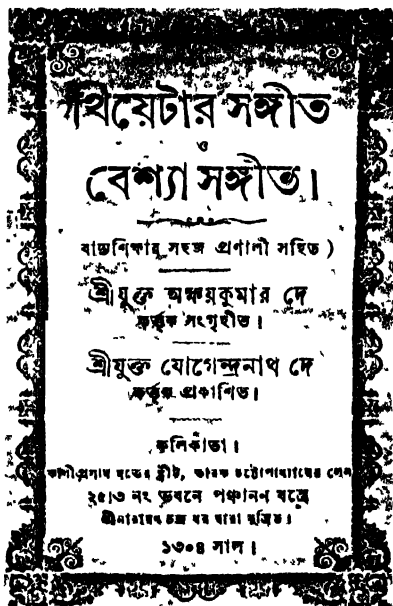
১০৬ নং অপার চিৎপুর রোড, "মজুমদার লাইব্রেরী" হইতে

শ্রীনুটবেহারী মজুমদার কর্ত্তৃক

সংগৃহীত ও প্রকাশিত।

নূতন সংস্করণ।

কলিকাতা;

১০১ নং অপার চিৎপুর রোড, "মজুমদার প্রেসে"

শ্রীনুটবেহারী মজুমদার দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৮।

শিরোনাম পত্র

বাইজী সঙ্গীত।

শ্রীশরচ্চন্দ্র শীল কর্ত্তৃক

সংগৃহীত ও প্রকাশিত।

১৫।৩ নং লক্ষ্মীদত্তের লেন, কলিকাতা।

নূতন সংস্করণ।

সন ১৩৩৬ সাল।

শিরোনাম পত্র

মাইরি বল্‌ছি ভাই, আমার ভগলপুরের গাই,
গোইলে বাঁধা কইলে বাছুর,
এক বিয়নের ফল ॥
টাকাতে ছ সের, দিচ্ছি এই ঢের,
খেঁড়ো গাইযের গাঢ় দুধ, গায়ে বাড়ে বল ॥
দুধ চড়ালে কড়ায়, ননী আপনি গড়ায়,
এর বলকে চল্‌কে উঠে, যেন যৌবন ঢলঢল ॥

বাউলের সুর তাল খেম্‌টা।

শুন বলি কলিকাতার বেশ্যাদের ব্যবহার।
ওদের মায়া বোঝে, ভবের মাঝে,
হেন সাধ্য আছে কার ॥
হাট খোলার কথা বলি, শুনুন তাদের ছিনালী,
গেলে পরে তাদের ঘরে, হাড় হয় যে কালী,
তারা দিনে করে ঝিয়ের চাকরি
রাত্রে পরে গুল বাহার ॥
দরমা হাটার রাঁড় যারা, শুনুন তাহাদের ধারা,
আছে কেউবা খোলায়, কেউ দোতালায়,
কারু মাটগুদাম জগুা,

গ্রন্থ - পৃষ্ঠা

বাইজী সঙ্গীত।

কাফি—কাওয়ালী।

ভালবেসে যদি সুখ নাহি তবে কেন,
তবে কেন মিছে ভালবাসা।
মন দিয়ে মন পেতে চাহি, ওগো কেন,
ওগো কেন মিছে এ দুরাশা ॥
হৃদয়ে জ্বালায়ে বাসনার শিখা,
নয়নে সাজায়ে মায়া-মরীচিকা,
শুধু ঘুরে মরি মরুভূমে;
ওগো কেন, ওগো কেন, মিছে এ পিপাসা।
আপনি যে আছে আপনার কাছে,
নিখিল জগতে কি অভাব আছে,
আছে মন্দ সমীরণ, পুষ্প বিভূষণ,
কোকিল কুজিত কুঞ্জ।

গ্রন্থ - পৃষ্ঠা

সংগীত - স্বরলিপি

সংগীত - স্বরলিপি

২০ স্বরলিপি-গীতি-মালা

সিন্ধুকাফি—মধ্যমান

কথা :—গ্রন্থকার

সংগীত - স্বরলিপি

সংগীত - স্বরলিপি

সবিস্তার

বিশ্বসংস্কৃতির দর্পণে ভারতে গণিকাবৃত্তির ইতিহাস সুপ্রাচীন— আদিমতম। বর্তমানে উভয় লিঙ্গেই এ বাসনাবৃত্তির প্রকাশ ঘটলেও সৃষ্টির আদিতে নারীই ছিল ভোগ্যপণ্য— দৈহিক, মানসিক বা অর্থনৈতিক যে-কোনো অনুষঙ্গেই। পৌরাণিক ইতিহাসের পাতা ওলটালেই সে সম্পর্কে বহু তথ্য মেলে। রামায়ণে লক্ষ করা যায়, রাম যখন ভরতের সঙ্গে বাক্য বিনিময় করেন তখন সে আসরে চলে গণিকা-সাহচর্যে আনন্দ দান, 'কচ্চিন্ন গণিকাশ্বানাং কুঞ্জরঞ্চ তৃপ্যসি।' (অযোধ্যাকাণ্ড ১০০/৫০)। আবার মহাভারতে উল্লেখ মেলে (বনপর্ব ৪৩/২৯-৩০) :

ঘৃতাচি মেনকা রম্ভা পূর্ব্বচিত্তিঃ স্বয়ম্প্রভা।
উর্ব্বশী মিত্রকেশী চ দণ্ডগৌরী বরূথিনী॥
গোপালী সহজন্যা চ কুম্ভযোনিঃ প্রজাসরাঃ।
চিত্রসেনা চিত্রলেখা সহা চ মধুরস্বনা॥

সেখানে তাঁদের শারীরিক অঙ্গমুদ্রার বর্ণনাও মেলে (বনপর্ব ৪৩/৩২) :

মহাকটিতটশ্রোণ্য কম্পমানৈ পয়োধরৈঃ।
কটাক্ষহাবমাধুর্যৈশ্চেতোবুদ্ধি মনোহরৈঃ॥

এ তো গেল মহাকাব্যের কথা। বৈদিক যুগের সংস্কৃতিতে জায়গা ছিল পুংশ্চলীদের। উপনিষদে পাই সত্যকামের কুমারীমাতা জবালা ছিলেন বহুচারিণী। মৎস্যপুরাণেও উপস্থিত পণ্যাস্ত্রী। বসন্তসেনা আর আম্রপালী তো নাচে গানে স্মরণে রয়েছেন ইতিহাস পেরনো ভারতীয় সংস্কৃতিতে। তন্ত্রে মেলে গণিকাদের পঞ্চ শ্রেণীবিভাগ : 'রাজবেশ্যা অর্থে রাজ-অনুগৃহীতা বেশ্যা, নাগরী অর্থে নগরবাসিনী বেশ্যা, গুপ্তবেশ্যা অর্থে সৎবংশজাত নারী— যিনি গোপনে অভিসার করেন, দেববেশ্যা অর্থে মন্দিরস্থানে দেবদাসী আর ব্রহ্মবেশ্যা বা তীর্থগ— যিনি তীর্থস্থানে বেশ্যাবৃত্তিতে নিয়োজিত।' (*ভারতের বিবাহের ইতিহাস*, অতুল সুর, পৃ. ১১১)। দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় শতকের

মধ্যবর্তী সময়ে রচিত *কামশাস্ত্র গ্রন্থে* বাৎসায়ন মানবের মুখ্য কর্ম হিসেবে নির্দিষ্ট করেছেন উদ্যান-বিহার অর্থে বাগিচাভ্রমণ, সোজাকথায় বাগানবাড়ি যাওয়া। কারণ সহজেই অনুমেয়। সে সংস্কৃতিই প্রসারিত হল বাংলায়, মূলত কলকাতায়। সাবেকি কলকাতা তখন নবাব-বাবুদের দখলে। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭-১৮৪৮) তাঁদের এমত পরিচয় দেন :

মনিয়া বুলবুল আখড়াই গান,
খোষ পোষাকী যশমী দান,
আড়িঘুড়ি কানন ভোজন,
এই নবধা বাবুর লক্ষণ॥

—*নববাবুবিলাস, রসরচনাসমগ্র*, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৪১

এই 'নববাবুবিলাস'-এই পাই : 'ছলনা, ছেনালি, ছেলেমি, ছাপান, ছেমো আর ছেঁচরামি— এই ছয় ছ-এর কৃতকামে বাবুদের মোহাবিষ্ট রাখতেন বেশ্যারা।' (*তদেব*, পৃ. ২০২)

আভিধানিক বা আইনগত সংজ্ঞা বলে, যে নারী অর্থ-বিনিময়ে বিনাবিচারে একাধিকজনকে যৌনসম্ভোগে দেহদান করেন সেই বেশ্যা। সমার্থ বহু শব্দে একাধিক তার পরিচয় : অজ্জুকা, অবিদ্যা, ইত্বরী, কসবি, কামরেখা, কামলেখা, কুচনি, কুট্টিনি, কুলটা, কুম্ভা, ক্ষুদ্রা, খানকি, খেরেলি, গণিকা, গণেরু, গণেরুকা, গস্তানি, গোসর্পিকা, ঘুঙ্কি, ছুটো, ছেনাল বা ছিনাল, জনপদবধূ, ঢেমনি, দারী, দেহপসারিণী, দেহোপজীবিনী, ধর্ষকারিণী, ধর্ষিণী, ধুমড়ি, নগরকূলবধূ, নগরনটী, নগরনটিনী, নগরশোভিনী, নটিনী, নটিদারী, পতিতা, পরপুষ্টা, পণাঙ্গনা বা পণ্যাঙ্গনা, পেশাকর বা পেশাকার, পুংশ্চলী, পুংস্কামা, প্রেষণী, বর্ণদাসী, বাজারের মেয়ে, বারনারী, বারবনিতা, বারবধূ, বারবিলাসিনী, বারস্ত্রী, বারাঙ্গনা, বারোযোষিৎ, মঞ্জিকা, মাগি, রতায়নী, রণ্ডা বা রাণ্ডি, রাঁড়, রেণ্ডি, রুণ্ডিকা, রূপাজীবা, রূপোপজীবিনী, লজ্জিকা, লম্পটি, সঞ্চারিকা, সম্ভিজীবক, স্পর্শা, হট্টবিলাসিনী এবং আধুনিকতম সংজ্ঞা যৌনকর্মী। তাঁদের বৃত্তি চিহ্নিত আদিম ব্যবসা, খানকিগিরি, খানকিপনা, গণিকাবৃত্তি, গাণিক্য, ছেনালি, ছেনালিপনা, নাগরালি, পতিতাবৃত্তি, বেশ্যাগিরি, বেশ্যাপনা, বেশ্যাবৃত্তি এবং আধুনা যৌনকর্ম বা যৌনক্রিয়ায়। তাঁদের বাসস্থান অভিহিত হয় খানকিটোলা, খানকিপাড়া, খানকিবাড়ি, গণিকাপল্লী, গণিকালয়, নিষিদ্ধপল্লী বা নিষিদ্ধপাড়া, পতিতাপল্লী, পতিতালয়, বেশ্যাপটি, বেশ্যাপল্লী বা বেশ্যাপাড়া, বেশ্যালয়, মাগিপাড়া, মাগিবাড়ি, রাঁড়ের বাড়ি আর পুলিশি কেতায় রেড-লাইট-এরিয়া নামে। তাঁদের গৃহকর্ত্রী বা মালকিন পরিচিত মাসি নামে। আর যাঁরা খদ্দের ধরে নিয়ে আসে পাড়ায়, নিয়ে আসে নানান খবর তাঁরা স্বীকৃত বেশ্যার দালাল, রাঁড়ের বাড়ির দালাল বা শুধুই দালাল নামে। অনাকাঙ্ক্ষিত সম্ভোগে, অপমানিত

ভান-ভালোবাসায় গড়ে ওঠা বেশ্যাজীবনের পাশাপাশি জন্ম নেয় বাইজির বিনোদিনী বৃত্ত। মরাঠি ভাষায় 'বাই' অর্থে মা বা বড় বোন, রাজস্থানীতে বোন; এর সঙ্গে হিন্দুস্থানী 'জি' যুক্ত করা হত সম্ভ্রম জানানোর উদ্দেশ্যে। শব্দের জন্মকথা যাই বলুক ভবানীচরণ-এর মন্তব্য : 'গাওনা বাজনা কিছু শিক্ষা কর যাহাতে সর্ব্বদা জিউ খুসি থাবি-বেক এবং যত প্রধানা নবীনা গলিতা যবনী বারাঙ্গনা আছে ইহাদিগের বাটীতে মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করিয়া ঐ বারাঙ্গনাদিগের সর্ব্বদা ধনাদি দ্বারা তুষ্ট রাখিবা, কিন্তু যবনী বারাঙ্গনাদিগের বাই বলিয়া থাকে, তাহা সম্ভোগ করিবা, কারণ পলাণ্ড অর্থাৎ পেঁয়াজ ও রশুন যাহারা আহার করিয়া থাকে তাহারদিগের সহিত সম্ভোগে যত মজা পাইবা এমত কোন রাঁড়েই পাইবা না।' (*নববাবুবিলাস, রসরচনাসমগ্র*, পৃ. ৪৩) বাইজির সমার্থ খেম্‌টাওয়ালি, জান, তওয়াইফ, তয়ফাওয়ালি, দেবদাসী, নাচনি, নাচওয়ালি, বাই আর বাইওয়ালি। তাঁদের বৃত্তি খেম্‌টা নাচ, ঠুম্‌কি, তয়ফা, বাই নাচ আর বাইজি নাচ। তাঁদের বাসগৃহ চিহ্নিত কোঠা নামে।

কলকাতায় বেশ্যা-বাইজির অধিষ্ঠান সম্পর্কে ধারাবাহিক ইতিহাস মেলে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে। পলাশি যুদ্ধের খলনায়ক মীরজাফর সংগীত-কুশলতায় মুগ্ধ হয়ে বিয়ে করেছিলেন মণি বাইজি আর বব্বু বাইজিকে। (*বাঙ্গলার বেগম*, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৬৯-৭০) আবার অন্যদিকে রেভারেন্ড জেমস্ লং (১৮১৪-১৮৮৭) জানিয়েছেন এ যুদ্ধের অনেক আগেই '. . . in 1752 . . . the property of prostitutes was confiscated to the Government revenue'. (*Selections from Unpublished Records of Government [1748-1767]*, Revd. J. Long, p. LXV) 'কোম্পানির কর্তারা ঈশ্বরী এবং বুভি নামে দুটি মেয়ের বিষয়সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে নিলাম করে ৫৩৯ টাকা ৪ আনা ৩ পাই উপায় করেছিলেন। কী তাঁদের অপরাধ কে জানে। শুধু এটুকু বলা হয়ছে তাঁরা নগরকুলবধূ।' (রাজনর্তকী, শ্রীপান্থ, *শারদীয়া আনন্দবাজার* ১৪০৭, পৃ. ৬৪) 'নগরকুলবধূ' বা বেশ্যাদের কর্তারা যতই ঘৃণার চোখে দেখুন না কেন, কেউ কেউ যে ভিন্ন চোখে দেখেছেন তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। অ্যাডমিরাল জন স্‌প্লিন্টার স্ট্যাভোরিনাস (১৭৩৯-১৭৮৮) তাঁর *Voyages to the East-Indies* গ্রন্থে ১৭৬৮-১৭৭১ সময়কালের কলকাতায় বেশ্যাদের জীবন-বৃত্তি প্রসঙ্গে লিখেছেন : 'Prostitution is not thought a disgrace : there are everywhere licensed places, where a great number of loose women are kept; it is a livelihood that is allowed by law, upon payment to the faujdar, or sheriff, of the place, of a certain duty imposed upon the persons of the females who adopt this mode of life; they are generally assessed at half a rupee, or fifteen stivers per month' (*Calcutta in the 18th Century*, P. Thankappan

Nair, pp.160-61) উনিশ শতকের গণিকালয় প্রসঙ্গে দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় (১৮২০-১৮৮৫) তাঁর আত্মজীবনীতে লিখছেন : 'পূর্ব্বে গ্রীস দেশে যেমন পণ্ডিতসকলও বেশ্যালয়ে একত্রিত হইয়া সদালাপ করিতেন সেইরূপ প্রথা এখানেও প্রচলিত হইয়া উঠিল। যাঁহারা ইন্দ্রিয়াসক্ত নহেন, তাঁহারাও আমোদের ও পরস্পর সাক্ষাতের নিমিত্ত এই সকল গণিকালয়ে যাইতেন। সন্ধ্যার পর রাত্রি দেড় প্রহর পর্য্যন্ত বেশ্যালয় লোকে পরিপূর্ণ থাকিত। বিশেষতঃ পর্ব্বোপলক্ষে তথায় লোকের স্থান হইয়া উঠিত না। লোকে পূজার রাত্রিতে যেমন প্রতিমা দর্শন করিয়া বেড়াইতেন, বিজয়ার রাত্রিতে তেমনই বেশ্যা দেখিয়া বেড়াইতেন।' (*আত্মজীবন-চরিত*, পৃ. ৩৩) রাজনারায়ণ বসুও (১৮২৬-১৮৯৯) একই অভিমত প্রকাশ করেন : 'এক্ষণকার লোক পানাশক্ত ও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বেশ্যাশক্ত। . . . সেকালে লোকে প্রকাশ্যরূপে বেশ্যা রাখিত। বেশ্যা রাখা বাবুগিরির অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইত; এক্ষণে তাহা প্রচ্ছন্ন ভাব ধারণ করিয়াছে, কিন্তু সেই প্রচ্ছন্ন ভাবে তাহা বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইতেছে। . . . যেমন পানদোষ বৃদ্ধি পাইতেছে তেমন বেশ্যাগমনও বৃদ্ধি পাইতেছে।' (*সে কাল আর এ কাল*, রাজনারায়ণ বসু, পৃ. ৬২-৬৩)

কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০) মন্তব্য করেন : 'বেশ্যাবাজীটি আজকাল এ সহরে বাহাদুরীর কাজ ও বড় মানুষের এলবাত পোসাখের মধ্যে গণ্য, অনেক বড় মানুষ বহুকাল হলো মরে গ্যাচেন কিন্তু তাঁদের রাঁড়ের বাড়িগুলি আজও মনিমেণ্টের মত তাঁদের স্মরণার্থ রয়েছে।' (*সটীক হুতোম প্যাঁচার নক্শা*, অরুণ নাগ, পৃ. ১৯৯) শুধু দেশীয় মানুষজনই নয় সে সময় একই অভিযোগে অভিযুক্ত ছিল ইংরেজ সেনারাও: 'An idea of the behaviour of the British soldiers in Calcutta can be had from the observations made by a Bengali newspaper in the 1820s. Referring to the arrival of fresh British troops and their initial stay in Fort William in Calcutta, the paper commented : "Since the Fort was very near to the city of Calcutta, the newly arrived soldiers took leave and went to the city, moved around in the sun, boozed and indulged in debauchery and similar acts." ' (*John Barleycorn Bahadur : Old Time Taverns in India,* Major H. Hobbs, p. 100)।

রূপচাঁদ পক্ষী (১৮১৫-১৮৯০) তাঁর 'কলিকাতা বর্ণন'-এ তুলে ধরেছেন বৃত্তির বহুধা প্রসঙ্গ:

> স্বর্গে আছেন ইন্দ্রের শচী, এমন শচী দেখলে হয় অরুচি,
> ইংরাজের মিস কচি কচি অঙ্গভঙ্গি বহুতর॥
> (গাউন পরা রুমালভরা এসেনস্ রোজ লাভেণ্ডর)॥
> উর্ব্বশী কিন্নরী, রম্ভা নর্ত্তকী, সুন্দরী সম সৌদামিনী, জ্যোতি সম সুরনারী।

কলকাতাতে তয়ফাআলি, খেম্‌টাআলি ঢপআলি, মেয়ে পাঁচালি,
যাত্রাআলি, গলি গলি তর বিতর (খেয়ালী, টপ্পাআলি, মদমাতালি ঘর ঘর)॥

সে 'মদমাতালি' ঘরের বিচিত্র ছবি পাওয়া যায় ভবানীচরণ-এর লেখায়—

কেহ ঘরে ঢুকিল কার্ক খুলিয়া সরাপ ছয়লাপ করিল,
কেহ মৎস্য ধরে গুপ্ত ঘরে, কেহ মজিয়াছে কালোয়াতের গানে,
কেহ বেশ্যামুখ চুম্বনে, কেহ আলিঙ্গনে, কেহ স্তনমর্দ্দনে,
কেহ বলে তয়ফাওয়ালি কি মজা দিলি॥

—*নববাবুবিলাস, রসরচনাসমগ্র,* পৃ. ৫১

এতো তাঁদের ঘরের কথা। কিন্তু তাঁরা ব্যবসা চালাত কোথায়। এর উত্তর মিলবে ১৮০৬-এর কলকাতা শহরের আদমসুমারিতে। সেখানে বলা হয়েছে যে ৪৪টি প্রধান রাস্তার ৭৬৩৩টি বাসগৃহের ৬৫৫খানা ঘরের মালিকানা ছিল বেশ্যাদের। এই আদমসুমারি থেকে আরও জানা যায় : 'a brothel in 235 and 236 Bow Bazar St. owned by a member of Dwarakanath Tagore's family. It had 43 rooms for prostitutes and its rental value was Rs. 140/-.' (*Calcutta : Myths and History,* S. N. Mukherjee, p. 101)

কার্তিকেয়চন্দ্র লিখেছেন : 'তৎকালে বিদেশে পরিবার সঙ্গে লইয়া যাইবার প্রথা অপ্রচলিত থাকাতে প্রায় সকল আমলা, উকীল বা মোক্তার বাবুদের এক একটী উপপত্নী আবশ্যক হইত। সুতরাং তাঁহাদের বাসস্থানের সন্নিহিত স্থানে স্থানে গণিকালয় সংস্থাপিত হইতে লাগিল।' (*আত্মজীবন-চরিত,* পৃ. ৩৩)

গণিকালয়-এর বিস্তার বিষয়ে এক আলোচনায় (*ঐতিহাসিক,* নভেম্বর ১৯৯৯) পাই :

১৮৫৬-তে প্রকাশিত 'বেঙ্গল অ্যালম্যানাক'-এর স্ট্রিট ডাইরেকটরি অংশে দেখা যাচ্ছে হাড়কাটা লেনের ৩ নম্বর থেকে ৯৪ নম্বর বাড়িগুলির সব কটিই ছিল 'Bengalee Dancing girls'-দের দখলে। উনবিংশ শতাব্দের মধ্যভাগে যে হাড়কাটা গলি নর্তকীবহুল ছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেলেও, প্রাচীনতর কোনো স্ট্রিট ডাইরেকটরিতে আমরা বাড়তি কোনো তথ্য পাইনি। তার জন্য বরং দেখা যাক সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর 'হিস্ট্রি অফ দ্য কাশিমবাজার রাজ'-এর প্রথম খণ্ড।

কাশিমবাজারের রাজা হরিনাথ রায় বাহাদুরের ১২২৭ বঙ্গাব্দের (১৮২০-২১) 'মোকাম কলিকাতা সরকার' হিসাবের খাতায় বৌবাজারের জমির উল্লেখ রয়েছে। সেই জমির ভাড়াটে কারা ছিলেন?— ". . . the tenants were from a different community consisting of Anglo-Indians, Jews, Armenians and Baijis (nautch girls, generally Muslim) of mixed and uncertain birth who settled here from Lucknow and other places in upper India. This was

also a closed society, none from outside could penetrate into the tenancy except those who were there from the beginning . . . The names of the several dancing girls are given as Bibi Neki, Bibi Roseina, Bibi Jujafode, Bibi Izaban, Bibi Jana, Bibi Pani, Bibi Peara, Bila Katrie.'' (পৃ. ৯৪)। সুতরাং উনিশ শতকের গোড়াতেও যে বৌবাজারে বহু নর্তকীর বাস ছিল তার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ রয়েছে।

. . . প্রাচীন কলকাতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ছিল দুটি। প্রথমটি তীর্থযাত্রার পথ, চিৎপুর রোড-বেণ্টিঙ্ক স্ট্রিট হয়ে চৌরঙ্গির জঙ্গলের ভিতর দিয়ে কালীঘাটের মন্দিরে গিয়ে শেষ হয়েছিল। দ্বিতীয় সড়কটির উপযোগিতা ছিল বাণিজ্যিক। সেটি গঙ্গাতীর থেকে শুরু হয়ে কয়লাঘাট স্ট্রিট, লালদিঘির উত্তর পাড় হয়ে লালবাজার স্ট্রিট-বৌবাজার স্ট্রিট হয়ে বর্তমান শিয়ালদা স্টেশনের দক্ষিণ দিকে বৈঠকখানায় পৌঁছেছিল। বাদার জলপথের সঙ্গে ভাগীরথীর যোগসূত্র ছিল এই পথ। লোক চলাচল, জনসমাগম ও সহজগম্যতার কারণে কলকাতার সব কটি পুরনো পতিতাপল্লির অবস্থিতি এই দুটি রাস্তার ধারে। সিদ্ধেশ্বরীতলা, সোনাগাছি, রামবাগান, শেঠবাগান, জোড়াবাগান, সিঁদুরেপটি, টেরিটিবাজার, জানবাজার-ধুকুড়িয়াবাগান থেকে শেষ প্রান্তের কালীঘাট পর্যন্ত অনেকগুলি নিষিদ্ধপল্লির ঠাঁই মিলেছিল প্রথম রাস্তাটির ধারে। দ্বিতীয় রাস্তাটির গা ঘেঁষে ছিল বৌবাজারের বাইজিপাড়া তথা বারাঙ্গনাগৃহগুলি।

দক্ষিণ শহরতলীর গণিকাগৃহগুলি গজিয়ে উঠেছিল আদিগঙ্গার তীরকে আশ্রয় করে। মুন্সিগঞ্জ-ওয়াটগঞ্জ, কালীঘাট, টালিগঞ্জ এবং গড়িয়ায় তার প্রমাণ মেলে। জলপথের সুদিন যখন ফুরিয়ে এল, আর বেড়ে গেল সড়ক যোগাযোগের রমরমা, তখন টালিগঞ্জের বারবনিতারা ধীরে ধীরে সরে এলেন টালিগঞ্জ ফাঁড়ির মোড়ে। কালীঘাটে নদীপথ ও রাজপথের মণিকাঞ্চন মিলন থাকায় সেখানকার গণিকাগোষ্ঠী দক্ষিণ শহরতলীর সব কটি নিষিদ্ধপল্লীর মুকুটমণি হয়ে রইল। তীর্থযাত্রীদের অবিরাম যাতায়াত ইন্ধন দিয়ে জিইয়ে রাখল সেই ব্যবসায়িক দীপশিখা।

—গবেষণার গোলে উনিশ শতকের পতিতা, দেবাশিস বসু, পৃ. ৭৬-৭৭

উনিশ শতকের মধ্যভাগে স্কুলের কাছে বেশ্যাপল্লী তুলে দেবার প্রস্তাব করা হয়। সরকারি মহাফেজখানার এক রিপোর্টে জানা যায় :

কলকাতার নলপুকুর লেনে ৪, ৭, ৮ নং বাড়িগুলি বেশ্যালয় হিসাবে ব্যবহৃত হত। কাছেই স্কুল। মামলা আরম্ভ হল। সেই মামলায় বার্নাড সাহেব রায় দিলেন বহু ছেলে বউবাজার লেন, ওয়ারিশবাগান লেন এবং নলপুকুর লেন থেকে তাদের স্কুলে আসে। তারা নলপুকুরের এই বাড়িগুলি দেখতে পায়। তাদের স্কুলটি ছিল সুতারকিন স্ট্রিটে। J. Lanbert সলিসিটর জেনারেলকে প্রতিবেশীদের অভিযোগ জানালেন। এসব বাড়িতে

মাতলামি, গুণ্ডামি, অশ্লীল গালিগালাজ সর্বদাই লেগে থাকত। আর বার্নাড রায় দিলেন বাড়িওয়ালারাই এর জন্যে দায়ী। '. . . he [বাড়িওয়ালা] has all these years been getting a higher rate of interest on his outlay indirectly through the weakness of womankind and the vice of mankind, than he would if he had used his household property in the ordinary way. He has in fact been turning the failty of human nature to his own profit, and by this action places himself very little above a brothel-keeper in the scale of morality.'

—*সুকুমারী দত্ত এবং অপূর্ব্বসতী নাটক*, বিজিতকুমার দত্ত, পৃ. ১২-১৩

'১৮৫৬ সালে বিদ্যোৎসাহিনী সভা বারবনিতাদের বসবাসের উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র পল্লী নির্দিষ্ট করে দেবার আবেদন পাঠান ইণ্ডিয়ান লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের কাছে।' (*কালীপ্রসন্ন সিংহ*, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২১) *সংবাদপ্রভাকর* একটি সম্পাদকীয়তে (১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৪/২৭মে ১৮৫৭) লিখছে :

এই কলিকাতা রাজধানীর প্রজাদিগের বসতি শৃঙ্খলা কিছুই নাই যেখানে বাজার সেইখানেই ভদ্রলোকের বাস, বিশেষতঃ বেশ্যারা ইচ্ছানুসারে সকল স্থানে বাস করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হওয়াতে আরো মন্দ হইয়াছে, তাহাতে অনেকে সুপথ পরিহার পূর্ব্বক তাহারদিগের কুহক চক্রে পতিত হইয়া কুমার্গে কলঙ্ক এই রাজধানীতে ক্রমে যেরূপ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে বিজ্ঞলোক মাত্রেরই অন্তঃকরণে ভয় জন্মিয়াছে, এখন পল্লীপথ বা গলি নাই যে স্থানে বারবিলাসিনীদিগের আবাস স্থল দৃষ্টিগোচর না হয়, মদ্যপান ধূম্রপান গুলি গাঁজা ছররা টান ইত্যাদি টান পানের ব্যাপার বারাঙ্গনা ভবনেই অধিক হইয়া থাকে, দুষ্ট দুরাত্মা তস্কর প্রতারক ঠক ইত্যাদি অসদ্বৃত্ত্যোপযোগি কুলোকেরা বেশ্যাগারেই বাস করে, অতএব বেশ্যাদিগকে শাসন করা অতি আবশ্যক হইয়াছে . . .।

—*সাময়িকপত্রে বাংলার সামাজচিত্র* ১, বিনয় ঘোষ, পৃ. ২২৩-২৪

সঞ্জীবনী পত্রিকায় (২০ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১) বারবনিতাদের বসবাস সম্পর্কে জানা যায় :

কলিকাতায় বারবনিতার প্রাদুর্ভাব।— ১৯০১ সালের আদমসুমারি অনুসারে খাস কলিকাতার জনসংখ্যা ৮,৪৭,৭৯৬; তন্মধ্যে পুরুষ ৫,৬২,৫৯৬ আর স্ত্রীলোক ২,৮৫,২০০। স্ত্রীলোকের সংখ্যা হইতে ১০ বৎসর পর্য্যন্ত বয়স্কা বালিকার সংখ্যা ৮৬,১২৮ বাদ দিলে ১০ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্কা স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১,৯৯,০৭২ থাকে। এই ১,৯৯,০৭২ জনের মধ্যে আদমসুমারিতে ১৪,৩৭০ জন আপনাদিগকে বেশ্যা বলিয়া দেখাইয়াছে। এই প্রকাশ্য বেশ্যার দল ব্যতীত এই সহরে আর যে কত বেশ্যা আছে, তাহা এদেশবাসী মাত্রই জানেন। কলিকাতার ঝি, রাঁধুনি, পানওয়ালী, কুলি-মজুরিণীদিগের অনেকেই যে ভ্রষ্টা, ব্যাভিচারিণী,

তাহা কে না জানে? এই দলের বেশ্যাদিগকে গণনার মধ্যে আনয়ন না করিলেও, আদমসুমারির গণনানুসারে ১০ বৎসরের উর্ধ্ব বয়স্কা প্রতি ১৪ জন স্ত্রী আধিবাসীর মধ্যে ১ জন প্রকাশ্য বেশ্যা, ৫ নং ওয়ার্ডের প্রতি ৪ জন স্ত্রীলোকের মধ্যে ১ জন বেশ্যা, এবং ১ নং ওয়ার্ডের প্রতি ৫ জন স্ত্রীলোকের মধ্যে ১ জন বেশ্যা। কলিকাতা সহরের ২৫টি ওয়ার্ডে গড়ে প্রত্যেক ওয়ার্ডে ৫৭৫ জন প্রকাশ্য বেশ্যা বাস করে। অপ্রকাশ্য বেশ্যার তো সীমা সংখ্যাই নাই।

অন্যান্য রাস্তা ও গলির কথা দূরে থাকুক, চিৎপুর [illegible], কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলেজ স্ট্রীট, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কর্পোরেশন স্ট্রীট প্রভৃতি যে সকল রাস্তা দিয়া প্রতিদিন বহুলোক যাতায়াত করে, সেই সকল রাস্তাতেও বহু বারবনিতা বাস করে এবং সজ্জিত হইয়া পথিকদিগকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করে।

কলিকাতার বাড়ীর মালিকগণ বেশ্যাদের নিকট অধিক বাড়ী ভাড়া পাইয়া থাকে। বাড়ীওয়ালারা যদি বেশ্যাদিগকে বাড়ীভাড়া দেওয়া বন্ধ করিতেন, তাঁহাদের গৃহে পাপ, ব্যভিচারের অভিনয় বন্ধ করিতে সচেষ্ট হইতেন, তাহা হইলে কলিকাতা সহরে বারবনিতাদের এতদূর প্রাদুর্ভাব হইত না।

—*সাময়িকপত্রে সমাজচিত্র,* কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ৩৩৬

বারবনিতাদের এই প্রাদুর্ভাবের ফলেই আমাদের দেশে ১৮৬৮-র ইংল্যান্ডের আইনের আদলে Contagious Diseases Act বা চোদ্দ আইন (Act XIV) প্রবর্তিত হয়। এই আইনের বলে বারাঙ্গনাদের নথিভুক্তিকরণ এবং যৌনব্যাধির সংক্রাম রোধে নির্দিষ্ট সময়ান্তরে ডাক্তারি পরীক্ষার বিষয়টি বাধ্যতামূলক করা হয়। এরই ফলপরিণতিতে পুলিশি 'ঝক্‌মারা' তখন হয়ে ওঠে অত্যাচারের নামান্তর। হয়রানির হাত থেকে রেহাই পেতে বেশ্যারা দলে দলে কলকাতা ছেড়ে চলে যায় ফরাশডাঙায় এবং সেখানেই শুরু করে তাদের কামকারবার। উনিশ শতকের পালাকার অঘোরচন্দ্র দাস ঘোষ-এর *পাঁচালী কমলকলি* -তে ধরা আছে এক সমকালীন প্রতিবেদন :

গৌড়াঙ্গ স্মরণ করে সিকায় তুলে ঝুলি।
রাঁড়ের বাড়ি উঁকিঝুঁকি মাচ্ছে কুলিকুলি॥
এক্ষণেতে নব্য বাবু আছেন তথা যারা।
দিব্য করে চুল ফিরায়ে বাহার দিয়ে তারা॥
পকেটে ফেলে পাঁচ পয়সা চুরুট গুঁজে মুখে।
রাঁড়ের বাড়ি এয়ারকিটি মাচ্ছে মনোসুখে॥

নবীন বৈষ্ণব বা নব্য বাবুই নয়, সেখানে রাত কাটাতে আসে আরো অনেকেই। অঘোরচন্দ্র লিখেছেন :

আট পয়সার মজুর যারা খাজুর চাটায় থাকে।
খাট পালঙ্কে খাসা বিছানায় শুচ্ছে লাখে লাখে॥
ভাই সাহেবরা কামিয়ে দাড়ি রাঁড়ের বাড়ি যায়।
হেঁদু বলে হোল নাইট নির্ব্বিঘ্নে কাটায়॥
নায়ের মাঝি যারা তারা শুনে গুজব কথা।
আল্লা রসুল স্মরণ কোরে নোঙর কোচ্ছে তথা॥
বলে, হালা হর রোজ কি বেয়ে মরবো লা।
হরেশড্যাঙায় হ্যাকটা আত কাবার কোরে যা॥

এ প্রসঙ্গে *The Englishman* পত্রিকায় প্রকাশিত (রবিবার ২৭ জুলাই ১৮৮৪) একটি প্রতিবেদনে জানা যায় :

> In Calcutta the effrontery of vice is becoming more and more insufferable. A few years ago the police authorities were empowered to shut up any house of ill-repute at will, and all the leading streets were free from these pest-houses. Since the repeal of the C. D. Act, however this authority seems to have been withdrawn, and now these shameless places are found in Wellesly-street, Dhurrumtollah, Elliot-road, Marquis-street, and other thoroughfares. Collinga Bazar-street is unspeakably shameless, and the whole neighbourhood of that street is infested with the most detestable characters. North of Bow Bazar the case is even worse, although it must be said that the European vermin who import women from the Danube, and the wretched victims of their hideous traffic, are much more shameless than the lowest specimens of native humanity found in the northern end of the city.
>
> —*Calcutta A Hundred Years Ago,* Ranabir Ray Choudhury, p. 91

ন্যায় অন্যায়ের চশমাচোখে সমাজ বেশ্যা বা পতিতাদের দেখেছে একভাবে আর কবিরা দেখেছেন আর-একভাবে। দুটি নিদর্শনে তার সমর্থন মেলে। রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১)-এর 'পতিতা' কবিতার (রচনাকাল ৯ কার্তিক ১৩০৪) নগরনটী বলে :

আমি শুধু নহি সেবার রমণী
মিটাতে তোমার লালসাক্ষুধা।
তুমি যদি দিতে পূজার অর্ঘ্য
আমি সঁপিতাম স্বর্গসুধা।

দেবতারে মোর কেহ তো চাহেনি
নিয়ে গেল সব মাটির ঢেলা,
দূর দুর্গম মনোবনবাসে
পাঠাইল তারে করিয়া হেলা।

এ রচনার চার বছর পরে ১৯০১ সালে (বঙ্গাব্দ ১৩০৮) এক বৈঠকে কবিতাটি আবৃত্তি করেন রবীন্দ্রনাথ এবং আলোচনাপ্রসঙ্গে বলেন :

আমি এই কবিতায় বলিতে চাহিয়াছি যে— রমণী পুষ্পতুল্য— তাহাকে ভোগে বা পূজায় তুল্যভাবে নিয়োগ করা যাইতে পারে। তাহাতে যে কদর্যতা বা পবিত্রতা প্রকাশ পায়, তাহা ফুলকে বা রমণীকে স্পর্শ করে না— ফুল বা রমণী চির-পবিত্র, চির-অনাবিল,— তাহাতে ফুলের বা রমণীর কোনো ইচ্ছা মানা হয় না বলিয়া সে ভোগে বা পূজায় নিয়োজিত হয় এবং তাহাতে নিয়োগকর্তারই মনের কদর্যতা বা পবিত্রতা প্রকাশ পায় মাত্র। যে সহজ-পূজ্য তাহাকে ভোগ্যের পদবীতে যে নামাইয়া আনে সেও একটা আনন্দ পায় বটে, কিন্তু সে আনন্দ অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর। পতিতা হইলেও নারীর স্বাভাবিক পবিত্রতা তাহার ভিতরে প্রচ্ছন্ন থাকে, অনুকূল অবস্থা পাইলে সে পুনর্বার পবিত্রতা লাভ করিতে পারে। পাপের অন্যায়ে সে তাহার আত্মাকে কলুষিত করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার আত্মা একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায় নাই— তাহার আত্মা বাষ্পাচ্ছন্ন দর্পণের ন্যায় ক্ষণিকের জন্য তাহার সহজ স্বচ্ছতা ও শুচিতা হারাইয়াছে। . . . সদ্‌গুণ সেই পর্যন্ত নিষ্ক্রিয় যে পর্যন্ত না ভাবের ভাবুক আসিয়া তাহার উপাসনা করে।

—*রবিরশ্মি (পূর্বভাগে)*, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৪৬২-৪৬৩

আবার রবীন্দ্র-পরবর্তী কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯২০-১৯৮৫) তাঁর কবিতা 'বেশ্যা'-য় লিখছেন :

এখনো বেশ্যার পায়ে মাথা রাখলে মানবজীবন
লাভ করতে পারি।
যে বেশ্যা ক্ষুধার্ত শিশুদের মুখে অন্ন তুলে দিতে
নিজের কান্নার স্রোতে রোজ দেয় সতীত্ব ভাসিয়ে।

মনে রাখা দরকার সংসারে কেউ বারাঙ্গনা হিসেবে জন্মায় না। সমাজের আর পাঁচজনের মতো তারাও রক্তমাংসের মানুষ। সাধ-আহ্লাদ তাদেরও থাকে। সমাজের পরোক্ষ চাপে তারা এক অ-সাধারণ বৃত্তি নিরুপায় হয়ে মেনে নিতে বাধ্য হয়। উনিশ শতকের প্রখ্যাত অভিনেত্রী বিনোদিনী দাসীর (১৮৬৩-১৯৪২) আত্মকথা বলে :

সংসারে যখন ঈশ্বর আমাদের পাঠাইয়াছিলেন তখন নারী-হৃদয়ের সকল কোমলতায় তো বঞ্চিত করিয়া পাঠান নাই। সকলই দিয়াছিলেন, ভাগ্যদোষে সকলই হারাইয়াছি! কিন্তু ইহাতে কি সংসারের দায়িত্ব কিছুই নাই, যে কোমলতায় একদিন হৃদয় পূর্ণ ছিল

তাহা একেবারে নির্ম্মূল হয় না, তাহার প্রমাণ সন্তান পালন করা। পতি-প্রেম সাধ আমাদেরও আছে, কিন্তু কোথায় পাইব? কে আমাদের হৃদয়ের পরিবর্ত্তে হৃদয় দান করিবে? লালসায় আসিয়া প্রেমকথা কহিয়া মনোমুগ্ধ করিবার অভাব নাই, কিন্তু কে হৃদয় দিয়া পরীক্ষা করিতে চান যে আমাদের হৃদয় আছে? আমরা প্রথমে প্রতারণা করিয়াছি, কি প্রতারিতা হইয়া প্রতারণা শিখিয়াছি, কেহ কি তাহার অনুসন্ধান করিয়াছেন? বিষ্ণুপরায়ণ প্রাতঃস্মরণীয় হরিদাসকে প্রতারিত করিবার জন্য আমাদেরই বারাঙ্গনা একজন প্রেরিত হয়, কিন্তু বৈষ্ণবের ব্যবহারে তিনি বৈষ্ণবী হন, এ কথা জগৎ ব্যাপ্ত। যদি হৃদয় না থাকিত, সম্পূর্ণ হৃদয় শূন্য হইলে কদাচ তিনি বিষ্ণুপরায়ণা হইতে পারিতেন না। অর্থ দিয়া কেহ কাহারও ভালবাসা কেনেন নাই। আমরাও অর্থে ভালবাসা বেচি নাই।

—*আমার কথা ও অন্যান্য রচনা*, বিনোদিনী দাসী, পৃ. ৪১

ভালোবাসা বেচা-কেনার সামগ্রী নয়। বেচা যায় না প্রেম। সানফ্রানসিসকো শহরের হালফিলের এক 'যৌনকর্মী' লিউপ (Lupe) তাঁর আত্মকথনে বলেছেন (১৯৯২) :

I think of my sexuality like a house. My clients come in the front door and they can rumpus around that room all they want. And then they walk out that front door and I lock the door behind them. They don't get to go in the rest of my house. I have this feeling that I'll give the image of sex, I'll give the body of sex, but I'm not going to give you my Sex.

—*Live Sex Acts,* Wendy Chapkis, p. 78

বেশ্যা ও বাইজির দিনগত বৃত্তিক্রিয়া যেন জীবন-মৃত্যুর সহবাস। সেখানে গানই ছিল পারাপারের কাণ্ডারী। গানেই তাঁদের মুক্তির আনন্দ, গানেই পরিস্ফুট বেদনা। সমাজ তাঁদের অপাঙ্‌ক্তেয় করে রাখলেও সামাজিকরা তাঁদের গুণপনাকে নিজেদের কাজে লাগাতে ভুল করেনি। একসময় বাংলার সংগীত, মঞ্চ আর চলচ্চিত্রের দাবিতে তাঁদের সমাদরে ডেকে আনা হয়েছে। তাঁদের প্রতিভা আর জনপ্রিয়তাকে ব্যবহার করে প্রয়োজন-বৈতরণী পার হয়েছেন অনেকেই। অথচ বেশ্যা বা বাইজি নামোচ্চারণে দেখা যাবে আঁকা চোখের বাঁকা ভ্রূভঙ্গি। মনের ভেতরে সুরেবেসুরে বেজে ওঠে 'ছিঃ ছিঃ এত্তা জঞ্জাল'। কিন্তু ছিঃ ছিঃ করার কিছু নেই। আর-পাঁচটা পেশার মতো গান আর নাচে মনোরঞ্জনও একটা পেশা। এখানেও প্রয়োজন দক্ষ পেশাদারিত্ব।

প্রথম জীবনে পেশাদারিত্বের প্রয়োজনীয় শিক্ষা শুরু হত তাঁদের মায়ের কাছেই। সপ্তম শতকে দণ্ডির *দশকুমার চরিত*-এ বেশ্যামাতার বয়ানে জানা যায় :

. . . এষ হি গণিকামাতুঃ অধিকারো যৎ দুহিতুর্জন্মনঃ প্রভৃত্যেব অঙ্গক্রিয়া, তেজোবলবর্ণমেধা-সংবর্দ্ধনেন দোষাগ্নিধাতুসাম্যকৃতা, মিতেন আহারেণ শরীরপোষণম্,

আপঞ্চমাৎ বর্ষাৎ পিতুরপি অনতিদর্শনম্, জন্মদিনে পুণ্যদিনে চ উৎসবোত্তরো মঙ্গলবিধিঃ, অধ্যাপনম্ অঙ্গবিদ্যানম্ সাঙ্গানম্, নৃত্য-গীত-বাদ্য-নাট্য-চিত্রাস্বাদ্য-গন্ধ-পুষ্পকলাসু লিপিজ্ঞান-বচনকৌশলাদিষু চ সম্যগ্-বিনয়নম্। অর্থাৎ— এ যে গণিকামায়ের অধিকার! জন্মের পর থেকে মেয়ের গায়ে তেল, হলুদ— এসব কে মাখায়? ওর তেজ, বল, গায়ের রঙ, মেধা— সব কিছুর তদ্বির আমিই করি। ঠিক ঠিক মতো খাইয়ে বায়ু-পিত্ত-রক্ত আর অন্য সবের সামঞ্জস্য ক'রে এমন গোলগাল ক'রে গড়েপিটে লালন পালন করে এই মা। পাঁচ বছর বয়স থেকে জানতে দিইনি ওর বাপ কে ছিল, কোথায় গেল। জন্মদিন, সংক্রান্তি, ব্রতপালন সব ওকে শেখালুম। পুরুষের সঙ্গে আলাপ, কটাক্ষ, প্রেমের ভান, ন্যাকামি, ছলনা— বেশ্যাতন্ত্রের আরো কতো সব শিক্ষা পেল আমারই কাছে। নাচ-গান-বাজনা, ছবি আঁকা, গন্ধদ্রব্য তৈরী, রান্না, ফুলের সাজ তৈরী, অক্ষর-পরিচয়, ইনিয়েবিনিয়ে কথা বলা— সব শিক্ষার মূলে আমি।

—*ভারতীয়-সাহিত্য-রত্ন সংকলন*, ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১০৯-১০

বিংশ শতাব্দীর সূচনাতেও সেই ট্র্যাডিশন। 'শিক্ষিতা পতিতা' মানদা দেবীর আত্মকথনে সপ্তম শতাব্দীরই প্রতিধ্বনি। এখানে মা-এর পরিবর্ত মাসি :

রাণী মাসী আমাকে বুঝাইল : 'পতিতার রূপই প্রধান সম্পত্তি নহে। লম্পটেরা রূপ দেখিয়া মোহিত হয় না। দেখ্‌বে অতি কুরূপা বেশ্যা, সুন্দরীদের অপেক্ষা অধিক অর্থ উপার্জ্জন কচ্ছে। এই জন্যই বলে "যার সঙ্গে যার মজে মন"। পুরুষগুলি যখন সন্ধ্যাবেলা বেশ্যা-পল্লীতে ঘুরে বেড়ায়— তখন কন্দর্পঠাকুর তাদের চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেন।'

রাণী মাসী আমাকে কতকগুলি কৌশল শিখাইল। কাপড় পরিবার ফ্যাশন, দাঁড়াইবার ভঙ্গী, কথা বলিবার কায়দা, চলিবার রীতি, এসব কিরূপ হইলে লোক আকৃষ্ট হয় সে তাহা দেখাইয়া দিল। মনে দারুণ দুঃখ ও অপ্রীতির কারণ থাকিলেও আগন্তুক পুরুষের সঙ্গে হাসিয়া কথা বলিতে হইবে। এমন ভালবাসা দেখাইবে— তাহা যে কপট, তাহা কেহ যেন ধরিতে না পারে। প্রণয়ী মদ্যপানাসক্ত হইলে তাহার মন রক্ষার জন্য কিরূপে মদের গ্লাস ঠোঁটের কাছে ধরিয়া মদ্যপানের ভাণ করিতে হয় তাহা দেখিয়া লইলাম। লম্পটদের মধ্যে যে ব্যক্তি যে প্রকারের আমোদ চায়, তাহাকে তাহাই দিতে হয়। এই প্রকার প্রতারণা শিক্ষা করিতে করিতে আমার বোধ হইল যেন, আমার হৃদয়ের মধ্যে আর একটি নূতন মানদার সৃষ্টি হইতেছে।

আমি ভাল গাহিতে পারিতাম। গলার স্বরও আমার বেশ সুমিষ্ট ছিল, . . . এ বিদ্যাটী জীবনে খুব কাজে লাগে। রাণী মাসী আমাকে গান শিখাইবার জন্য একজন ভাল ওস্তাদ রাখিল। সে বলিল, 'তোমার ব্রহ্ম সঙ্গীত অথবা স্বদেশী গান ত এখানে চল্‌বে না। লপেটা, হিন্দী গজল, অথবা উচ্চ অঙ্গের খেয়াল ঠুংরী এসব হ'ল বেশ্যা মহলের রেওয়াজ। কীর্ত্তনও শিখ্‌তে পার।' . . .

ছলনা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে লোক চিনিবার বিদ্যাও শিখিতে হইয়াছিল। কে চুরির মতলবে আসিয়াছে— কে কুৎসিত রোগাক্রান্ত— কে দুষ্ট প্রকৃতির লোক, কে ভালমানুষ ও সরলচিত্ত, এ সকল আমাদিগকে মুখ দেখিয়া ধরিতে হয়।

—*শিক্ষিতা পতিতার আত্মচরিত*, পৃ ১০২-০৩

সংগীত শিক্ষা প্রসঙ্গে বিনোদিনীর আত্মকথনে ফুটে ওঠে সময়ের চালচিত্র :

যখন আমার নয় বৎসর বয়ঃক্রম, সেই সময় আমাদের বাটীতে একটী গায়িকা আসিয়া বাস করেন। আমাদের বাটীতে একখানি পাকা একতলা ঘর ছিল, সেই ঘরে তিনি থাকিতেন। তাঁহার পিতা মাতা কেহ ছিল না, আমার মাতা ও মাতামহী তাঁহাকে কন্যাসদৃশ স্নেহ করিতেন। তাঁহার নাম গঙ্গা বাইজী। অবশেষে উক্ত গঙ্গা বাইজী ষ্টার থিয়েটারে একজন প্রসিদ্ধ গায়িকা হইয়াছিলেন। তখনকার বালিকা-সুলভ-স্বভাবশতঃ তাঁহার সহিত আমার "গোলাপ ফুল" পাতান ছিল। আমরা উভয়ে উভয়কে "গোলাপ" বলিয়া ডাকিতাম এবং তিনিও নিঃসহায় অবস্থায় আমাদের বাটীতে আসিয়া আমার মাতার নিকট কন্যা স্নেহে আদৃত হইয়া পরমানন্দে একসঙ্গে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, সে কথা তিনি সমভাবে তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত হৃদয়ে স্মরণ রাখিয়াছিলেন। সময়ের গতিকে এবং অবস্থা ভেদে পরে যদিও আমাদের দূরে দূরে থাকিতে হইত, তথাপি সেই বাল্য-স্মৃতি তাঁহার হৃদয়ে সমভাবে ছিল। এবং তাঁহার অন্তঃকরণ অতিশয় উন্নত ও উদার ছিল বলিয়া আমার মাতামহী ও মাতাকে বড়ই সম্মান করিতেন। এখনকার দিনে অনেক লোক বিশেষ উপকৃত হইয়া ভুলিয়া যায় ও স্বীকার করিতে লজ্জা এবং মানের হানি মনে করে, কিন্তু "গঙ্গামণি"— ষ্টারে গায়িকা ও অভিনেত্রীর উচ্চস্থান অধিকার করিয়াও অহঙ্কারশূন্যা ছিলেন। সেই উন্নত হৃদয়া বাল্য-সখী স্বর্গাগতা [স্বর্গগতা] গঙ্গামণি আমার বিশেষ সম্মান ও ভক্তির পাত্রী ছিলেন।

আমাদের আর কোন উপায় না দেখিয়া আমার মাতামহী উক্ত বাইজীর নিকটেই আমায় গান শিখিবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। তখন আমার বয়ঃক্রম ৭ বা ৮ বৎসর এমনই হইবে। আমার তখন গীত বাদ্য যত শিক্ষা করা হউক বা না হউক তাঁহার নিকট যে সকল বন্ধুবান্ধব আসিতেন, তাঁহাদের গল্প শুনা একটী বিশেষ কাজ ছিল। আর আমি একটু চালাক চতুর ছিলাম বলিয়া আমাকে সকলে আদর করিতেন। তখন বালিকা-সুলভ-চপলতাবশতঃ তাঁহাদের আদর আমার ভালো লাগিত। কি করিতাম, কি করিতেছি, ভালো কি মন্দ কিছুই বুঝিতে পারিতাম না।

—*আমার কথা ও অন্যান্য রচনা*, পৃ. ১৭-১৮

ভালো-মন্দ যাই হোক এই শিক্ষা বিনোদিনীর পরবর্তী জীবনে প্রতিষ্ঠা আর স্বীকৃতি এনে দেয়। তাঁর চৈতন্যলীলা-র অভিনয় সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ (১৮৩৬-১৮৮৬)-এর আশিস-মন্তব্য তো সকলেরই জানা। ইংরেজ সেনা কর্নেল এইচ. এস. অলকট

(১৮২৮-১৯০৭)-এর মন্তব্যেও অকপট স্বীকৃতি : 'As for the Chaitanya Lila, I unhesitatingly affirm that it is impossible for anyone . . . to witness the play without a rush of spiritual feeling and religious fervour. The poor girl who played Chaitanya may belong to the class of unfortunates . . . , but while on the scene she throws herself into her role so ardently that one only sees the Vaishnava saint before him.' (*আমার কথা ও অন্যান্য রচনা*, পৃ. ১৫৮)

বারাঙ্গন ছাড়াও এদেশী রাজা-জমিদারদের গৃহাঙ্গনও মুখর রাখতেন বেশ্যা-বাইজিরা। বিভিন্ন পালাপার্বণ-উৎসবে বসত তাঁদের নাচ-গানের আসর। দেশী মানুষজন ছাড়াও এসব আসরে আমন্ত্রণ পেতেন সাহেব-সুবোরা— সে ইতিহাসও অতি প্রাচীন। কলকাতায় বাইজি নাচের প্রথম বিবরণ মেলে *Asiatic Journal* (August 1816)-এ :

> We had no opportunity on Monday evening of discovering in what particular house the attraction of any novelty may be found, but from a cursory view we fear that the chief singers Nik-hee and Ashroom, who were engaged by Neel Munnee Mullik and Raja Ram Chunder are still without rivals in melody and grace. A woman, named Zeenut, who belongs to Benares, performs at the house of Budi Nath Baboo [Roy], in Jora Sanko.
>
> —*সংবাদপত্রে সেকালের কথা* ১, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৪১৪

নিকি প্রসঙ্গে উচ্ছ্বসিত ছিলেন ফ্যানি পার্কস (১৭৯৪-১৮৭৫)। কলকাতা ভ্রমণকালে রামমোহন রায়-এর মানিকতলার বাগানবাড়িতে নিকির নাচগানের প্রত্যক্ষ বর্ণনা দিয়েছেন তিনি :

> 1823, May— The other evening we went to a party given by Ram Mohun Roy, a rich Bengallee Baboo; the grounds, which are extensive, were well illuminated, and excellent fireworks displayed. In various rooms of the house nach girls were dancing and singing . . . The style of singing was curious; at times the tunes proceeded finely from their noses; some of the airs were very pretty; one of the women was Nickee, the Catalani of the East.
>
> —*Wanderings of a Pilgrim in Search of the Picturesque*, pp. 29-30

স্যার চার্লস ডয়লি (১৭৮১-১৮৪৫) নিকি-প্রসঙ্গে লিখেছেন :

But hark, at Nickies voice— such, one ne'er hears
From squalling nautchnees, straining their shrill throats
In natural warblings, how it greets our ears,
And brilliant jingling of delicious notes,
Like nightingale's that through the forest floats.

—*Nautch Girls of India,* Pran Nevile, p. 129

নিকির সমকালীন অন্যান্য মুসলমান বাইজিদের মধ্যে বেগম জান, হিঙ্গুল, নান্নিজান ও সুপন্‌জান প্রমুখদের উল্লেখ মেলে সে যুগের বিভিন্ন সংবাদপত্রে। (*সংবাদপত্রে সেকালের কথা* ১, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৪১৩)

সমাচার দর্পণ (২৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০)-এর সূত্রে জানা যায় : 'গত বুধবারে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর বেলগাছিয়ার স্বীয়োদ্যান বাটীতে এতদ্দেশস্থ অনেক ইউরোপীয় সাহেবেরদিগকে মহাভোজন করাইলেন তৎসময়ে তিন চারি শত ভোক্তা একত্র হইয়াছিলেন এবং শ্রী যুত বাবুর শিষ্টাচারে ও বিশিষ্ট শ্রদ্ধাতে সমাগত সকলেরই সন্তোষ জন্মিল। . . . এবং গত রবিবারে শ্রী যুত বাবু ঐ উদ্যানে স্বদেশীয় স্বজনগণকে লইয়া মহাভোজ আমোদ প্রমদাদি করিলেন এবং তদুপলক্ষে বায়ীর নাচ হইয়াছিল তাহাতে কলিকাতার মধ্যে প্রাপ্য সর্ব্বাপেক্ষা যে প্রধান নর্ত্তকী ও প্রধান বাদ্যকর তাহারদের নৃত্যগীত বাদ্যাদির দ্বারা আমোদ জন্মাইলেন।' (*সংবাদপত্রে সেকালের কথা* ২, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৪৫০)

তবে Indian Nation পত্রিকার সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ ঘোষ (১৮৫৪-১৯০৯)-এর দাবি কলকাতায় বাইজি নাচের প্রবর্তন করেন নবকৃষ্ণ দেব (১৭৩২-১৭৯৭) : 'he [Maharaja Nubkissen] introduced into Calcutta Society and popularised the nautch which Englishmen believe to be the chief of our pulbic amusements. It is Bai Nautch.' (*Memoirs of Maharaja Nubkissen Bahadur,* N. N. Ghosh, p. 186)

এছাড়া উনিশ শতকের মধ্যভাগে দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুরের এক বারাঙ্গনার সহযোগিতায় বেহালাবাদক প্যারীমোহন এক যাত্রাদল গড়ে তোলেন। বেলতলার দল নামে তাদের প্রসিদ্ধি ঘটে। এই প্রসঙ্গে অন্য একটি যাত্রাদলেরও উল্লেখ করা যায়। 'এই দলের পরিচালনা করতেন একটি স্ত্রীলোক। তিনি ছিলেন রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের রক্ষিতা। এই দলে বারাঙ্গনা-গায়িকারা যোগ দিয়েছিল।' (*বাংলার মঞ্চগীতি*, দেবজিত্‌ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৪৫)

অজ্ঞাতনামা এক ইংরেজ কবির The naughty nautch কবিতা থেকে জানা যায় নাচ-গানের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গ :

With fire in their eyes and love on their lips
And passion in each of their elegant skips,
As breathless as angels, as wicked as devils,
Performed at these highly indelicate revels.

—*কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত* ১, বিনয় ঘোষ, পৃ. ৪৩০

আবার অন্যরকম অভিজ্ঞতার কথা জানা যায় ভিন্ন এক ফিরিঙ্গি কবির রচনায় :

Then suddenly sounded a loudclanging gong
And there burst on the eyes of the wondering throng
A bevy of girls
Dressed in bangles and pearls
And other rich gems,
With fat podgy limbs . . .
And sang a wild air
Which affected your hair—

—*তদেব*, পৃ. ২৯৫

কবিদের অভিজ্ঞতা-বিশ্লেষণ যাই বলুক, বেশ্যা-বাইজির গান শুধু যে অঙ্গভঙ্গির নামান্তর তা নয়, গান শুধু যে অতি চীৎকার তা নয়, গান শুধু যে ব্যবসায়িক আয়ের পন্থা তাও নয়— আন্দোলনের হাতিয়ার করার ছবিও পাই মানদার আত্মকথায় :

অসহযোগ আন্দোলনের সময় প্রকাশ্য কর্ম্ম ক্ষেত্রে নামিয়া আমাদের সাহস বাড়িয়াছিল। সুতরাং এই ব্যাপারেও আমরা উদাসীন রহিলাম না। আমাদের দল পূর্ব্ব হইতেই এক প্রকার গঠিত ছিল। তবে এবারে উহাকে আরও বড় করিতে হইল। আমরা প্রস্তাব করিলাম, নিজেদের মধ্যে চাঁদা না তুলিয়া দল বাঁধিয়া গান গাহিয়া রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করিতে হইবে। তদনুসারে হাড়কাটা গলি, রামবাগান, সোনাগাছি, ফুলবাগান, চাঁপাতলা, আহিরীটোলা, জোড়াসাঁকো, সিমলা, কেরাণীবাগান, প্রভৃতি বিভিন্ন পল্লীর পতিতাগণ পৃথক পৃথক দল গঠন করিয়া রাস্তায় ভিক্ষা করিতে বাহির হইল।

সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! কলিকাতার অধিবাসীগণ স্তম্ভিত হইয়া গেল। এক এক দলে প্রায় ৫০/৬০ জন পতিতা নারী— তাহাদের পরিধানে গেরুয়া রংয়ের লালপাড় সাড়ী— এলো চুল পিঠের উপরে ছড়ান— কপালে সিঁদুরের ফোঁটা— কণ্ঠে মধুর সঙ্গীত— মনোহর চলনভঙ্গী, সঙ্গে কয়েকজন পুরুষ ক্লেরিয়নেট্ ও হারমনিয়ম বাজাইতেছে। অগ্রে অগ্রে দুইটী নারী এক খানি শালুর নিশান ধরিয়া যায়, তাহাতে কোন্ পাড়ার পতিতা নারী সমিতি, তাহা লিখিত আছে। তাহার পশ্চাতে অপর দুই নারী একখানি কাপড় ধরিয়াছে, তাহাতে দাতাগণ টাকা পয়সা নোট প্রভৃতি ফেলিয়া দিতেছে। আর দুইজন

স্ত্রীলোক পুরাতন বস্ত্র সংগ্রহ করিতেছে। . . . আমরা যখন ভিক্ষা করিতে বাহির হইতাম তখন শত শত লোক আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিত।

বন্যা-পীড়িত দুর্দ্দশা-গ্রস্থ [গ্রস্ত] নরনারীর দুঃখে কাতর হইয়া সকলেই আমাদের তহবিলে টাকা দিত না; আমাদের রূপ দেখিয়া, আমাদের গান শুনিয়া, আমাদের কটাক্ষ খাইয়া, তাহারা মুগ্ধ হইয়া টাকা দিয়া যাইত। ছাত্র ও যুবকদের দলে এত লোকের ভিড় হইত না।

—*শিক্ষিতা পতিতার আত্মচরিত*, মানদা দেবী, পৃ. ১২৭-১২৯

উপযুক্ত সংগীত-বিচার যে সত্যকার মানুষের হৃদয় জয় করতে সক্ষম তার সাক্ষ্য সংগ্রহ করা যায় গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২)-এর অভিজ্ঞতা থেকে—

বিবেকানন্দ খেতরীর রাজার সভায় উপস্থিত হন। কালোয়াতি সঙ্গীতঅন্তে, একজন 'বাঈ' রাজসভায় গান করিতে আসে। বিবেকানন্দ স্ত্রীলোকের গান শুনিতেন না, বিশেষ ঐরূপ স্ত্রীলোকের গান। রাজা মিনতি করিয়া তাঁহাকে বসাইলেন, অনুরোধ করিলেন, "একখানি গান শুনিয়া যান।" বাঈজি গান ধরিল :

'প্রভু মোর অবগুণ চিত না ধর।
সমদরশি হ্যায় নাম তোমার॥
এক লোহ পূজামে রহত হ্যায়,
এক রহো ঘর ব্যাধক পরো।
পরলোক মন দ্বিধা নাহি হ্যায়,
দুহুঁ কাঞ্চন করো॥'

সমস্ত গানটির ভাব এই যে, হে প্রভু! তুমি সমদর্শী, নির্গুণ ও ভগবান্‌কে সমান চক্ষে দেখিয়া থাক,— যেরূপ পরশমণি, দ্বিধা না করিয়া ব্যাধ-গৃহে লৌহ ও পূজা-গৃহে লৌহ, স্পর্শমাত্র সোনা করিয়া দেয়। নদীর নির্ম্মল বারি বা মলা-ধৌত নালার জল— গঙ্গাদেবী সমভাবে গ্রহণ করিয়া লন, আর দুই জলই গঙ্গাজল হইয়া যায়।

তানলয় গঠিত, ভাবপূর্ণ সুকণ্ঠে গীত সঙ্গীত শ্রবণে বিবেকানন্দের চক্ষে জলধারা পড়িতে লাগিল,— মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন "ধিক্ আমার সন্ন্যাস-অভিমানে! এখনও 'এ ঘৃণিত' 'এ মান্য' আমার বোধ আছে।" তদবধি সেই বাঈকে বিবেকানন্দ 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন এবং যখন খেতরীতে যাইতেন, খেতরীর রাজাকে অনুরোধ করিতেন, —"আমার মাকে ডাক, আমার গান শুনিতে ইচ্ছা হইয়াছে।" 'বাঈ' পরম শ্রদ্ধার সহিত গান শুনাইত, বিবেকানন্দ মুগ্ধ হইতেন।

—অভিনেত্রী সমালোচনা, *গিরিশ রচনাবলী* ৩, পৃ. ৮২৭

সংগীতবেত্তা অমিয়নাথ সান্যালও (১৮৯৫-১৯৭৮) মনে করতেন, 'বাইজীরা চরিত্রহীন বলে লোকে ভাবে। কারণ তাঁদের জীবনে অনেক পুরুষের সমাগম ছিল।

কিন্তু নাচ-গান করে পয়সার রোজগার— এটা তো একটা প্রফেশন। অনেক মানুষকে গান শুনিয়ে মুগ্ধ করে বেঁচে থাকার তাগিদেই প্রয়োজনীয় অর্থ জোগাড় করেন তাঁরা। . . . এই যে এত বড় বড় বাইজী, যাঁদের লোকে ঘৃণা করে, আমার মতে তাঁরা এক একজনা গান্ধর্বী। . . . আসলে এটা আমাদের দুর্ভাগ্য যে, একজন গান্ধর্বীর যে সম্মান পাওয়া উচিত সে সম্মান আমরা দিতে পারি নি।' (*ঠুমরী ও বাইজী*, রেবা মুহুরী, পৃ. ১৪-১৫)

বেশ্যা-বাইজিদের যেখানে সম্মান দিতে পারেনি সমাজ, সেখানে তাঁদের সংগীত অবহেলিত হবে সে কিছু বিস্ময়ের নয়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায়, দুঃখের হলেও, গীতিকার ও তাঁদের সৃষ্টি এখনো অনালোচিত রয়ে গেছে। তবু এরই মাঝখানে, কোনো কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ভবিষ্যতের কথা ভেবে বা না ভেবে পালন করে গেছেন উল্লেখযোগ্য সামাজিক দায়িত্ব। উত্তর কলকাতার বটতলা* অঞ্চলের সুধার্ণব প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় (১৬ই জুলাই ১৮৯৪) 'কলিকাতার বেশ্যাসঙ্গীত'। প্রকাশক ত্রৈলোক্যনাথ দত্ত। গানগুলির সংগ্রাহক ও প্রণেতা ছিলেন হরিচরণ প্রমাণিক। বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগে সংকলনটি প্রসঙ্গে মন্তব্য : 'The songs collected in this work are obscene and vulgar'। ৭২ পৃষ্ঠায় সংকলিত ১৪৮টি গান সম্পর্কে উল্লিখিত বিশেষণ দুটি কতদূর প্রযোজ্য সে বিচার আপাতত তোলা থাক। কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে এটুকু বলা যেতে পারে যে বেশ্যা-বাইজি-গীত সংগীতের এই প্রথম সংকলনটির অনুসরণে প্রকাশিত হয়েছিল আরও তিনটি সংকলন। ১৮৯৭ (১৩০৪ বঙ্গাব্দ)-এ প্রকাশিত হয় 'থিয়েটার সঙ্গীত ও বেশ্যা সঙ্গীত'। সংগ্রাহক অক্ষয়কুমার দে। প্রকাশক যোগেন্দ্রনাথ দে। সংকলনটির প্রথম পর্বে আছে থিয়েটারের গান; দ্বিতীয় পর্বে বেশ্যাসংগীত। ৩৭-৬১ এই ২৫ পৃষ্ঠার আধারে ধৃত হয়েছে ৪৫টি গান। কলকাতা থেকে দিল্লিতে ভারতের রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার বছরে (১৯১১) প্রকাশিত হয় 'বেশ্যা সঙ্গীত'। সংগ্রাহক ও প্রকাশক নুটবেহারী মজুমদার। ৬০ পৃষ্ঠায় গ্রথিত হয়েছে ১৭৪টি গান। এর প্রায় দু দশক পরে ১৯২৯-এ প্রকাশিত হয় 'বাইজী সঙ্গীত'। এখানে ৬০ পৃষ্ঠার পরিসরে সংগৃহীত হয় ১৩৮টি গান। এই চারটি সংকলন সাক্ষ্যে দেখা যাচ্ছে ৬০টি গান প্রকাশনাভেদে একাধিকবার সংকলিত হয়েছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত : এমন করিয়ে আঁখি আর; আমি নিশিদিন তোমায় ভালোবাসি; এ জনমের সঙ্গে কি সই; এখনও এ প্রাণ আছে সই; কথা কব কিরে; কে তোরে শিখায়েছে বল; গোপনে প্রেম করে সই;

উত্তর কলকাতার দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রিট ও রবীন্দ্র সরণির সংযোগস্থলের উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত ছিল বটতলার পুকুর। তার পাশে ছিল জোড়া বটগাছ। তাই থেকে সংলগ্ন পল্লীর নাম হয়ে গিয়েছিল বটতলা। (*কলকাতার পুরাকথা*, দেবাশিস বসু, পৃ. ৩২২)

ছেড়ে দে ছেড়ে দে; তুমি কুল মজাবার নাটের গুরু; না জানি রূপসী; বলো লো প্রেয়সী; যাও যাও ফিরে যাও; রমণী সখের জলপান; রমণীর প্রেমনদীতে; সাধের তরণী আমার ইত্যাদি।

বহু গানে রাগ-তাল-পাঠের ভিন্নতা মেলে। আর এই সঙ্গে মেলে না বহু গানের রচয়িতার নাম। অনুল্লেখ ইচ্ছাকৃত কি না তা ভেবে দেখার বিষয় । এইসব গানে সুরের ব্যবহারে দেশী রাগ-রাগিণী, কীর্তন-বাউল ছাড়াও লোকজ অন্যান্য ধারাও অনুসৃত হয়েছে ছন্দের দোলে। গানের পরিবেশনায় মনের অবচেতনে বা চেতনে কাজ করত নাচের গতিময়তা। ২৫ সেপ্টেম্বর ১৭৯২-এ প্রকাশিত Calcutta Chronicle পত্রিকার সূত্রে জানা যায় দেশীয় সুরের সঙ্গে মেশে ইংরেজিয়ানা : 'The only novelty that rendered the entertainment different from those of last year was the introduction, or rather the attempt to introduce, some English tunes among the Hindoostanee music . . .' (*কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত* ১, বিনয় ঘোষ, পৃ ৩৪০-৪১)

আঠারো শতক থেকেই কলকাতা তথা বাংলার নবাব-রাজা-জমিদার-বিত্তশালীদের বিনোদবৃত্ত ঘিরে থাকত বেশ্যা-বাইজির প্রিয়সঙ্গ, যার অনুষঙ্গ ছিল গান। তাই বেশ্যা আর বাই পল্লীতে বৃত্তির মূল অঙ্গ হয়ে উঠল গান। অতিথি-পুরুষকে কতটা আনন্দ দান করবে, কতটা আনন্দ পাবে নিজে তা পরিমাপ করার অধিকার কার্যত সীমাবদ্ধ ছিল বার পল্লীতে। তাঁদের কর্মসংস্কৃতি তথা বিনোদচর্চা সম্পূর্ণতই ছিল সমাজপতি আর ধর্মপতিদের দখলে। তাঁদের আনন্দ সম্ভোগ ছিল বহু বাধানিষেধ ঘেরা। সময় আর রুচির পরিবর্তনে বদলেছে এই বাধানিষেধের চরিত্র।

বিনোদকর্তা পুরুষের বিনোদিনী নারীর শাশ্বত মুক্তির আলো ছিল সংগীত মূলত গান। কখনও সে গান ছিল চটুল :

> রমণী সখের জলপান, ঠিক যেন আঠারো ভাজা!
> নারীর প্রেমে যে মজেছে, সেই পেয়েছে তারি মজা॥
> নারী আঠারো কলা, নারী ফুটকলাই ছোলা,
> নারীর প্রেম রসগোল্লা, কচুরি মালপোয়া খাজা। . . .

কখনও গানের বিষয় দেহতত্ত্ব :

> এল প্রেম-রসের কাঁসারি
> আয় সই ভাঙা ফুটো বদল করি॥
> একটি নয় সেই ছিদ্র নটা, রসবিহীনে অন্তর ফাটা,
> জল থাকে না একটি ফোঁটা, আঠার যত সারি। . . .

আবার কখনও গানের অবলম্বন আধ্যাত্মিকতা :

আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল
সকলই ফুরায়ে যায় মা।
জনমের শোধ, ডাকি গো মা তোরে
কোলে তুলে নিতে আয় মা . . .

আর, এসবের বাইরেও আছে কিছু গান, যাতে সম-সময়ের ছাপ পাওয়া যায় :

বাঁকা সিতে ছড়ি হাতে বাবু এসেছে।
হেসে কাছে বসেছে॥
কামিজ আঁটা সোনার বোতাম,
চেনের কি বাহার,
রুমালে উড়ছে লেভেনডার,
গলায় বেলের কুঁড়ির হার,
গলা ধরে সোহাগ করে, নইলে কি মন রসেছে॥

একে গান আখ্যা দিলে ঊনোক্তি করা হয়। কথায় আঁকা পটের ছবি। কিংবা তারও অধিক, কিছু পরিমাণে ত্রিমাত্রিক কেন না এখানে দেখা যাচ্ছে 'রুমালে উড়ছে লেভেনডার'। জীবনযাত্রার প্রতি পদচারণার বিস্তার তাঁদের গানের ভাষায়— সংগ্রাম থেকে সান্ত্বনা, সমর্পণ থেকে প্রতিশোধ, বিবেক থেকে বিকার— কী নেই! এমন কি আছে শহর কলকাতার সর্বাঙ্গীন বেশ্যা-মানচিত্র :

শুন বলি কলিকাতার বেশ্যাদের ব্যবহার।
ওদের মায়া বোঝে, ভবের মাঝে,
হেন সাধ্য আছে কার॥
হাটখোলার কথা বলি, শুনুন তাদের ছিনালি,
গেলে পরে তাদের ঘরে, হাড় হয় যে কালি,
তারা দিনে করে ঝিয়ের চাকরি, রাত্রে পরে গুলবাহার॥ . . .

সাধারণ দৃষ্টিতে বারপল্লীর এ জীবন বন্যপশুর তুল্য হলেও একদা পরাধীন বর্তমানে স্বাধীন দেশের এ এক প্রতিস্পর্ধী নগরিক জীবন। এ জীবন দিনগত পাপক্ষয় নয়— প্রতিনিয়ত যেন এক পূর্ণ জীবনের অধিকার লাভ। প্রতিনিয়ত যেন এক জীবন-সংগ্রাম। শ্বাসেপ্রশ্বাসে ঘামেরক্তে প্রতিমুহূর্তের স্বকীয় জীবনের কাঠিন্যে স্পন্দ্যমান সেই নারী। তাঁদের দেহ-কণ্ঠের স্পর্শে অবান্তর হয়ে যায় সমস্ত তর্ক-তত্ত্ব।

পূর্বোল্লিখিত চারটি সংকলনেই আদিকবির স্থান নিয়েছিলেন রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় (১৭১২-১৭৬০)। তাঁর বিদ্যাসুন্দর আখ্যানের সে গান ধ্বনিত হয় পল্লীতে :

কারে কব লো যে দুঃখ আমার।
সে কেমনে রবে ঘরে এত জ্বালা যার॥

জনপ্রিয়তার বিচারে গীতিকার হিসেবে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছিলেন রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবু (১৭৪১-১৮৩৯)। স্বীয় জীবৎকালে বাবুমহলের সমাদর অন্দর ছেড়ে বারপল্লীতে তাঁকে প্রসিদ্ধি দিয়েছিল :

আমার কথা কোস্‌নে তারে, দেখা হলে তার সনে।
জিজ্ঞাসিলে বলিস না হয়, বেঁচে আছে প্রাণে প্রাণে॥

অথবা,

না হলে রসিকে বয়োধিকে প্রেম জানে না।
যেমন ভুজঙ্গ শিশু মন্ত্রে ঔষধি মানে না॥
নবীনেরি অহঙ্কার, প্রবীণেরি প্রেমাধার,
এ রস রসিক বিনে, অরসিকে সম্ভবে না॥

আর-এক গীতিকার দাশরথি রায় (১৮০৬-১৮৫৭) নিধুবাবুর এই জনপ্রিয়তাকে ব্যঙ্গ করে বলেন :

বেশ্যার আলয়ে যাও বঁধু হে
নিধুর টপ্পা গাও।

তা বলে সংকলন থেকে বাদ পড়েনি দাশরথি রায়ের গান :

এখন নূতন পিরিতে যতন বেড়েছে।
তুমি বাঁকা কুব্জা, বাঁকা বাঁকাতে বেশ মিশেছে॥

ভারতচন্দ্র, রামনিধি বা দাশরথির মতো আরো বহু গীতিকারই সংকলনভুক্ত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে আছেন অতুলকৃষ্ণ মিত্র, অমৃতলাল বসু, আশুতোষ দেব, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, গোপালচন্দ্র দাস বা গোপাল উড়িয়া, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবীনচন্দ্র সেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, মনোমোহন বসু, মুন্সী বেলায়েৎ হোসেন বা কালীপ্রসন্ন, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজকৃষ্ণ রায়, শ্রীধর কথক প্রমুখ। আছেন কালের অতলে হারানো আরও গীতিকার। আবার তথ্যাভাবে অজ্ঞাত রয়ে গেছে অনেক গীতিকার-পরিচয়। আগের সংকলনগুলিতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অনুল্লেখ ছিল গীতিকারদের নাম। সমকালে প্রকাশিত বিভিন্ন তথ্যাবলী ও গীতাবলীর নিরিখে বহু গীতিকারের সন্ধান দেওয়া হয়েছে এই সমন্বয়-সংকলনে। সন্ধান মিলেছে কিছু নারী গীতিকারেরও— যাঁদের মধ্যে অগ্রণী স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২)। পল্লীসঙ্গী তাঁর একটি গান :

জনম আমার শুধু সহিতে যাতনা।
জীবন ফুরায়ে এল, আঁখিজল ফুরাল না॥
এমনি অদৃষ্ট ঘোর, জনমেও সখি মোর,
পুরিল না জীবনের একটি কামনা॥

স্বর্ণকুমারী ব্যতিরেকে স্বল্পপরিচিতা কিরণশশী দাসী বা হরিদাসীর গানও শোনা যেত পাড়ায় পাড়ায়। বিশ শতকের গোড়ায় রেকর্ড-ধৃত হয়েছিল গোবিন্দরাণী বাই-এর স্বরচিত গান, এ গ্রন্থে তা সংযোজিত হয়েছে।

বর্তমান গ্রন্থে 'সংকলন' পর্বে বর্ণানুক্রমে সাজানো হয়েছে পূর্বোক্ত চারটি গ্রন্থের গানগুলিকে। 'সংযোজন' পর্বে গ্রথিত হয়েছে আরো ৬২টি গান— যা দুই শতাব্দীর সময়পরিধিতে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল মূলত নাট্যসংগীত আর রেকর্ডসংগীতের বিচারে। সংযোজন করা হয়েছে কয়েকটি আদি স্বরলিপি— যা গানগুলির সার্বিক রূপায়ণে সহায়ক হবে। আর রাখা হয়েছে একাধিক নামী অনামী বেশ্যা-বাইজির সংগৃহীত ছবি, যাঁদের সংগীতপ্রতিভা ও পেশাদারি কৃতিত্বে মুগ্ধমোহিত ছিল তৎকালীন সময় ও সমাজ। বানানের সংস্কার করা হয়েছে বর্তমান প্রেক্ষিতে। এই গ্রন্থসূত্রে সন্ধান মিলবে বহু রাগ-তালের এবং বহু নিরুদ্দেশ গানেরও।

বহু অজ্ঞাত রচয়িতার এমত 'নিরুদ্দেশ গানে' লক্ষ করা যায় পূর্ববর্তী গীতিকারের অনুকরণ।

যাবত জীবন রবে কারে ভালো বাসিব না। (দাশরথি রায়)

যাবত জীবন রবে, তোমারে মনে রাখিব। (অজ্ঞাত)

এমন নয়ন-বাণ কে তোমারে করেছে দান।
হের না দর্পণে মুখ আপনি হারাবে প্রাণ॥ (কালী মির্জা)

এমন নয়ন বাণ, কে তোরে শিখালে রে প্রাণ।
দর্পণে দেখহ মুখ, আপনি হবে সন্ধান॥ (অজ্ঞাত)

আগে ভালোবাসা জানাইলে প্রিয় বলে।
শেষে ছলনা করিয়া আমার মন নিলে॥ (রামনিধি গুপ্ত)

আগে ভালোবাসা, জানাইলে প্রাণ বলে।
শেষে অকূল পাথারে, মোরে ভাসাইলে॥ (অজ্ঞাত)

কাঁটা বনে তুলতে গেলাম কলঙ্কের ফুল, গো
সখি কালো কলঙ্কেরি ফুল।
মাথায় পরলেম মালা গেঁথে, কানে পরলেম দুল
সখি কলঙ্কেরি ফুল॥ (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

কাঁটা বনে তুলতে গেলাম, (কালো) কলঙ্কেরি ফুল।
মালা গেঁথে পরব গলায়, কানে পরব দুল (গো)॥
সখি, কালো কলঙ্কেরি ফুল॥ (অজ্ঞাত)

তবে এইসব প্রকাশনা সূত্রে জানা যায় সেই সময় বিভিন্ন পল্লীতে অন্যান্য গীতিকারের পাশাপাশি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল 'রবিবাবুর গান'। নুটবেহারী মজুমদার সংগৃহীত 'বেশ্যাসঙ্গীত'-এ পাওয়া যায় :

আজ তোমারে দেখতে এলেম, অনেক দিনের পরে।
ভয় নাইকো সুখে থাকো, অধিকক্ষণ থাকব নাকো,
আসিয়াছি দুদণ্ডেরি তরে।

আর 'বাইজী সঙ্গীত'-এর শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ। কাফি-কাওয়ালিতে নিবদ্ধ :

ভালেবেসে যদি সুখ নাহি, তবে কেন
তবে কেন মিছে ভালোবাসা
মন দিয়ে মন পেতে চাহি। ওগো, কেন
ওগো, কেন মিছে এ দুরাশা॥

একথা বলা বাহুল্য যে বহু গীতিকার এবং অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ এই গানগুলি এইসব সংকলনের জন্য রচনা করেন নি। সংকলনের জন্য কেউ রচনা করেন না, রচনাগুলিই নির্বাচিত এবং সংকলিত হয়। সংকলয়িতারা যে রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন নিয়ে বা তাঁর জ্ঞাতসারে লেখাগুলি ছেপেছিলেন, এমনও কোনো তথ্য নেই।

এ যেন বিনোদনের এক লম্বা করিডোর দিয়ে হেঁটে চলা— দুধারের ঘরে ঘরে পালটে যায় রূপসজ্জা— ফুলের গন্ধ— ঘুঙুরের আওয়াজ। তবলা, সারেঙ্গি আর হারমোনিয়ামের মূর্ছনায় শোনা যায় ভিন্ন চরিত্রের গান। গায়িকাদের তালিম চলে ঊষায় আর বিরামগভীর দিনান্তে বহু পথিকবন্ধু রচনা করে দেয় রজনীর শেষ তারার সুপ্তগীতের মালা। প্রয়োজন আর প্রয়োজনাতীত, প্রাকৃতিক আর মানবিক, তন্নময় শরীর আর হীনঅর্থ ভাবনা দুয়েরই পরিচর্যা হয় তাঁদের গানে। একদিকে যেমন আছে দর্শন, অন্যদিকে তেমনই ইতিহাস।

ইতিহাসের আলো-আঁধারিতে কখনো কখনো হারিয়ে যায় ভালোবাসার মানুষজন। সেখানেও সুরের আহ্বান— সে সুর জীবনের— ফল্গু কান্নার। ঋত্বিক ঘটক (১৯২৫-১৯৭৬)-এর 'সুবর্ণরেখা' চলচ্চিত্রে দেখতে পাই শুধুমাত্র গান শোনার তাগিদেই বোনহারানো দাদা ঈশ্বর এসে পৌঁছয় বেশ্যালয়ে। আবিষ্কার করে নবীনা বেশ্যা আর কেউ নয়, তার বোন সীতা। দাদার মুখোমুখি বোন আত্মহত্যা করে।

Mid shot হরপ্রসাদ ও ঈশ্বর। হরপ্রসাদকে ধরে দুজন লোক ট্যাক্সী থেকে নামিয়ে নিয়ে যায়। ঈশ্বর গাড়ী থেকে মিটারের পাশে এসে দাঁড়ায়। টলছে। ভাড়া মিটিয়ে দিতেই একটি দালাল এসে ঈশ্বরের কাছে দাঁড়ায়। ট্যাক্সী চলে যায়। Cut

Close shot দালাল ফিস ফিস করে বলে। দৃশ্যটি ক্রমেই স্পষ্ট থেকে অস্পষ্ট হতে থাকে। Cut

দালাল : Fresh girl sir, গান শুনবেন? Singing girl.

Close shot ঈশ্বর ও দালাল। ঈশ্বর টলছে। দালাল তার মুখের দিকে তাকায়।

ঈশ্বর : ভাল। Mix

Medium shot সীতার কলোনী। দালাল আর ঈশ্বর দাঁড়িয়ে। কাজলদি তাদের দেখে এগিয়ে আসে। Cut

Close shot ঈশ্বর। মত্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে। Cut

Medium shot ঈশ্বর কাজলদির দিকে তাকায়। এবং ঝাপসা দেখে। দৃশ্যটি ক্রমে অস্পষ্টতর হয়ে যায়। Cut

Close shot ঈশ্বর। ঈশ্বর ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। Cut

দালাল : টাকাটা স্যার?

ঈশ্বর : উঁ টাকা?

পকেট থেকে একগোছা নোট বার করে দালালের হাতে দেয়।

কাজলদি : ভদ্রলোকের মাইয়া। কখনো এইসব করে নাই। এই প্রথম। বাবু আপনি দেখলে একেবারে মোহিত হইয়া যাইবেন। কাজলদি সীতার ঘরের দিকে এগিয়ে যায়। Cut

Long shot to medium shot কাজলদি সীতার ঘরে প্রবেশ করলো। সীতার কাছে এগিয়ে যায়।

কাজলদি : এক গ্রাম থেকে আইছে। অনেক টাকা। বিনুরে আমার ঘরে নিয়া যাই। সীতা চমকে উঠে বলে—

সীতা : কাজলদি—

কাজলদি : অমন করিস না। প্রথম প্রথম অমন হয়। গান শুনতে আইছে। গান শুইনা চইলা যাবেন। ভয়ডর করিস না। তোর অভ্যাস হইয়া যাবেনে। বিনুর তিন মাসের স্কুলের মাইনে, তোর সংসারের খরচ— এইনে পঞ্চাশ টাকা রাখ। বাবুরে খুশী করিস। আরো অনেক টাকা দিবে। তাতে তো আমি হাত দিতে যাব না মুখপুড়ি।

কাজলদি টাকা দিয়ে বিনুকে কোলে নিয়ে ঘর ছেড়ে চলে যায়। সীতা খাট থেকে নেমে বইটা দেখতে পেয়ে টেবিলের উপর তুলে রাখলো। Cut

. . .

Close shot সীতা। সে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্রসাধন করছে। Cut

Long shot to mid shot ঈশ্বর দরজা ঠেলে ভেতরে ঢোকে। সে দরজার কাছে দাঁড়ায়। সীতা ফিরে তাকায়। Cut

Long shot সীতা। সে তাকিয়ে আছে দরজার দিকে। Cut

Close shot ঈশ্বর। সে সীতার দিকে তাকিয়ে আছে। Cut

. . .

Close shot একটি চোখ তাকিয়ে আছে। Cut

Close shot বঁটিদাও। Cut

Close shot একটি চোখ তাকিয়ে আছে। Cut

Long shot সীতা। সে বঁটিদাওটা হাতে নেয়, এবং সরে যায়। কি যেন একটা কাটার শব্দ ভেসে আসে। Cut

Mid shot ঈশ্বর। তার পাঞ্জাবীতে রক্তের ছিটে লাগে। তারপর সে মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকে। Cut

Close shot তানপুরা ও তবলা। সেগুলোও নড়ে ওঠে। Cut

Long shot সীতা। সে চৌকির উপর একটা হাত রেখে মেঝেতে পড়ে আছে। ঈশ্বর তার দিকে তাকিয়ে দেখছে। Cut

—*চিত্রবীক্ষণ*, জানুয়ারি-এপ্রিল ১৯৭৬, পৃ. ১১৮-১৯

এই মৃত্যু ঘটেছে বারবার। পণ্যজীবনের পরিণতিতে স্বাভাবিক জীবন, সামাজিক জীবন নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়— ভোগ-লালসা-অবহেলায়। 'কলিকাতা নিবাসিনী বেশ্যা' স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে (*বিদ্যাদর্শন*, সংখ্যা ৫, ১৮৪২) ফুটে ওঠে সেই অবহেলিত জীবনের কথা—

. . . যদিও আমার নিতান্ত চেষ্টা ছিল, সৎপথে রহিব, এবং কুল, ধর্ম্ম রক্ষা করিব কিন্তু অবশেষে জ্বালাতন হইয়া ব্যভিচারের পথকে অবলম্বন করিয়াছি, এবং স্বাধীন মনে কলিকাতায় আগমন পূর্ব্বক মেছোবাজার বাসিনী হইয়াছি।

আমি এ স্থলে বসতি করিলে আমার কণিষ্ঠা [কনিষ্ঠা] ভগ্নীও স্বামীর সহিত অনৈক্য এবং বিবাদ করিয়া গত বৎসর আমার সহবাসিনী হইয়াছেন। তদ্ব্যতীত আমার বাল্যকালের বিংশতি জন সঙ্গিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, তাঁহারা আমার ন্যায় কলিকাতার স্থানে স্থানে অধিবাস করিতেছেন।

—*সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র ৩*, বিনয় ঘোষ, পৃ. ২০-২১

অরুন্ধতী ছদ্মনামে এক অভিনেত্রীর স্বীকারোক্তিতে পাওয়া যায় তাঁর অভিনয় প্রবেশের এমত নেপথ্য কাহিনী :

রঙ্গমঞ্চের ভিতর ও বাহিরে নাচি, গাই, কাঁদি, হাসি, সবই করি। কিন্তু এই অভিনেত্রী জীবনের প্রারম্ভে যে অতি নিদারুণ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহারই দুঃখময় স্মৃতি আমার

দুর্ব্বল মনটাকে সব সময় মোচড়ের পর মোচড় দিয়া অবসন্ন করিয়া ফেলে। . . . কেমন করিয়া আমার এ অভিনেত্রী জীবন আরম্ভ হইল, সে সব কথা বলিবার কোন প্রয়োজন নাই। সে যে অত্যন্ত মামুলী একঘেয়ে কথা। দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য এক লম্পটের সহিত গৃহত্যাগ, বেশ্যালয়ে অবস্থান, সেই লম্পট কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া রঙ্গালয়ে আশ্রয় গ্রহণ! . . .

যাহাকে সহায় করিয়া আমি পাপের স্রোতে গা ভাসাইয়াছিলাম, সে আমায় লইয়া একদিন রঙ্গালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার ইচ্ছা, অভিনেত্রী রূপে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হই। আমার তখন নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা কিছুই ছিল না।

. . . দিন কতক পরে অভিনেত্রী সাজিয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলাম। সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত অভিনয়ই করিতেছি।

—*রূপ ও রঙ্গ*, ২২ কার্ত্তিক ১৩৩১ পৃ. ৮২-৮৫

অপর অভিনেত্রী সৌদামিনীর [ছদ্মনাম] অভিজ্ঞতায় অরুন্ধতীরই প্রচ্ছন্ন ছায়া—

তারপর আমার মত গৃহত্যাগিনীদের যে অবস্থা হয়, আমারও তাহাই হইল। আমার সঙ্গীটী সপ্তাহ খানেক সেই বারাঙ্গনাপুরীতে অবস্থান করিয়া একদিন সরিয়া পড়িলেন। . . .

আমি পাপের স্রোতে গা ঢালিয়া দিলাম। এমনই ভাবে মাস তিনেক কাটিয়া গেল। তারপর একদিন সন্ধ্যার সময়— বাবুর সহিত সেই যে ঐ গৃহ ত্যাগ করিলাম, আর সেখানে ফিরিতে হইল না। বেহালার এক উদ্যান গৃহ আমার বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। সেখানে আমি নূতন করিয়া ঘর সংসার পাতিলাম।

. . . বাবু আমার জন্য দুইজন শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এক জন আমায় গানবাজনা শিখাইত, আর এক জন আমায় পড়াইত। এখানে তিনটা বৎসর আমার বেশ সুখেই কাটিল। লেখাপড়া কিছু কিছু শিখিলাম, এবং গান বাজনায় আমি বিশেষ পারদর্শিনী হইয়া উঠিলাম। . . .

এমনই সময় একদিন— বাবু আসিয়া বলিলেন, 'এ বাড়ী আমি বেচে ফেলেচি, কাল তোমায় এখান থেকে যেতে হবে।' . . .

অল্প কয়েকদিনের মধ্যে যে অভিজ্ঞতা আমি লাভ করিয়াছিলাম, তাহার ফলে আমি বুঝিলাম,— বাবুর সখ মিটিয়াছে, তাই আমাকে তাড়াইবার জন্য এই বাটী বিক্রয়ের কথা ছল মাত্র। আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলাম, 'বেশ'।

—*রূপ ও রঙ্গ* ১৫ কার্ত্তিক ১৩৩১ পৃ. ৬৬-৬৮

অরুন্ধতী আর সৌদামিনীর আত্মকথার বিচারে বলা যায় এ যেন অষ্টাদশ শতাব্দীর নারীবাদী কবি লেডি ডরোথি ওয়ারসলে-রই প্রতিধ্বনি—

Of all the crimes condemn'd to Woman-kind
WHORE in the Catalogue, first you'll find.

The vulgar Word is in the mouths of all
An Epithet on ev'ry Female's fall.
The Pulpit-thumpers rail against the WHORE
And damn the Prostitute : What can they more?
Justice pursues her to the very cart,
Where for her Folly she is doom'd to smart.
Whips, Gaols, Disease— all the WHORE assail
And yet, I fancy, WHORES will never fail . . .
Yet everyone of feeling must deplore
That MAN vile MAN first made the Wretch a WHORE.

—*Whores in History*, Nickie Roberts, p. 156

আত্মজীবন সম্পর্কে এমত মন্তব্য বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিতা পতিতা মানদারও—

. . . আমি মহাপাপী, সমাজে আমার স্থান নাই— পিতা আমায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার মত পাপরতা, পতিতা নারীর পদতলে যে সকল পুরুষ তাহাদের মান, মর্য্যাদা, অর্থসম্পত্তি, দেহমন বিক্রয় করেছে . . . তাদের সমাজ মাথায় তুলে রেখেছে— তারা কবি ও সাহিত্যিক বলিয়া প্রশংসিত, রাজনীতিক ও দেশসেবক বলিয়া বিখ্যাত— ধনী ও প্রতিপত্তিশালী বলিয়া সম্মানিত। এমন কি অনেক ঋষি-মোহন্তও গুরুগিরি ফলাইয়া সমাজের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত আছেন, তাহা সমাজ জানিয়া শুনিয়াও নীরব। কোর্টে, কাউন্সিলে, করপোরেশনে গুরুগিরিতে কোথাও তাদের কোন বাধা নাই। আর আমরা কবে বালিকা-বয়সের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য এক ভুল করেছিলাম, তার ফলে . . . জ্বলে পুড়ে মরছি। এই ত আপনাদের সমাজের বিচার!

—*শিক্ষিতা পতিতার আত্মচরিত*, পৃ. ৭৯

শুধু পরপুরুষরাই নয়, ঘরের মানুষও কখনো কখনো ঠেলে দেয় জীবনের অন্ধগলিতে। উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ (১৮৬৭-১৯৫৯) অভিনেত্রী তিনকড়ি প্রসঙ্গে আলোচনায় এই মত প্রকাশ করেছেন— 'যে হেয়, সমাজাস্পৃশ্য স্থানে আমাদের দেশের অভিনেত্রীগণ সাধারণতঃ জন্মগ্রহণ ও পরিপুষ্টি লাভ করে, সেই স্থানের অভিভাবিকারা একটি কন্যা লাভ করিলেই সেই কন্যার কবে বয়ঃপ্রাপ্তি হইবে কেবল তাহারই আশাপথ চাহিয়া থাকে। কন্যা যৌবনপ্রাপ্ত হইলেই তাহাদের দুঃখ ঘুচিবে, বাড়ি বাগান হইবে, ইহাই তাহাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ও আকিঞ্চন হইয়া দাঁড়ায়। . . . তাঁহারা যে সমাজের ভিতর দিয়া বাড়িয়া উঠে, কালে স্থান-মাহাত্ম্যে তাহারাও এক একটি প্রবঞ্চনা ও ছলনার প্রতিমূর্তি হইয়া দাঁড়ায়। ইহা ব্যতীত তাহারা তাহাদের অভিভাবিকাদিগের প্ররোচনায় নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছা হারাইয়া ফেলে . . .' (তিনকড়ি, উপেন্দ্রনাথ

বিদ্যাভূষণ, পৃ. ৩৪) এই অভিযোগ সরাসরি করেছেন উনিশ শতকের অভিনেত্রী-নাট্যকার সুকুমারী দত্ত (গোলাপসুন্দরী) তাঁর 'অপূর্ব্বসতী' নাটকে। এ নাট্যে নিজের আদলে গড়ে তোলা চরিত্র নলিনী তাঁর মা হরমণিকে তিরস্কার করে, 'অর্থই কি তোমার এত হিতকারী হল মা! যে তুমি সেই সামান্য অর্থের জন্য আমাকেও যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা দিতে উদ্যত হলে? তোমার এরকম ব্যবহারে তোমাকে পিশাচী বল্লেও বোধহয় অত্যুক্তি হয় না। তুমি আমাকে গর্ভে ধারণ করে, আমার সতীত্ব নাশের জন্য নানা প্রকার চেষ্টা কচ্চ।'

সমসাময়িক সমাজ সম্পর্কে মানদার অভিজ্ঞতা সার্বিক মৃত্যুরই নামান্তর : 'পিতার সম্মুখে কন্যা বেশ্যাবৃত্তি করছে— দেখবে সত্যই গর্ভধারিণী মাতা আপন কন্যাকে বেশ্যাবৃত্তি কর্‌বার জন্য নিত্য সাজিয়ে গুজিয়ে দিচ্ছে— দেখবে সত্যই ভ্রাতা, ভগ্নী, আত্মীয়স্বজন বেশ্যার উপার্জ্জিত অর্থে আত্মপোষণ করছে। পতিতা শুধু আমরা নই— প্রায় সমস্ত সমাজই অধঃপতিত হয়েছে।' (*শিক্ষিতা পতিতার আত্মচরিত*, পৃ. ৯৭)

এমন ক্ষোভ বহু স্বীকৃতির অধিকারী বিনোদিনীরও :

> পৃথিবীতে আমার কিছুই নাই, সুধুই অনন্ত নিরাশা, সুধুই দুঃখময় প্রাণের কাতরতা! কিন্তু তাহা শুনিবারও লোক নাই! মনের ব্যথা জানাইবার লোক জগতে নাই— কেননা, আমি জগৎ মাঝে কলঙ্কিনী পতিতা। আমার আত্মীয় নাই, সমাজ নাই, বন্ধু নাই, বান্ধব নাই, এই পৃথিবীতে আমার বলিতে এমন কেহই নাই।
>
> তথাপি যে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর ক্ষুদ্র ও মহৎ জ্ঞানী ও অজ্ঞানী সকলকে সুখ দুঃখ অনুভব করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন, তিনিই আবার আমাকে আমার কর্ম্মোচিত ফল লাভ করিবার জন্য আমার হৃদয়ে যন্ত্রণা ও সান্ত্বনা অনুভব করিবার ক্ষমতাও দিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের কথা বলিবার বা যাতনায় অস্থির হইলে সহানুভূতি দ্বারা কিঞ্চিৎ শান্ত করিবার, এমন কাহাকেও দেন নাই। কেননা আমি সমাজপতিতা, ঘৃণিতা বারনারী!
>
> —*আমার কথা ও অন্যান্য রচনা*, পৃ. ১

জীবনের এমত তাড়নায় বারবার পেশাকে নতুন করে আঁকড়ে ধরতে হয়েছে মানদাকে। সমাজের প্রকোপে নিত্য নতুন ভঙ্গিতে হতে হয়েছে বিবস্ত্র। কিন্তু মনের গভীরে তখনো মুক্তির আলো গান।

> সোনাগাছীতে আসিবার পর আমার উপার্জ্জন অনেক কমিয়া যায়। শরীরও নানা রোগাক্রমণের ফলে ক্রমশঃ ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইতে থাকে, ঘরভাড়া, খাওয়া পরা, ঠাকুর, চাকর, ঔষধাদি বাবদে বহু টাকা আমার খরচ হইত। পূজা-পার্ব্বণও কিছু করিতাম, বিশেষতঃ সরস্বতী পূজা আমার কখনও বাদ যাইত না। তাহতে খুব সমারোহ হইত, এই সকল অতিরিক্ত খরচ আমার রোজগারে আর কুলাইয়া উঠিত না।
>
> একজন উকীল ও একজন ব্যারিস্টার আমার ঘরে আসিত, ইহারা আইন ব্যবসায়ে

যেমন পরস্পর সহযোগী ছিল,— আমার কাছেও সেই ভাবেই যাওয়া আসা করিত। আমাদের পতিতানারী সমাজের একটা রীতি এখানে উল্লেখ করিতেছি। বাবুর বন্ধু বা পরিচিত ব্যক্তির সহিত কুভাবে আসক্ত হওয়া পতিতানারীর পক্ষে নিন্দার বিষয়, অবশ্য প্রলোভনের বশীভূত হইয়া অনেক বেশ্যা গোপনে এই নিয়ম পদ দলিত করিয়া থাকে, কিন্তু পতিতা সমাজে তাহার দুর্ণাম [দুর্নাম] রটে। ভদ্র সমাজে অনেক সময় যে সকল বন্ধু বিচ্ছেদ দেখা যায় তাহার কতক এই বেশ্যা পল্লীর বাবু ও বন্ধু লইয়া ঘটে, এমন কি ইহার ফলে মারামারি খুনোখুনি পর্যন্ত হইয়া যায়।

আমি অভাবে পড়িয়া অর্থলোভে এই দুই বন্ধুকে প্রণয়ীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলাম। তাহাদের মধ্যেও কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব দেখি নাই।

আমার এ প্রকার কার্য্যের জন্য পতিতারা অনেকে আমায় নিন্দা করিত, আমি ভাবিতাম সমুদ্রে যার শয়ন, শিশির বিন্দুতে তার কি ভয়?— পতিতাই যখন হইয়াছি তখন কলঙ্কের পসরা ত মাথায় নিয়াছি। বলিদান নাটকের পাগলীর সেই গানটী মনে পড়ে,—

কলঙ্ক যার মাথার মণি
লুকান প্রেম তারই সাজে।

—*শিক্ষিতা পতিতার আত্মচরিত*, পৃ. ১৫৪-৫৫

'কলঙ্ক মাথার মণি' করেও তাঁরা ছিলেন আত্মসচেতন, অকপট। সোনাগাছির পাশেই যে রূপোগাছি বা রামবাগান সেখানকার চিরবাসিন্দা গায়িকা ইন্দুবালা (১৮৯৮-১৯৮৪)-র কথায় তারই ছোঁয়া : 'কেন, কেন আমি ভদ্রঘর থেকে ইন্দুবালা হতে পারিনি! কিসের জন্য এই পল্লীর মেয়ে আমি? . . . দিদিমা বনবিষ্ণুপুর হতে এসেছিলেন, চাটুজ্জেদের বাড়ির মেয়ে ও মুখুজ্জেদের বাড়ির বউ হয়ে। পরে বিধবা হয়ে এই পাড়ায়, তিন পুরুষের বাস কি ভাঙতে পারি। পারবো না। . . . শেষ জীবনে কোথায় মরব জানি না, তবু এই পাড়ায় মরবার আশা রাখি। . . . আমি রামবাগানের ইন্দু, এখানে থেকে আমি গান শিখেছি, প্রতিষ্ঠা পেয়েছি, সম্মান পেয়েছি, সবাই আমাকে জানেন আমি রামবাগানের সেই ইন্দু। আমি রামবাগান ছেড়ে উঠে যাবো কি জন্যে, আর কীসের আশায় আমি রামবাগানকে ছেড়ে যাবো।' (*ইন্দুবালা*, বাঁধন সেনগুপ্ত, পৃ. ২১৯-২০)

অভিনেত্রী কানন দেবী (১৯১৬-১৯৯২) তাঁর স্মৃতিচারণায় জানান আত্মগর্বী মনুষ্যত্বের কথা : 'একটু বড়ো হয়ে কারো কারো কাছে শুনেছি মা বাবার বিবাহিতা স্ত্রী ছিলেন না। আবার এর উল্টোটাও শুনেছি। কোনটা সত্যি জানি না। কিন্তু এ নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। আমি 'মানুষ' সেই পরিচয়টাই আমার কাছে যথেষ্ট। শুধু দেখেছি বাবার প্রতি তাঁর আনুগত্য ও ভালোবাসা কোনো বিবাহিতা পত্নীর চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না।' (*সবারে আমি নমি*, কানন দেবী, পৃ. ৩) এই মানুষের

পরিচয়েই তাঁদের পরিপূর্ণতা। অন্ধকারে জন্মেও তাঁরা আলোর দিশারী— সে আলো জীবনের। সে আলো মুক্তির। তাঁদের এই আপাতদৃষ্টি ক্লেদ পঙ্কিল জীবনে মুক্তির আলো গান। খাঁচার চিলতে খোলা আকাশ গান। বেহেশতের পাখি যখন গান গায়, তখন পৃথিবীর ধুলো থেকে সে ঊর্ধ্বে উঠে যায়। এই সুরের পথ ধরেই মানুষ মুক্তির পথ পেয়েছে।

এই সুরের পর্ব ক্রমে শেষ হয়ে এল। বন্ধ হয়ে গেল, বদলে গেল নাচ-গানের চেহারা। মামলা-মোকদ্দমা-আইন-আদালত, পুজো-উপচার আর বিয়ে-শ্রাদ্ধের বেহিসেবী ব্যয়ে বাঙালি নবাব-বাবুরা প্রায় নীলামে ওঠবার উপক্রম হলেন। তাছাড়া বংশানুক্রমে পালটে যেতে থাকে পূর্বজ ধ্যান-ধারণা আগ্রহ-আকাঙ্ক্ষা। বিশ শতকের প্রান্ত-তিন দশকে কলকাতার বুকে লাগল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ছোঁয়া আর অন্যদিকে তখন তুঙ্গে স্বাধীনতার আগুন। ব্যবসাবাণিজ্য-আয়ব্যয়ের নতুন সমীকরণে বদলে গেল সব কিছুই, এমন কি জীবন-যৌবনের উত্তরাধিকার। গড়ে উঠতে থাকে নতুন নতুন বসতি। চেনা পল্লী বদলে যায় অচেনা জীবনবোধে। সংগীতের বোল-বাণী নিঃস্বর হয়ে যায় বার পল্লীতে— বাই পল্লীতে। স্তব্ধ হয়ে যায় সারেঙ্গির সুর, তবলার ঠেকা, নূপুর নিক্কণ নয়া শহুরি হাতছানিতে। আগে যেখানে ফিটন চড়ে আসত ধুতি-পাঞ্জাবি-শেরওয়ানি আস্তরিত বাবু-খদ্দেরের দল, আজ সেখানে মোটর চেপে আসে ইঙ্গভারতীয় কেতাধারীরা। নাচ-গানের চেয়ে তাদের পসন্দ কেবল পলল-পানীয়। জীবনের অন্ধগলিতে বিলক্ষ হয়ে গেল বেশ্যা-বাইজির হাল হকিকত। জীবনের শূন্য আবর্তে হারিয়ে গেল কর্মক্লান্ত গীতি আর জীবনের আঁধারে নিভে গেল জলসাঘরের বাতি। নতুন সে পল্লী-সমাজে ঠাঁই নিল সংগীত-হারা-সংস্কৃতি।

সংকলন

লুম খাম্বাজ • কাওয়ালি

অনেক দিনের পরে দেখা, কেমন ছিলে বলো না।
দাসী বলে গুণমণি, মনে কি হে ছিল না॥
আসি বলে চলে গেলে, সে আসা কি এই আসিলে
ভালোবাসি বলে কি রে, আসিতে ভালোবাস না॥
তোমা সনে প্রেম করে, জ্বালাতন যার পরে,
যত দুঃখ সই অন্তরে, জেনেও কি তা জান না॥

• কাওয়ালি

অবলা পাইয়ে নাথ, কেন দাও এত যাতনা।
একমাত্র হে প্রাণকান্ত, তোমা বই কিছু জানিনা॥
সদত এ মুখ শশী, হেরিবারে অভিলাষী,
প্রাণের অধিক ভালোবাসি, ছলা কলা যে জানিনা।
না হেরিলে তব মুখ, বিদরিয়ে যায় বুক,
সদত মনে অসুখ, পাই দারুণ বেদনা॥

•

অভাগিনী জেলেখা না জীয়ে চাহিয়ে চাহিয়ে,
কাঁদে চকোরী, চাঁদে সুধা না পিয়ে॥
যৌবন জাগে, যাচে সোহাগে,
প্রেমভিখারিণী নব অনুরাগে;
সাধে, বিষাদ আসে বাদ সাধিয়ে।
অভাগিনী জেলেখা না জীয়ে॥

থর থর কলেবর, নৈরাশ বিষধর,
করিছে জরজর, রহিয়ে রহিয়ে,
ভালোবাসা ভরা বুক, দংশে আসিয়ে।
অভাগিনী জেলেখা না জীয়ে॥

• খেম্‌টা

অমন করিয়ে আঁখি আর ঠের নারে।
আর ঠের না আঁখি প্রাণে মেরো নারে॥
তুমি যে চাউনি চাও, ও চাউনি কোথা পাও,
উড়ে যায় প্রাণ পাখি মন তো বোঝে নারে॥

সোহিনী বাহার • খেম্‌টা

আঁখিতে কী ফল তার যে না দেখে তায়।
রূপেতে বিরূপ রতি যার তুলনায়॥
ঘন জিনি কেশ ধরে, এলাইত হলে পরে,
চিকন চিকুর তার চরণে লুটায়।
তার মাঝে মুখছাঁদ, জিনিয়ে শরদ চাঁদ,
দিবানিশি সম শোভে সরল শোভায়॥
সে অঙ্গের নাহি তুল, নহে কৃশ নহে স্থূল,
হেরিয়ে কনকলতা, লাজেতে লুকায়।
যৌবনের কুলে তায়, কমল মুকুল প্রায়,
হৃদয়ের মাঝে সাজে, যোগীরে ভুলায়।
ক্ষীণতর কটি তার, বিপুল নিতম্ব ভার,
গমনেতে দোলে ঘন, নিজ গরিমায়।
যুবজন বধিবারে, বিধি যা গড়েছে তারে,
ইঙ্গিতে মদন যার, মোহ হয়ে যায়॥

• কাওয়ালি

আগে আমার ছিল না সে জ্ঞান।
তুমি হইবে জাদু, পরেরই পরান॥

তোমাতে আমারি আশ, তুমি হলে পরবশ,
অমৃত জানিয়ে বিষ, করেছিরে পান॥

• কাওয়ালি

আগে ভালোবাসা, জানাইলে প্রাণ বলে।
শেষে অকূল পাথারে, মোরে ভাসাইলে॥
প্রথম মিলন কালে, করিয়ে যতন,
শেষে ছলনা করিয়ে, মন প্রাণ নিলে॥

মিশ্র বেহাগ • খেম্‌টা

আছে যার নয়ন।
রূপে যদি না ভোলে তার মন,
না জানি নয়ন তার কেমন॥
ধীরে ধীরে নয়নে পশে, রূপ হৃদয়ে বসে,
গুমোর যায় ভেসে, রূপে মন বসে,
জোর চলে না, বুঝ মানে না,
সাধে মন পায়ে বাঁধন।
নয় তো পরে কে করে যতন॥

খাম্বাজ • একতাল

আজ তোমারে দেখতে এলেম, অনেক দিনের পরে।
ভয় নাইকো সুখে থাকো অধিকক্ষণ থাকব নাকো,
আসিয়াছি দুদণ্ডেরি তরে।
দেখব শুধু মুখখানি, শুনব দুটি মধুর বাণী,
আড়াল থেকে হাসি দেখে চলে যাব দেশান্তরে।

ঝিঁঝিট • কাওয়ালি

আজি ধনী কেন, কেন অধোবদনে।
কথায় কথায় অভিমান প্রাণে বাঁচিনে॥
দিয়ে দোষ করেছ মান, বসনে ঢেকে বয়ান,
নিরাসনে বসে আছ আদরিণী প্রাণ,

মান ত্যজ ও সুন্দরী, আমি তোমার করে ধরি,
তোমা বিনে অন্য নারী, না হেরি নয়নে॥

ভৈরবী ● আড়াঠেকা

আদরে আদরে ভালো তো ছিলে।
যে তোমার করে আশা, তার দশা কি করিলে;
সজলে জলদ তুমি, তৃষিত চাতক আমি,
আমারে বঞ্চনা করে, কোথা বিন্দু বরষিলে॥

বসন্ত ● খেম্‌টা

আবার কি বসন্ত এল।
অসময়ে ফুটল কুসুম, সৌরভে প্রাণ আকুল হল॥
বুঝি কোন দেবতার লীলে, শুষ্ক তরু মুঞ্জরিলে,
অভাগিনীর ভাগ্য ফলে, বিধি বুঝি সদয় হল॥

●

আমরা সব পরী, সুরসুন্দরী।
টমটি, টমটি, টমটি টম্‌।
যখন আছিল ডানা, ভ্রমিতাম দেশ নানা,
উঠিতে না পেয়ে এখন, আপশোশে মরি;
এ কূল ও কূল দু কূল গেল, রহিতে কি পারি॥

সাহানা ● খেম্‌টা

আমরা সব বেদের মেয়ে বাতের ব্যথা ভালো করি।
হয় যে রসিক সুজন বিনা ব্যয়ে পায় সে বড়ি॥
ঝোলাতে টোটকা রেখে পাড়াতে বেড়াই ডেকে,
মনের মতন রোগী দেখে কোঁচাটি ধরি॥
যদি হয় ধনীর ছেলে, খাওয়াই ডিম ভেজে তেলে,
সে আপনজন সবায় ফেলে, জোগায় মোদের কড়ি॥

দেশ • দ্রুত একতাল

আ মরি আ মরি, লহরে লহরী,
সাগরে মাধুরী চিকন-কায়।
শ্যাম পীত নীরে, শিশিরে শিশিরে,
শুভদে শিবানী জীবনে চায়॥
কালযোগে যোগ তারা, অভয়ে অভয় দারা,
সিন্ধুনীরে বিন্ধ্যবাসী বিঘ্ন-ভয় হারা,
সলিলে শারদে, সুখদে সুখদে,
ভবেশ-ভাবিনী রেখো মা পায়॥

খাম্বাজ • আড়খেম্‌টা

আমাতে কি আমি আছি সই।
কালার প্রেমে জরজর, আমি যে আমার নই॥
যে দিন দেখা কালার সনে, মন ভুলেছে বাঁশির গানে,
আর কিছু লাগে না মনে, মরমেতে মরে রই॥

• আড়খেম্‌টা

আমায় বিলিয়ে দিতে চাও কি প্রাণ সই।
বেঁধেছ ভালোবাসা, আমি আর তো কারও নই॥
বনফুল এনে তুলে, কে যতনে দিবে চুলে,
অকূলে যাচ্ছ ভেসে, কি নিয়ে সই ঘরে রই।
মলিন হয়ে বনে চলে, সে বসাবে তরুতলে,
আঁচলে মুখ মুছাব সাধে তোমার দাসী হই॥

•

আমার আহ্লাদে প্রাণ আটখানা।
প্রাণ কেমন কেমন করে বুঝতে পারি না॥
আমি আস্‌ছি ধান-দুব্বো নিয়ে, মামুজি করবে বিয়ে
গলাগলি ঢলাঢলি করব দুজনা।
তোমার মুখখানি কি চমৎকার,
দেখে তোরে মাথা ঘুরে হয় একাকার,

যদি ভালোবাসিস সামলে থাকিস,
দিস নাকো ভাই প্রাণে হানা॥

ভৈরবী • দ্রুত ত্রিতাল

আমার এ যাতনা কে কবে তারে?
না থাকিলে কুলভয়, তবে কি সাধি কারে?
তারে পেলে যত সুখী, জানো মোর মন আঁখি,
লাজ প্রতিবাদী হয়ে মজালে মোরে॥

• কাশ্মীরি খেম্‌টা

আমার এ সাধের তরী, কাণ্ডারী বিহীন সই।
কেউ যদি গো হয় কাণ্ডারী, অনুগতা তারি হই॥
কেউ যদি গো দয়া করি, এসে করে মাঝিগিরি,
এ জনমের মতো আমি, তারি বই আর কারও নই॥

•

আমার এ সাধের তরী প্রেমিক বিনা রাখতে নারি,
যে জনা প্রেম জানে না, তারেও কি প্রেম দিতে পারি,
কালাচাঁদ পায়ে ধরি, বসন চুরি একি হরি!
ছি ছি ছি লাজে মরি, বসন ছাড় ওহে হরি॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ • পোস্ত

আমার এ সাধের তরী, প্রেমিক বিনে নিইনি কারে।
যে জন প্রেম জানে না চড়তে মানা, ডোবে তরী একটু ভারে॥
মনে মন বুঝে দেখ, এস যদি প্রেমিক থাক,
কে ধর প্রেম পসরা, এস ত্বরা নে যাই পারে॥
প্রেম তুফানে তরী ভাসে, দেখলে প্রেমিক কূলে আসে,
ঢেউ দেখে যে ভয় পাবে না, অকূল পারে নে যাই তারে॥

সুরট • আড়াঠেকা

আমার কথা কোস্‌নে তারে, দেখা হলে তার সনে।
জিজ্ঞাসিলে বলিস না হয়, বেঁচে আছে প্রাণে প্রাণে॥
যে দিয়েছে মর্মে ব্যথা, মরমে রয়েছে গাঁথা,
মনে হলে সে সব কথা, প্রাণ আর থাকে না প্রাণে॥

•

আমার জ্বালার উপর জ্বালা দেয় সে চিকন কালা সই,
বলে ভালোবাসার আশা ভালো, বাসিয়ে ভালো নই॥
সে যে ভক্তি দিলে প্রেমের কথা কয়,
প্রেমের আপন বোলে বাঁধন দিলে আপন হারা রয়,
এখন কোন পথে যাই কার পানে চাই, কার কাছে কি কই।
সে যে ঠাঁই দিলে পায় চাই না কিছু, মিশিয়ে তাতে রই॥

• পোস্ত

আমার প্রাণ আর এখন চায় না তোরে, মনের কথা শোন।
যে মনেতে মন ভুলালি, কই সে মন এখন॥
নিত্য নিত্য পায়ে ধরা, এ কি রে তোর প্রেম করা,
ধনে প্রাণে হলেম সারা, করলি জ্বালাতন॥

সোহিনী • আড়াঠেকা

আমার মন যে বুঝে না আমি কী করি।
সতত হেরিতে চাহে সে রূপ মাধুরী॥
যে রতন পাইব না, মিছে তাহার বাসনা,
এখন এ সুমন্ত্রণা, সে ভাবনা পাসরি॥

বসন্ত বাহার • আড়াঠেকা

আমার মনের দুঃখ, কে করিবে নিবারণ।
নিদয় আমার পতি, বিদেশেতে চিরদিন॥
বৈশাখে নবীন ফুলে, ভ্রমর বেড়ায় ডালে ডালে,
অভাগিনীর হৃদ-কমলে, কেউ না করে মধুপান।

জ্যৈষ্ঠেতে যতেক যুবতী, রতিপতি দেয় গো পতি,
আমার যে প্রাণপতি, বিদেশেতে চিরদিন॥
আষাঢ়েতে দেখি রথ পূর্ণ হবে মনোরথ,
আমার এই চিত্ররথ, সারথি হয়েছে হীন।
শ্রাবণেতে বহে ধারা, আমার এই যে নয়ন-ধারা,
ভাদ্রেতে ভেকেরি সাড়া, কেউ করে না আলাপন॥
আশ্বিনে শারদা মেয়ে, ধূপাদি নৈবেদ্য দিয়ে,
সবার পতি পূজে গিয়ে, আমার পতি অদর্শন॥
কার্তিক অগ্রহায়ণ মাসে, সবার পতি থাকে বাসে,
আমার করম দোষে, কেউ করে না আলাপন।
পৌষ ও মাঘ মাসে, প্রাণপতি থাকে না বাসে,
আমার এই অভিলাষ, না হবে পূরণ।
ফাল্গুন মাসের শেষে, বঁধু থাকে নিজ বাসে,
আমার করম দোষে, কেউ করে না যতন।
চৈত্রেতে চড়ক পূজা, মম পতি শিরো ভুজা,
আছেন এক রসিক রাজা, নাম রতিমোহন॥

মিশ্র ললিত • একতাল

আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল।
সকলি ফুরায়ে যায় মা।
জনমের শোধ, ডাকি গো মা তোরে,
কোলে তুলে নিতে আয় মা॥
পৃথিবীর কেউ ভালো তো বাসে না,
এ পৃথিবী ভালো বাসিতে জানে না,
যেথা আছে শুধু ভালো বাসাবাসি,
সেথা যেতে প্রাণ চায় মা॥
বড় জ্বালা সয়ে বাসনা ত্যজেছি,
বড় দাগা পেয়ে কামনা ভুলেছি,
অনেক কেঁদেছি কাঁদিতে পারি না
বুক ফেটে ভেঙে যায় মা।
স্বরগ হইতে, জ্বালার জগতে,
কোলে তুলে নিতে আয় মা॥

মোহন • খেম্‌টা

আমি আর কি হরি কদমতলায় দেখা পাব।
হেরিয়ে কালোবরণে, জীবন জুড়াব॥
আমারে প্রাণে মেরে, চলিলেন মধুপুরে,
রাঙাচরণ, কালোবরণ, কিসে ভুলব॥
গেলে যমুনার জলে, দাঁড়াতে কদমতলে,
বাঁকা হয়ে, দেখা দিয়ে, বাঁশি লয়ে, বাজাইত সুধারব।

কীর্তন •

আমি কালারে পাইতে, সকলি ত্যজিনু
কত লোকে কত কয়।
কলঙ্ক পশরা শিরে যার তরে
সে ধন অপরে লয়॥
কেমনে বা সই, কেমনে বা রই,
কিসে বা বাঁধিব হিয়া।
আমার নাগর, যায় পর ঘর,
আমার আঙিনা দিয়া॥
দেখিব যে দিনে, আপন নয়নে,
তার সনে মোর কথা।
মুড়াইব কেশ, ছিঁড়িব সুবেশ,
ভাঙিব আপন মাথা।
প্রাণনাথে মোর এমন করিল কে,
আমার এ প্রাণ, জ্বলিছে যেমন
এমন জ্বলুক সে॥

কল্যাণ • দ্রুত ত্রিতাল

আমি কি তোমারে ওরে, না দেখে থাকিতে পারি?
বিনা দরশনে প্রাণ, শূন্য দেহ হয় প্রাণ,
সচেতন হয় পুনঃ, তব মুখ হেরি॥
প্রথম মিলনাবধি, বুঝিয়াছি মনে,
কদাচিত নহি সুখী তোমার বিহনে,

এবে এই নিবেদন, বিচ্ছেদ না হয় যেন,
নয়ন নিকটে থাক, সদা সাধ করি॥

খাম্বাজ • ঠুংরি

আমি কি প্রিয়ে করি না যতন।
পরের কথা শুনে ভারী করো মন॥
নিত্য আসি নিত্য বসি, নিত্য করো হাসিখুশি,
আজ কেন লো হেরি তব বিরস বদন॥

পাহাড়ি • ঝাঁপতাল

আমি চাহি না চাহি না প্রেম প্রতিদান।
তারে বড় ভালোবাসি সেই মম প্রাণ॥
সে যখন মুখপানে চায়,
মনের আগুন নিভে যায়,
সে ভালোবাসে, না বাসে, নাহি অভিমান॥

মিশ্র বারোয়াঁ • দাদরা

আমি ঢের সয়েছি আর তো সব না।
তোমার কুটিল নয়ন, ছলে বাঁধন, যেচে পরব না॥
বহুত দাগা বুক পেতে নিছি, জ্বালায় জীর্ণ হয়েছি,
এবার পালিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাব আর তো রব না॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ • ঢিমা ত্রিতাল

আমি তারে চোখের দেখা দেখে আসি।
যারে প্রাণের অধিক ভালোবাসি॥
উচাটন হয় মন প্রাণ দিবানিশি, না হেরে তার মুখশশী।
একে অবলা নারী না পারি যাইতে,
সে কি সখি একবার না পারে আসিতে,
বিধুমুখে মধুর হাসি, আমি বড় ভালোবাসি॥

• কাওয়ালি

আমি তারে প্রাণ দিয়ে, পাগলিনি হয়েছি।
আগেতে না জেনে শুনে, রাখালে প্রাণ সঁপেছি॥
লোকে বলে দিও নাকো, আমি তারে দিয়েছি,
সে দেবে না প্রাণ, আগে কি তা জেনেছি॥

• কাওয়ালি

আমি তোরে চিনিলাম এখন।
শঠতায় নিপুণ অতি, কঠিন তোর মন॥
মুখেতে মধুর হাসি, অন্তরে গরল রাশি,
বিনা দোষে করে দুষি,
(ও প্রাণ) দিলি বিসর্জন॥

রামকেলি • ঝাঁপতাল

আমি দীন, অতি দীন—
কেমনে শুধিব, নাথ হে, তব করুণাঋণ॥
তব স্নেহ শতধারে ডুবাইছে সংসারে,
তাপিত হৃদিমাঝে ঝরিছে নিশিদিন॥
হৃদয়ে যা আছে দিব তব কাছে,
তোমারি এ প্রেম দিব তোমারে—
চিরদিন তব কাজে রহিব জগতমাঝে,
জীবন করেছি তোমার চরণতলে লীন॥

ভৈরবী • যৎ

(আমি) দেখতে চাই শুধু তোর হাসি মাখা মুখ,
(ঐ) হাসিতে প্রাণ কেড়ে নেয়, বিধাতা বিমুখ,
লাজে কথা কোস্‌না, চাইলে চাস্‌না;
নীরব প্রাণের ভাষায়, জানাও কত দুখ।
চোখে তোর কত কথা, মনে তোর কত ব্যথা,
প্রাণের প্রাণ, প্রাণে মিশে, দেহ মোরে সুখ॥

গৌরী • কাওয়ালি

আমি নিশিদিন তোমায় ভালোবাসি,
তুমি অবসরমত বাসিয়ো।
নিশিদিন হেথায় বসে আছি,
তোমার যখন মনে পড়ে আসিয়ো॥
আমি সারানিশি তোমা-লাগিয়া
রব বিরহশয়নে জাগিয়া—
তুমি নিমেষের তরে প্রভাতে
এসে মুখপানে চেয়ে হাসিয়ো॥
তুমি চিরদিন মধুপবনে
চির- বিকশিত বনভবনে
যেয়ো মনোমত পথ ধরিয়া
তুমি নিজ সুখস্রোতে ভাসিয়ো।
যদি তার মাঝে পড়ি আসিয়া
তবে আমিও চলিব ভাসিয়া,
যদি দূরে পড়ি তাহে ক্ষতি কী—
মোর স্মৃতি মন হতে নাশিয়ো॥

মিশ্র কাফি • দাদরা

আমি বুঝেছি এখন মিছে ভালোবাসাবাসি;
জীবনভরা দহন করা, খেলেছি অনলে আসি॥
মনোমতো মন জিনিয়া হেলায়,
অবোধ হৃদয় আরো পেতে চায়,
মিটে না আশা মিটে না; দুকূল ফেলে সে গ্রাসি।
সুখ বলে দুখে যতন করিয়া
নিয়ে আসি হাসি মরমে ভরিয়া;
মায়া মৃগটিরে থাকি ঘিরে ঘিরে, পরায়ে ফুল-হাসি।
দরশে লুকায় গগন ইন্দু,
পরশে শুকায় অমিয় সিন্ধু,
পড়ে না, ধরা পড়ে না সোনার স্বপন রাশি॥

খাম্বাজ • মধ্যমান

আয় রে বিচ্ছেদ, রাখি তোরে, যতনে হৃদি-মাঝারে।
জনমের মতন তোমায়, সে, সঁপে গেছে আমারে॥
পিরিতি মলো, ফুরাল, সুখ-সাধ মিটে গেল,
অবশেষে এই হল, গঞ্জনা দেয় ঘরে পরে,
সুখসাধে কি সাধ, বিধি সে ঘটালে বাদ,
সার হল এ সম্পদ, দুঃখ রহিল অন্তরে।

মিশ্র শ্যাম • কাওয়ালি

আর কার আশে নিশি জাগিছে রাই।
যার আশে আসা, আর তার আশা নাই॥
শঠ নট শ্যামরায়, চলিল গো মথুরায়,
বিরহ অনল প্রেম, পুড়িয়ে হইবে ছাই॥

মুলতান • আড়াঠেকা

আর তো যাব না সই যমুনারই কূলে।
ভরিয়ে এনেছি কুম্ভ নয়ন সলিলে॥
যে হেরিলাম রূপ তার, গৃহে থাকা হল ভার,
নাম নাহি জানি তার, সে থাকে গোকুলে॥

• যৎ

আর মালা চাই না, আর মালা চাই না।
অসময়ে আনলি মালা, ও-মালা আর নোব না॥
আমি ডাকি আদর করে,
তুই বেড়াস সেই অহঙ্কারে,
বাসি ফুল নিয়ে যা ফিরে, ওলো বুড়ো ময়না॥

• খেম্‌টা

আশা পূর্ণ, করো রে প্রাণ, কহি কাতরে।
দিও না আর দুঃখ, ধরি হে তব করে॥

যদবধি প্রাণ মন, হেরেছে ও চন্দ্রানন,
তদবধি মন প্রাণ, চাহে না আর কাহারে॥
তোমারে না হেরিলে, মরি প্রেমানলে জ্বলে,
নিবারি আঁখির জলে, ভাসি দুঃখ সাগরে॥
তব অধর সুধাপানে, বাসনা হতেছে মনে,
ইচ্ছে হয় হৃদ্-পদ্মাসনে, রাখি সদা তোমারে॥

মিশ্র খাম্বাজ • যৎ

আশে রেখেছি রে প্রাণ, সে কি রে আসিবে ফিরে।
সুখ সাধ অবসাদ ভাসিতেছি আঁখি নীরে॥
সে মোহিনী প্রেম গান, প্রণয়েরি সুখ তান,
আবেশে আকুল পোড়া প্রাণ;
জ্বলে জ্বালা ধিকি ধিকি জেগে উঠে ধীরে ধীরে॥
কে আর সোহাগ ভরে, ধরিয়ে হৃদয়োপরে,
মুছাবে মরম ব্যথা আদর করে,
প্রেম ডোরে বাঁধি মোরে, পরাবে রে মোতি হীরে॥

• একতাল

আসি প্রাণ প্রেয়সী।
কেমনে রব তাই ভাবি, না হেরে চাঁদ মুখের হাসি॥
হৃদয়েরি ধন তুমি যে ললনা,
কেমনে ছাড়িয়ে থাকিব বলো না,
সদা প্রাণে ঐ ভাবনা, ভাবিতেছে দিবানিশি॥

গৌরী • দ্রুত ত্রিতাল

আসিতে এখানে কে বারণ করিলে।
অবলা-বধের ভয় সে নাহি ভাবিলে॥
ষটপদ মধুকর, নিরন্তর অন্যান্তর,
দ্বিপদ কি ষটপদ, স্বভাব পাইলে॥
নিশি না পোহাইতে কি চঞ্চল হইলে।
আমার কি নাহি লাজ, লোকেতে দেখিলে॥

শশীর কিরণ দেখি, চকোর কুমুদ সুখী,
অরুণ উদয়-ভাব, ইথে কি ভাবিলে॥

•

(আহা) প্রাণ দিয়ে সই প্রাণের ছবি হাতে এঁকেছে।
তুলিতে ললিতে ভালো তুলে লয়েছে॥
ভালো তুলেছ ললিত ঠাম, কমনীয় সম কাম,
চোখে মুখে ভালোবাসা উছলে দেছে।
ওলো তুলিতে ললিতে ভালো তুলে লয়েছে॥

• আড়খেম্‌টা

এ জনমে পুরুষ প্রেমে, পড়ব না সজনি।
পুরুষের কঠিন হৃদয়, বিশেষ রূপ তা আমি জানি॥
আকাশের চাঁদ হাতে দিয়ে,
কিছুদিন মন জোগায়ে,
অবশেষে প্রতারিয়ে,
প্রস্থান করল ধনী॥

বেহাগ • কাওয়ালি

এ জনমের মতো সুখ ফুরায়ে গিয়েছে সখি।
এখন তবুও হৃদে জ্বলিছে দুরাশা এ কি॥
জানি এ অভাগী ভালে, সুখ নাই কোনো কালে,
দুরন্ত পিপাসা তবু থামিবার নহে দেখি।
এত যে যতন করি, এ অগ্নি নিভাতে নারি,
প্রেমের এ দাবানল জ্বলে উঠে থাকি থাকি॥

বেহাগ • কাওয়ালি[১]

এ জনমের সঙ্গে[২] কি সই জনমের সাধ ফুরাইবে।
কিংবা জন্ম জন্মান্তরে এ সাধ মোর পোহাইবে॥

পাঠান্তর : ১ ঝিঁঝিট • আদ্ধা। ২ এ জনমের মতো কি সই জনমের সাধ ফুরাইবে।

বিধি তোরে সাধি শুন, জন্ম যদি দিবে পুনঃ,
আমারে[৩] আবার যেন, রমণী জনম দিবে।
লাজ ভয় তেয়াগিব, এ সাধ মোর পূরাইব,
সাগর ছেঁচে রতন নিব, কণ্ঠে রাখব নিশি দিবে॥

কালেংড়া • ঠুংরি

এ দাসীর অনুরোধ ওহে রসময়,
এইরূপ প্রেম যেন চিরদিন রয়।
প্রাণের মতন করে, যতন করিলে পরে,
প্রণয় পরম নিধি, হবে হে সদয়।
বিরহ সতিনী অতি, পাপিনী হে প্রাণপতি,
দেখো ছলে বলে যেন, হরিয়ে না লয়॥

খাম্বাজ • একতাল

এ দুঃখ যাতনা মন কি হবে জানায়ে তায়।
শুনে দুঃখ যাতনা যদি, সে তোমারে নাহি চায়॥
মনোদুঃখ বোলো তারে, শুনে দুঃখ হয় যারে,
সান্ত্বনা যে দিয়া তোমারে, উদ্ধারে এ দুঃখ দায়॥

ঝিঁঝিট • মধ্যমান

এ সময়ে যদি তারে পাই, (প্রাণ চায় যারে রে)
তবে এ যাতনা হতে জীবন জুড়াই।
পরে যার প্রেমফাঁসি,
লোকের কাছে হই দুষি, হেরে তার মুখশশী,
মরি তাহে ক্ষতি নাই॥

• আড়াঠেকা

এই দেখাই শেষ দেখা আমার, হল ওলো চারুশীলে।
চলিলাম জনমের মতো, মনে রেখ অনাথ বলে॥

পাঠান্তর : ৩ আমায় আবার যেন, রমণী জনম দিবে।

যদি বহু দিন পরে, পারি দেখা করিবারে,
তখন এ হতভাগারে, স্থান দিও চরণ তলে॥

● খেম্‌টা

একলা ঘরে রইতে নারি, কেমন করে প্রাণ।
অবলা পেয়ে মদন, হানছে সদা ফুল-বাণ॥
যদি কেউ রসিক থাকে, মন প্রাণ দিইগো তাকে,
রাখি সদা চোখে চোখে,
যেথায় সে যায়, সেথাতে যাই,
ভাসিয়ে দিয়ে কুলমান।
সারা রাত মদনের বাতি, নিশি করি অবসান॥

●

একি দুর্গি দ্যাখলাম নানী।
তোগাঁর দ্যাসে এম্নি পূজা, কহন না জানি॥
হ্যাঁদুদের দুর্গি পূজা, বেল পাতা বোঝা বোঝা,
(আবার) চন্নামেরত খাইতে দিল, হুধা গাঙ্গের পানি।
লৈবিদ্দি লসকোড়া, হাজাইছে জোড়া জোড়া,
(আবার) কাড়ের মধ্যে ছাগল দিয়া, হরে টানাটানি॥

সুরট মল্লার ● খেম্‌টা

একি লো বুঝতে নারি সই,
হয়েছি কেমন কেমন তেমন যেন নই॥
কে যেন, কাছে থাকে, কে যেন সদাই ডাকে,
কি কথা লুকিয়ে রাখে, মন বলে— সই, কই?
শরমে বুঝতে নারে, ফুল দেখে আর দেখে কারে,
পাখির স্বরে বারে বারে, চায় লো ফিরে ওই!
কিরণে ছবি আঁকে, বুকে ছবি লুকিয়ে রাখে,
চমকে ছুঁলে মলয়, জ্বালায় সারা হই॥

ললিত • পোস্ত

এখন নূতন পিরিতে যতন বেড়েছে।
তুমি বাঁকা কুব্জা, বাঁকা বাঁকাতে বেশ মিশেছে॥
তোমার যেমন বাঁকা আঁখি, কুব্জা তেমন কোটর চোখি,
খাঁদা নাকে ঝুম্‌কো নোলক দুলিয়েছে।
সকলে নিন্দে, যেমন সারিন্দে,
মাথায় কাঁধে টাকের উপর পরপর চুলেতে ঘিরেছে।
ভালো ভালো গহনা গাঁথা, আবার ডায়মন কাটা,
পরে যেন ভোজন বুড়ি সেজেছে।
কিবা রূপসী, রাজমহিষী,
ঠিক যেন রাহু আসি, কালশশী ঘিরেছে॥

• পোস্ত

এখন প্রাণ কেমন করে, প্রাণ ধরে আছ ভুলে।
পলকে প্রলয় হল, তিলেক মাত্র না হেরিলে॥
আমি কারও বাড়ি গেলে, সদত মরিতে জ্বলে,
কেমন করে আমায় ফেলে, অপরেরে প্রাণ সঁপিলে॥

কামোদ • একতাল

এখনও এ প্রাণ আছে সই।
এলে সই দেখা হত কালা এল কই॥
যদি না লো দেখা হল, দেখা হলে বোলো বোলো,
দেখতে সাধ ছিল মনে, জানি না যে কৃষ্ণ বই।
ব্রজে যদি আসে কালা, গেঁথে দিও বনমালা,
বাজাতে বোলো গো বাঁশি, রাধা বলে রসময়ী॥

• ঝিঁঝিট

এত আশা ভালোবাসা ভুলিলে কেমনে?
এই কালিন্দীর তীরে, এই কালিন্দীর নীরে,
এই তরুতলে, এই নিবিড় কাননে।

বসি এই শিলাতলে, এই নির্ঝরিণী কূলে,
বলেছিলে কত কথা ভুলিলে কেমনে?

• আড়খেম্‌টা

এত করে কাঁদাও না, আমি যে প্রাণে রব না।
অবলা সরলা প্রাণ, দিও না প্রাণে যাতনা॥
কি দোষ করেছিল বলো, দাও তাহার প্রতিফল,
বলো বলো নাথ খুলে বলো, আর দিও না গঞ্জনা।
আমি তব প্রেমাধিনী, যেন হে গুণমণি,
তোমা বই কিছু জানিনি, কেন দাও মনে বেদনা॥

• আড়খেম্‌টা

এত ভালোবাসাবাসি, কোথা রইল লো প্রেয়সী।
দাঁড়ায়ে প্রাণ বারান্ডাতে, ডাকিতে যে দিবানিশি॥
আমি কারু বাড়ি গেলে, সদত মরিত জ্বলে,
এখনি কি সব ভুলে গেলে, দিন পেয়ে লো হরিদাসী॥

সিন্ধু • আড়াঠেকা

এত ভালোবাসা রে প্রাণ, ভুলেছ কি একেবারে।
বোঝা গেল রীতি তব বিশেষ প্রকারে॥
এত যে বাসিতে ভালো, ভালোবাসা জানা গেল,
পেতেছিলে মায়াজাল, অবলা বধিবার তরে॥

• খেম্‌টা

এত দিন তোর আশায় ছিলাম।
আজ অবধি প্রেয়সী তোর, আশায় জল দিলাম।
কু-দিন গিয়ে সুদিন হবে,
তোমার বাড়ি যাবো তবে,
নতুবা ও পথে রে প্রাণ, কাঁটা ফেলিলাম।
যদি বিধি দিন দেয়, যাই তব আলয়,
নতুবা এই বেনেটোলায় পড়ে রহিলাম॥

জয়জয়ন্তী ● আড়াঠেকা

এত দিনের পরে আমার, সাজানো বাগান শুকাল।
বড় মনে আশা ছিল, ধরিবে নব মুকুল॥
বহু দিন যতন করি, সিঞ্চন করেছি বারি,
ভেঙেছে কপাল আমারি, তাইতে আজ মিলন হল॥

সিন্ধু ● আড়াঠেকা

এমন নয়ন বাণ, কে তোরে শিখালে রে প্রাণ।
দর্পণে দেখহ মুখ, আপনি হবে সন্ধান॥
ভুরু ধনু বাণ তূণ, তাহে কটাক্ষ নিপুণ,
বিধি যদি দিত গুণ, বধিতে অনেকের প্রাণ॥

কালেংড়া ● আড়খেম্‌টা

এল প্রেম-রসের কাঁসারি।
আয় সই ভাঙা ফুটো বদল করি॥
একটি নয় সেই ছিদ্র নটা, রস বিহীনে অন্তর ফাটা,
জল থাকে না একটি ফোঁটা, আঠার যত সারি।
সকলে ভরে গাগরি, দেখে খেদে ফেটে মরি,
জাগন্ত ঘরে হয় চুরি, সইতে কি সই পারি॥

টোড়ি ● খেম্‌টা[৪]

এলাম সই তোদের পাড়াতে।
প্রেম জ্বরে জ্বরেছে যে জন তারে বাঁচাতে॥
এ ঔষধের এমনি গুণ, পরশে রোগ নিবারণ,
জোড়া লাগে ভাঙা মন ছুঁতে না ছুঁতে॥

মাঝ ● কাওয়ালি

এস এস প্রাণধন করিব যতন।
রাখিব যত্নে তোমায় করি প্রাণধন॥

পাঠান্তর : ৪ টোড়ি ● আড়খেম্‌টা।

যতনে প্রসূন তুলে,   গেঁথে মালা দিব গলে,
আমোদে উভয়ে মিলে, রব অনুক্ষণ।
উড়িয়ে গগনে মোরা, করিব প্রণয়-ক্রীড়া,
ভাসিব প্রেম-সাগর সুখে, উল্লাসে কখন।
প্রণয় সাগর মাঝে, কত যে তরঙ্গ আছে,
একে একে সব মোরা করিব গণন॥

মিশ্র দেশ • আড়খেম্‌টা

এস জাদু আমার বাড়ি তোমায় দিব ভালোবাসা।
যে আশায় এসেছ জাদু, পূর্ণ হবে মন আশা॥
আমার নাম হীরে মালিনী, কোড়ে রাঁড়ি নাইকো স্বামী,
ভালোবাসেন রাজনন্দিনী, করি রাজবাটিতে যাওয়া আসা।

ভৈরবী • ভরতঙ্গা

এস হে রতন,   মনেরি মতন,
তোমার কারণ বসে আছি হে—
প্রাণের রতন,   যতনেরি ধন,
পাবে যে যতন যাহা চাও হে—
যে যাহা চাবে,   এইখানে পাবে,
প্রেমিক পরান তাই চাহে হে—
প্রেম যার পাকে, মোরে চিনে রাখে,
প্রেমরসে মিশে, প্রাণ ঢাল হে—
প্রেমিক সুজন,   তাই বলি শুন,
রাখহ বচন, এস হে এস হে।

বাহার • ভরতঙ্গা

এসেছে নবীন সন্ন্যাসী।
আঁখিতে দেয় লো ফাঁকি, হাসিতে পরায় ফাঁসি।
ছি ছি লো হল একি দায়?
ঘন ঘন কেন যোগী মুখের পানে চায়?
কি জানি কি আছে মনে, কাজ কি—সরে আয়!

উদাসী নাগা নিয়ে অকূলে কেন ভাসি?
শেষে ছাই মাখব কি, ছাই ভালো নয়ত এ হাসি॥

মিশ্র সিন্ধু • একতাল

ওই বুঝি বাঁশি বাজে— বনমাঝে কি মনোমাঝে (সখী)।
বসন্তবায় বহিছে কোথায়,
কোথায় ফুটেছে ফুল,
বলো গো সজনি, এ সুখরজনী
কোন্‌খানে উদিয়াছে বনমাঝে কি মনোমাঝে॥
যাব কি যাব না মিছে এ ভাবনা,
সখী, মিছে মরি লোকলাজে!
কে জানে কোথা সে বিরহহুতাশে
ফিরে অভিসারসাজে—
বনমাঝে কি মনোমাঝে॥

•

(ও তায়) সেধে শুধু কেঁদে সারা হই।
পায়ে ধরি যত তত পায়ে ঠেলা রই।
না চাহিতে ধরে দিনু প্রাণ,
ফিরে না চাহিল, ধরা দিল না পাষাণ,
শরমে মরম জ্বালা চুপে চুপে সই॥
ভালোবাসা ভালো সবাকার,
ভালোবেসে ভালো শুধু হল না আমার;
বুক ফাটে মুখ ফুটে কারে বা কী কই॥

• পোস্ত

(ও প্রাণ) যৌবন বহিয়ে গেল আসারি আশায়।
দিবানিশি জ্বলে প্রাণ, বিচ্ছেদ জ্বালায়॥
একে তো যৌবনকাল, সহ্য যায় কি চিরকাল,
(ও প্রাণ) আর কত রব বল, চাতকিনীর প্রায়॥

•

(ও সে) আমায় কেন কাঁদায় দিবা রাত।
(সে তার) প্রাণের পানে চাইলে, বুকে সহায় শেলাঘাত॥
প্রাণেতে তার প্রেমেব নিশানা,
দেখতে পেয়ে চাই পেতে তায় মানি না মানা;
পাই কি না পাই, সাধ করে তাই কচ্ছি দেহ পাত।

• কাশ্মীরি খেম্‌টা

(ও সে) আমার প্রাণের বঁধুয়া, চিকন কালারে।
সখি যাওগে কিনা, শহর বাংলা রে॥
কাশী মে বাস কিয়া, গঙ্গা জি স্নান কিয়া,
ঘরে বৈঠে বৈঠে জপ, মোহন মালা রে॥

• যৎ

ও সে প্রাণে দাগা দেয় গো, সদত কাঁদায়।
জানিলে কি মন প্রাণ সঁপিতাম তাহারে গো॥
ভাসাইবে আঁখিনীরে, আগে জানিনি অন্তরে,
মন প্রাণ সঁপিয়ে তারে, হল কি দায় গো॥

•

ওগো আমার সোনার ছবি ভেঙে দিও না।
দেখে দূরে যাও গো সরে কাছে যেও না॥
ছবি আছে এক আশে,
তার অধরে মধুর হাসি কাঁপে তরাসে—
(ওগো) মিশিয়ে যাবে কঠিন পরশে।
তার চোখে আঁকা জলের রেখা মুছে নিও না॥

• কাশ্মীরি খেম্‌টা

(ওগো) কই সে আমার অভিমানী, রমণী রতন।
সদত হৃদয়ে হেরি, তাহারি মতন॥

মরি কিবা মুখশশী, তাহে মৃদু মৃদু হাসি,
ইচ্ছে হয় বিরলে বসি, করি দরশন ॥

বারোয়াঁ • ঠুংরি

ওরে আমার পরবশ মন।
পরেতে জানিবে তুমি পর যে কেমন ॥
পরবশ মন যার, বিফল জনম তার,
বিনা দোষে অনিবার, দহে সেই জন।
কেন মন পরেরি লাগি, সদা হও অনুরাগী,
হতে হবে দুঃখভাগী, যাবৎ জীবন ॥
ছি ছি মন পরেরি তরে, কি হবে যতন করে,
পরস্পর হবে পরে, প্রাণে জ্বালাতন ॥

বেহাগ •

(ওরে) এনে দে তারে।
যারে না দেখিলে, পলকে প্রলয়, ভাসি নয়নধারে ॥
একে একে দিন যায়, তবু সে না আসে হায়,
কে বুঝি ধরেছে তায়, বধিতে আমারে।
করেছি কী অপরাধ, কে হেন সাধিল বাদ,
পাতিয়ে মন্ত্রের ফাঁদ কাঁদালে আমায়;
জীবন আকুল হল, নয়নে ঝরিছে জল,
হতেছে মন চঞ্চল, কব তা কাহারে ॥

•

ওরে তারে যে বড় ভালোবাসি।
শুধু চোখের দেখা দেখে প্রাণ ভালোবেসে আসি।
না চাহিলে চেয়ে থাকি,
সদা চোখে চোখে রাখি;
আঁখির মিলনে ক্ষণে বাসনা-সাগরে ভাসি
কে জানে কি চায় রে এ প্রাণ,
অনুমানে মনে মনে না পাই সন্ধান ॥

কি যেন কি নব ভাব, হইতেছে আবির্ভাব,
বাসনা-সাগরে প্রাণে দিয়েছি ভাসান।
এলায়ে পড়িছে কায়, একি দায় হায় হায়,
অকূলে না দেখি কূল কিসে পাব ত্রাণ॥

● ঢিমা ত্রিতাল

(ওহে) প্রাণ প্রিয়ে, আর কারে জানাব মনোবেদনা।
চিরদিনের ভালোবাসা, একেবারে ভুলো না॥
প্রথম মিলনাবধি, হয়ে আছি অপরাধী,
জেনে শুনে কোমল প্রাণে, কেন দাও আর যাতনা॥

●

কই আর তো সে এলনা।
এল কেঁদে চলে গেল কাঁদাতে তো রইল না।
দুঃখের দুঃখী সে— বুঝি ভালোবাসা সইল না॥
এস সই প্রাণ ভরে কাঁদি যদি দিয়েছ দেখা।
এতদিন কেঁদে সুখ পাইনি সখা॥
সে আমার— আকাশের ধ্রুবতারা, কুঞ্জে ফোটা ফুল।
কুটিরের কমলা সে—তটিনীর কূল॥
তরণীর বুকে গড়া কল্পনা পুতুল॥

●

কই কেউ বলে না আমায়।
কাঁদো কাঁদো মুখে কেন ছল ছল চায়,
কেঁদে এসে এরা কেন কেঁদে ফিরে যায়॥
আপনার মতো আসে, আপনারে ভালোবাসে,
পরের মতন শেষে কোথা ভেসে যায়।
আপনি কাঁদিয়ে কেন পরেরে কাঁদায়॥

সিন্ধু ● মধ্যমান

কত ভালোবাসি তারে বলে কি জানানো যায়।
কুল মান মন-প্রাণ,— সকলি সঁপেছি যায়॥

নিতান্ত হয়েছি যার, সে বিনে কে আছে আর,
তিলমাত্র যে আমার, মন ছেড়ে নাহি যায়॥

• কাওয়ালি

কথা কব কিরে, কহিতে যে কেঁদে উঠে প্রাণ।
তুমি কি জাননা জাদু কিসে করি মান॥
চোর হয়ে হতে চাও সাধু, অন্তরে বিষ মুখে মধু,
তুমি তো পিরিতের জাদু প্রথমে প্রমাণ।

মুলতান • কাওয়ালি

কভু কুঞ্জবনে, বসি চন্দ্রাননে,
কাকলি লহরী ঢালি উথলিল প্রাণ।
মৃদু মৃদু স্বরে ভাসি, ফুল কুল সম্ভাষি,
কহিল অনিল আসি, খোল লো বয়ান;
শুনিয়াছি প্রেমকথা, ধারা নয়নে,
এখন গিয়াছে দিন, আছি স্মরণে॥

• পোস্ত

করেছ নূতন প্রেম, যায় না যেন যত্নে রেখ।
আমি মরি তায় ক্ষতি নাই, তুমি আমার সুখে থেক॥
যে জ্বালা দিয়েছ মোরে, এমন আর দিও না কারে,
আমি আছি প্রাণ ধরে, সে প্রাণে বাঁচে নাকো॥

খাম্বাজ • মধ্যমান

কলঙ্কেরি ভয় কোরো না।
(প্রিয় সখিরে) আগেতে উচিত ছিল, করিতে তার ভাবনা॥
মন দিয়েছ নিয়েছ, মজেছ মজায়েছ,
বিচ্ছেদ করিবে বলো, করেছ তার মন্ত্রণা॥

• আড়খেম্‌টা

কাঁটা বনে তুলতে গেলাম, (কালো) কলঙ্কেরি ফুল।
মালা গেঁথে পরব গলায়, কানে পরব দুল (গো)॥
সখি, কালো কলঙ্কেরি ফুল॥
মরি মরব কাঁটা ফুটে,
ফুলের মধু খাবি লুটে,
দেখি গিয়ে কোথা ফোটে, নবীন মুকুল (গো)
সখি কালো কলঙ্কেরি ফুল॥

বেহাগ • কাওয়ালি

কাঁদিয়া রজনী পোহায়,
(আমার) আঁখি জলে হৃদি ভেসে যায়।
মনের আগুন তবু নিবে না যে তায়॥
প্রণয়ে জুড়াব জ্ঞানে, সে জনে সঁপিয়ে প্রাণে,
পড়ে বিচ্ছেদ-তুফানে, মরি মরম ব্যথায়।
সে যদি জ্বালাবে এত, ছিল কেন অনুগত,
যাহাতে ছিল অমৃত গরল উঠিল তায়॥

বারোয়াঁ বাহার • আড়খেম্‌টা

কায় কব দুঃখের কথা মনের ব্যথা মনই জানে।
অবলা সরলা বালা, কতই জ্বালা সয় গো প্রাণে॥
দারুণ প্রতিজ্ঞা করি, অন্তরে গুমরে মরি,
লাজে প্রকাশিতে নারি, দিবানিশি যায় রোদনে॥

লুম ঝিঁঝিট • পোস্ত

কারে কব লো যে দুঃখ আমার।
সে কেমনে রবে ঘরে এত জ্বালা যার॥
বাঁধা আছি কুল ফাঁদে, পরান সতত কাঁদে,
না দেখিয়া শ্যাম চাঁদে, দিবসে আঁধার॥
ঘরে গুরু দুরাশয়, সদা কলঙ্কিনী কয়,
পাপ, ননদিনী ভয় কত সব আর॥

শ্যাম অখিলের পতি, তারে বলে উপপতি,
পোড়া লোক পাপমতি, না বুঝে বিচার।
পতি সে পুরুষাধম, শ্যাম সে পুরুষোত্তম,
ভারতের সে নিয়ম কৃষ্ণচন্দ্র সার॥

• কাওয়ালি

কাল হইল ননদী লো প্রেমবাদি।
তা নইলে কি আঁখিনীরে, ভাসি আমি নিরংবধি॥
বঁধুর কথা মনে হলে, দ্বিগুণ আগুন ওঠে জ্বলে,
গিয়ে সেই রান্নাশালে, ধোঁয়ার ছলে বসে কাঁদি॥

ভৈরবী • কাওয়ালি

কি করি মনেরে বুঝাতে নারি বল গো সজনি।
সতত বাসনা যারে, রাখিতে হৃদি মাঝারে,
সে করে চাতুরি;
তিলেক না দেখা হলে, আর বাঁচিনে মরি মরি।

• একতাল

কি জ্বালা ঘটিল সই।
স্বভাবে অভাব যেন, আমার আমি নই॥
চলিতে চরণ টলে, অলসে পড়ি গো ঢলে,
কি জানি ছলে মন, মজাইল ঐ।
যে অবধি প্রাণ ধন, হেরেছি রে চন্দ্রানন,
নাহি জানি অন্য জন, ওগো প্রাণ সই॥

• কাশ্মীরি খেম্‌টা

কি জ্বালা সকালবেলা, হেরি লো কমলে।
রসের ভরে কমলিনী, আপনি হেলে দোলে॥
মোহিল নয়ন মন, কি করি বল এখন,
কান্ত বিনে কমল মধু, পড়তেছে ভেকের গালে।

কোকিলের কুহু স্বরে, সদা প্রাণ হু হু করে,
ভ্রমর গুণ গুণ করে, বসিয়ে গোলাপ ফুলে॥

•

কি ঠাহুর দেখলাম্ চাচা।
(ওঁগার) বসাইছে সব হারি হারি, বেনিয়া বাসের মাচা॥
এক মাগি হিঙ্গীর পরে, অসুরে টিহি ধরে,
(ওঁগার) গলায় দেছে হাপ জড়ায়ে, বুহে মার্ছে হোঁচা।
হাদা হলদা দুইডা ছুঁড়ি, রূপেতে বিদ্যাধরী,
(ওঁগার) পরাইয়া দেছে নালের হাড়ি কাম করা তায় হাঁচা॥
ময়ূরের পরে বইসা যিনি,
তেনার ভারি চেক চেহানী,
(ওঁগার) গলাতে কোঁচানো ওড়ানি, ঠিক জানি হোনাগাছীর নোচা।
আর একটার হৌস্বা বদন, কান দুহানা কুলার মতন,
(আবার) দাঁত দুইডা তার হিঙ্গার মতন, (ও তার) মাথা নেপা পোছা।
আর একটা ক্যালা গাছে, জোড়া ব্যাল বাঁধিয়া দেছে,
(ওঁগার) মাথায় কাপড় টাইনা দেছে, মোটে নাই তার পাছা॥

•

কি বলিব সই।
সই মনের কথা সই, সই মনের কথা সই।
কানে কানে কি কথাটি বলে দিলি ওই॥
সই ফিরে ক না সই, সই ফিরে ক না সই।
সই কথা কোস্ কথা কব, নইলে কারো নই॥

• কাশ্মীরি খেম্‌টা

কি মধুর যামিনী, ফুটিল কামিনী ফুল।
হের হের কিবা শোভা, ভ্রমে সদা অলিকুল॥
মল্লিকা মালতী, গেঁদা বেল যাতি যুথি,
হেরিলে যুবক যুবতী, হয় লো সই—
কুলেতে ভুল॥

আয় লো আয় রাজবালা, তুলি ফুল গাঁথি মালা,
পরে ঘুচাব জ্বালা, নিভাইব শোকাকুল॥

বেহাগ • একতাল

কি সাধে আজি বিষাদে।
ধুলাতে ধূসর মম হৃদয় চাঁদে॥
উঠ প্রিয়ে ধরি কর, ধরা-শয্যা পরিহর,
বারেক সন্তোষ কর মধুর বচনে;
না জানি কি অভিমানে, অভিমানী চন্দ্রাননে,
উঠ লো রাখিব ধরি হৃদে॥

ঝিঁঝিট • পোস্ত

কিবা সুখ বলো জীবনে।
মন সঁপিয়ে কুজনে॥
আকুল হল প্রাণ, আর না সয় হে,
বাড়ে জ্বালা, দেহভার আর বহনে॥

• খেম্‌টা

কী দিব কী দিব রে, প্রাণ মনে করে আমি।
যে ধন তোমারে দিব, সেই ধন আমার তুমি॥
তোমা বই কিছু জানিনি, শুন ওহে গুণমণি,
সকলকার সকল আছে প্রাণ, আমার কেবল তুমি॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ • মধ্যমান

কী যেন মনের মতন নয়।
কে জানে কী যেন হলে মনের মতন হয়॥
ধারা কেন আসে চোখে, একি তুফান খেলে বুকে,
ঘন শ্বাস বহে কেন, কে জানে কী অসুখে।
কাটে দিন সুখে কি দুঃখে,
নিয়ত কি বারি যাচে পিয়াসী হৃদয়॥

ললিত বাহার ● যৎ

কুহুতানে আকুল করে প্রাণ।
বুঝি রাখতে নারি কুল মান॥
কুসুম হেরে ভুলতে নারি, মনে পড়ে সে বয়ান।
গুঞ্জরি ভ্রমরা চলে, মনের কথা পথে বলে,
সাধ হয় সাধি নিয়ে, ভাসিয়ে দিয়ে অভিমান॥

● আড়াঠেকা

কে করিলে মন চুরি, অবলা নিকুঞ্জে এসে।
অনুপম রূপ তারি, অধরে মোহন হেসে॥
আমি যে কুলেরি বালা, কেন রে এ প্রেমজ্বালা,
হায় ওরে একি জ্বালা, তাহার প্রেম রসে।
দারুণ প্রণয়ানল, কেমনে নিবারি বল,
অবিরল আঁখি জল, ফেলিরে বিরলে বসে॥

কাফি সিন্ধু ● মধ্যমান

কে জানে কেমনে দিন বয়।
না জানি কঠিন প্রাণে সয়ে সয়ে কত সয়॥
বহিয়ে জীবন ভার, যন্ত্রণা হয়েছে সার,
গঞ্জনা আমার আমি তার;
বেদনা রাখিতে বিধি গড়েছে মম হৃদয়।
কে জানে কি আছে বাকি, দেখি আরও কত হয়।

● কাওয়ালি

কে জানে, পুরুষ এমন।
রমণী মজায়ে, করে শঠতা সাধন॥
আগেতে জানিত মন, পুরুষ পরেশ জন,
অবলা সুখ কারণ বিধির সৃজন॥

•

কে জানে মজাবে নয়নে।
না বুঝে অবোধ আঁখি কি ছবি এঁকেছে প্রাণে॥
ব্যাকুল নয়ন আশে, অকূল হৃদয় ভাসে,
বোঝালে বোঝে না মন, কত জ্বালা অযতনে॥
কুসুমে নাহি সে শোভা, নহে শশী মনোলোভা,
কি জানি কি কথা কত দিবানিশি উঠে মনে॥
লাঞ্ছনা মন মানে না, যতন করে যন্ত্রণা,
কব কথা কার সনে, কে বুঝিবে সে বিহনে॥

খাম্বাজ • একতাল

কে জানে সজনি প্রেম-দায় প্রাণ যায়।
সুখের কারণ প্রণয়-সৃজন,
কে জানে এমন গরল তায়॥
লভিতে রতন করে আকিঞ্চন,
পরশ করিনু প্রদীপ্ত পাবন,
হতেছি দাহন করি কি এখন,
কেমনে এ মন প্রবোধ পায়॥
অবলা সরলা কি জানি বলো না,
সে শঠ মজালে করিয়া ছলনা,
জানিলে যে দিবে শেষে এ যাতনা,
না দিতাম প্রাণ তায়॥

সিন্ধু • মধ্যমান[৫]

কে তোরে শিখায়েছে বল এ প্রেম ছলনা।
যে তোরে শিখায়েছে, সে বুঝি প্রেম জানে না
পরের মন নিতে জান, দিতে বুঝি নাহি জান,
এমন করে কত জনায়, বধেছ প্রাণ বল না॥

পাঠান্তর : ৫ ভৈরবী • আড়াঠেকা।

• মধ্যমান

কে তোরে শিখালে প্রাণ, প্রেম ছলনা।
যে তোরে শিখালে সে বুঝি প্রেম জানে না॥
যন্ত্রণা দিতে তো পার, নিতে তুমি পার না,
(ওরে) এমনি করে কত জনের, বধেছ প্রাণ বল না॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ • মধ্যমান

কে হানিল মম হৃদে দারুণ বিচ্ছেদ ছুরি।
ওষ্ঠাগত হতেছে প্রাণ, আর বাঁচিনে মরি মরি।
পলকে প্রলয় জ্ঞান, কে হরিল মম ধন,
যেমন কল্লে দশানন, রঘুনাথের সীতা চুরি॥

• যৎ

কেন আমি ঘুমাইলাম,
হইয়ে বিভোলা (জাদু) হইয়ে বিভোলা রে।
চুরি করে নিয়ে গেছে,
আমার মোতির মালা (জাদু), আমার মোতির মালা রে।
বালা গেছে, তাবিজ গেছে,
জশম গেছে, ঝুমকা গেছে,
খালি বাক্স পড়ে আছে,
তার চাবি খোলা (জাদু) তার চাবি খোলা রে॥

•

কেন কেন অধোমুখী, বলো বলো বিধুমুখী,
ওমা একি একি শ্যাম সেজেছে, সেজেছে শ্যামাঙ্গিনী;
মান ভাঙিতে হয়েছে রমণী, গুণমণি,
মনোবাসনা পূর্ণ হবে না;
তুমি যাও গিয়ে, বারে বারে জ্বালাও কেন রাধারানী।

• যৎ

কেন কেন বিনোদিনী ঝরে দু-নয়ন।
বিষাদিনী কেন ধনী বিরস বদন॥
মলিন হতেছে বালা, মরমে কি হেন জ্বালা,
প্রকাশি বল না সখি, কি মনোবেদন,
আ মরি কুমারী প্রাণে, তাপিনী মগন॥

বারোয়াঁ • ঠুংরি

কেন তারে সঁপিলাম মন।
আগে কি জানিতাম আমি হইবে এমন॥
সঁপিয়ে আমারি মন, না পাই তার দর্শন,
স্মর দহে সদা আমি দহিছি এখন।
ভাবিয়ে কি ফল আর, আঁখি নীর শুধু সার,
দ্রবিবে না আর তার কঠিন হৃদি কখন॥

ভৈরবী • আড়াঠেকা

কেন দুঃখ দিতে বিধি প্রেমনিধি গড়িল।
বিকচ কমল কেন কণ্টকিত করিল?
ডুবিলে অতল জলে, প্রেমরত্ন তবে মিলে,
কারও ভাগ্যে মৃত্যু ফলে, কারও কলঙ্ক কেবল॥
বিদ্যুৎ প্রতিম প্রেম, দূর হতে মনোরম,
দরশন অনুপম, পরশনে মৃত্যুফল।
জীবন-কাননে হায়, প্রেম-মৃগতৃষ্ণিকায়,
যে জন পাইতে চায়, পাষাণে সে চাহে জল,
আজি যে করিবে প্রেম, মনে ভাবিয়ে হেম,
বিচ্ছেদ অনলে ক্রমে, কালি হবে অশ্রুজল॥

• ঢিমা ত্রিতাল

কেন দেখা দিয়ে, মজাইলে অবলারি মন।
বেদনা ঘুচাতে এসে, বাড়ালে মনোবেদন॥

একি তব ভালোবাসা, না গেল প্রেম পিপাসা,
হেরিবারে চাহে দু-নয়ন॥
তোমার অধরে বঁধু, না জানি কি আছে মধু,
হেরিবারে চাহে দু-নয়ন॥

• কাশ্মীরি খেম্‌টা

কেন নাথ আমারে, বারে বারে দাও হে জ্বালা।
তোমার যে ভালোবাসা, জেনেছে সব এ অবলা॥
পুরুষ অতি কঠিন, জেনেছি জেনেছি প্রাণ,
সদা প্রাণে ছুরি হান, পাইলে পর কুলবালা॥

খাম্বাজ • মধ্যমান[৬]

কেন প্রাণ সঁপেছিলাম তাঁরে।
যারে হেরিতে বাসনা ভাসি অকূল পাথারে॥
মিলন তরী আমার, ভেঙেছে মাঝার তার,
কিসে হবে গো পার, পড়েছি বিষম ঘোরে[৭]।
মুদিয়ে যুগল আঁখি, যদি নাথে ভেবে থাকি[৮],
অমনি তাঁরে দেখি উদয় হৃদি-মন্দিরে[৯]॥

• কাশ্মীরি খেম্‌টা

কেন বিষাদ সলিলে, হেরি নয়নে লো।
কি দুঃখে হয়েছ দুঃখী বিধুবদনী লো॥
কেন ওলো প্রাণ আমার, করেছ লো বদন ভার,
হেরিলে তোমারি মুখ আঁখি ঝরে যে লো॥

• যৎ

কেন ভাব প্রাণনাথ, আমি তো তোমারি ধন।
সঁপিয়াছি ও চরণে, জীবন যৌবন মন॥

পাঠান্তর : ৬ সিন্ধু খাম্বাজ • মধ্যমান। ৭ কেমনে হইব গো পার, পড়েছি বিষম ফেরে। ৮ যদি শান্ত ভাবে থাকি। ৯ তখনি তাঁরে দেখি উদয় মনোমন্দিরে।

কত আসে কত যায়, তাতে কিবা আসে যায়,
যারে সদা প্রাণ চায়, সে জন হৃদিরতন॥
ভালোবাসি দুশো জনে, কিন্তু দাসী ও চরণে[১০],
সদা শয়নে স্বপনে, ভাবি তোমার ও চাঁদবদন॥

ঝিঁঝিট • কাওয়ালি

কেন লো প্রেয়সী এত মান।
(তোমার আজ) কি ভাব উদয়, কেন ভাবান্তর,
বিষম বিরহে বাঁচিনে, এ জীবন জ্বলে যায়,
হেরে মলিন বিধি, নয়নে হেরি বিমান।
ধরাতে ধরা, নয়নেতে ধারা,
কেন লো প্রেয়সী তোমার কে করেছে অপমান॥

• ঢিমা ত্রিতাল

কেন সখি নীলনলিনী নয়নে।
ফেলিছ নীর আকুল প্রাণে॥
ফুল্ল মুখে নাহি হাসি, মেঘে ঢাকা সম শশী,
আলুথালু কেশপাশ, আবরিছে বদনে,
কেন বা বিষাদ ছবি, হেরি বিধু বয়ানে॥

ঝিঁঝিট • কাওয়ালি

কেন হে প্রেয়সী এত হতেছ কাতর,
হৃদয়ের মণি তুমি ভাবি নিরন্তর।
অধীরা হইয়া থাক, আমার বচন রাখ,
হৃদয়ে শয়ন করো জুড়াক অন্তর।
তুমি প্রিয়ে এ জনের, হেমহার হৃদয়ের,
অথবা হৃদয়াকাশের পূর্ণ শশধর॥

পাঠান্তর : ১০ কিন্তু আছি ও চরণে।

কালেংড়া • কাওয়ালি

কেমনে বলো সজনি আশা দিব বিসর্জন।
আসি বলে সে গিয়াছে, আশায় আছে এ জীবন॥
আমা বিনে সে কি জানে, ভুলেছে সে, প্রাণ কি মানে,
প্রাণ রেখেছি সযতনে, পাব বলো কৃষ্ণধন।
সে যদি নয় গো আমার, কে আর বলো আছে রাধার,
এমন কি হয় সে আমার নয়, সঁপেছি তায় প্রাণ মন॥

• আড়াঠেকা

কেমনে ভুলিব তারে, সে রূপ জাগিছে মনে।
মনে করি ভুলি ভুলি, আবার ভুলিতে পারিনে॥
সবে বলে আমারে, সে ভুলেছে ভোলো তারে,
ভুলি তারে কেমন করে, একা রহিব ভবনে॥

লুম ঝিঁঝিট • পোস্ত

কেমনে ভুলিব বলো সে বিধু বদনে।
সে রূপ জাগিছে মনে শয়নে স্বপনে॥
হৃদিপটে আঁকি যারে, রেখেছি যতন করে,
মুছিব সে ছবি আজি বলো কোন পরানে।
নিরাশা আঁধার মাঝে, আশার প্রদীপ সে যে,
সে দীপ নিবাতে হৃদি দহে দুখ দহনে॥

সিন্ধু ভৈরবী • মধ্যমান

কেমনে সে-জনে এ জীবনে ত্যজিব।
মিলনে বিচ্ছেদ হ'লো তা ব'লে কি ভুলিব॥
বিচ্ছেদ মিলনে জ্ঞানে, তারি জ্ঞানে তারি ধ্যানে,
সংগোপনে মনে মনে, মনানল মনে ধরিব।
বিচ্ছেদ মিলন সার, চাহি তাই অনিবার,
হৃদয়ে বিচ্ছেদ রাখি, সদা সে রূপ নিরখিব।

• আড়াঠেকা

কোথা গেলে প্রাণনাথ, একাকিনী রেখে মোরে।
অবলা সরলা বালা, কত জ্বালা সয় অন্তরে॥
কেমন নিদয় হয়ে, গেলে নাথ কাঁদাইয়ে,
কত আর থাকিব সয়ে, প্রাণ যে কেমন করে॥

• যৎ

কোথা হতে এলে প্রিয়ে, ছল ছল নয়নে।
বলো বলো খুলে বলো, ওলো চন্দ্রবদনে॥
শুকায়েছে মুখখানি, বলো লো কি কারণে,
কে বুঝি বলেছে কিছু, তাই সে অভিমানে॥

• আড়াঠেকা

কোথায় আনিলে আমায় পথ ভুলালে।
দুরন্ত তরঙ্গ মাঝে তরী ডুবালে॥
তরী নাহি দেখি আর, চারিদিক শূন্যাকার,
প্রাণ বুঝি যায় এবার ঘূর্ণিত জলে;
কোথা রইল মাতা পিতা, কে করে স্নেহ মমতা,
প্রাণপ্রিয়ে রইল কোথা বন্ধু সকলে॥

• কাওয়ালি

কোথায় পাব রে, মনোমতো ধন।
যারে সঁপে সুখী হবে, এ নব যৌবন॥
কোকিলের কুহুস্বরে, প্রাণ আমার বাধিত করে,
প্রাণপতি বিনে এ দুর্গতি, কে করে মোচন॥

ঝিঁঝিট • খেমটা

ক্ষান্ত দিয়েছি এবার দেখে শুনে।
আমি চোর দায়ে পড়েছি ধরা,
প্রেম করে তোমার সনে॥

যার নদীর কূলে বাস, তার ভাবনা বারোমাস,
হয় তো ভালো, নয় তো মন্দ, নয় তো সর্বনাশ,
আমার এই কান মোচড়া নাক খত্তা,
ও প্রেম করব না তোমার সনে॥

• কাওয়ালি

গভীর যমুনার জলে, ডুবু ডুবু প্রায় তরী।
অস্থির হতেছে প্রাণ কুলবালা ডুবে মরি॥
পড়েছি ঘোর অকূলে, দেহ শ্যাম তুলে কূলে,
বিকাইব বিনা মূলে, ও রাঙা চরণে হরি॥

দেবগিরি • ঝাঁপতাল

গিয়ে সখি যমুনার কূলে।
হেরিলাম কালোশশী কদম্বের মূলে॥
মরি সে মোহনরূপ, জগতে অতি অনুপ,
নিরখি নাগর ভূপ, কালি দিলাম কুলে।
শুনিয়ে মধুর বাঁশি, মন হইল উদাসী,
কেমনে ভবনে আসি, মন প্রাণ গেল ভুলে॥

•

গুমরে পা পড়ে না লো শুনিস না লো কথা।
ছোটখাটো একটি কিলে ভাঙব তোর মাথা॥
ফচকে ছুড়ির রকম দেখে, কত লোক কত শেখে,
হেসে উঠিস চেয়ে থাকিস, জানালে কেউ মনের ব্যথা।
মুখখানিতে পদ্ম ফোটা, নাইকো পিরিত ছিটে ফোঁটা,
চোখ দুটি তোর ভাবে বিভোর, প্রাণের ভিতর পাহাড় গাঁথা॥

• পোস্ত

গোপনে প্রেম করে সই কত জ্বালা সইতে হল।
শুন ওলো প্রাণ সই কালা কুলে মজিয়ে গেল॥

শুনে ওলো সহচরী, বাজায়ে মোহন বাঁশরি
আমার অঙ্গে বিষ ধরি, কালা কুলে কালি দিল॥

• ঢিমা ত্রিতাল

গোপীতে ঘিরেছে বাঁকা মদনমোহনে।
মরি মরি কি মাধুরী, ও বাঁকা নয়নে॥
চারিদিকে ব্রজ নারী, মাঝেতে দাঁড়ায়ে হরি,
কে করেছে মন চুরি, ও বাঁকা মদনে॥

ভৈরবী • যৎ

ঘরে আর মন সরে না, বুঝালে তো বুঝে না মন।
কে যেন নে যায় টেনে, জ্বালা একি যেমন তেমন॥
মনে করি মনকে ধরি, পারিনে কেঁদে মরি,
কি ছলে মজালে হায় উপায় কি করি;
অবশে যাইগো ভেসে, মন তো নয় মনের মতন॥

• খেম্‌টা

ঘরে ফিরে যাব কেমন করে সই।
আতঙ্গে দহিছে অঙ্গ ভুজঙ্গে দংশিল ওই॥
প্রাণ জ্বলতেছে বিরহ বিষে,
বল লো সই বাঁচি কিসে,
মরি মরি ঐ হুতাশে, মর্ম্মব্যথা কারে কই॥

• যৎ

ঘুমেতে কাতর হয়ে[১১], রয়েছ রে প্রাণ আমার।
বিভোর হয়ে আছ শুয়ে, মরি মরি কি বাহার॥
বালিশে আলস রেখে, কত নিদ্রা যাও হে সুখে[১২]
এখন দেখি ঘুম জাগান হল ভার॥

পাঠান্তর : ১১ ঘুমেতে কাতরা হয়ে। ১২ কত নিদ্রা যাও রে সুখে।

পরজ • কাওয়ালি

ঘোমটা খোল, বদন তোল, কথা কও মাথা খাও।
কেন যাও সরে, কাছে এস সরে;
(যেন) ফুলকোমুখী অবাক এ কি,
পাশে গেলে পাশ কাটাও।

• খেম্‌টা

চটেছ প্রাণ আমার
আধ পয়সার তিজল হাঁড়ি।
নুন দিলে না, তেল দিলে না,
দিচ্ছে ফোড়ন তাড়াতাড়ি॥
উনুনে চাপালে পরে, চটে যাও প্রাণ শীঘ্র করে,
কে যে কিনেছিল তোরে,
যাই আমি বলিহারি॥

•

চরণতলে দিনু হে শ্যাম পরান রতন।
দিব না তোমারে নাথ মিছা যৌবন॥
এ রতন সমতুল, ইহা তুমি দিবে মূল,
দিবানিশি মোরে নাথ দিবে দরশন॥

পিলু • দ্রুত একতাল

চল লো বেলা গেল লো, দেখব রাধা শ্যামের বামে।
দুকথা শুনিয়ে দিব, কপট নিঠুর বাঁকা শ্যামে॥
বলব কি পড়ে মনে, ননী চুরি বৃন্দাবনে,
কালো কি হয় না ভালো, এমন গুণ কৃষ্ণ নামে।
যুগলে দিব মালা, ভুলব সই প্রাণের জ্বালা,
মোহন ছাঁদে রূপের ফাঁদে[১৩], কাঁদবে পড়ে রতি কামে॥

পাঠান্তর : ১৩ মোহন ছাঁদে জ্বালার ফাঁদে।

মিশ্র খাম্বাজ • খেম্‌টা

চলে যাই আপন মনে চাই না কারো পানে।
গোপনে প্রাণের কথা কই প্রাণে প্রাণে॥
আপনি থাকি আপন গরবে, নইলে কুজনে কুকথা কবে,
কোমল প্রাণে অত কি সবে;
নাই তো তেমন মনের মতন, যে জন নারীর মন জানে॥

টোড়ি ভৈরবী • তাল ফেরতা

চাঁদ চকোরে, অধরে অধরে,
পিয়ে সুধা প্রাণ ভরে।
প্রেম সোহাগে, প্রেম অনুরাগে,
আদরে মনচোরে॥
আবেশে বিভোরা, আপন হারা,
প্রেমিক-প্রাণ প্রেমে মাতোয়ারা,
যাও দেখে নাও ছবি এঁকে নাও,
রেখো এমনি করে, সোহাগ ভরে,
মনচোরে বেঁধে প্রেমডোরে॥

পিলু • খেম্‌টা

চাইব না লো[১৪] কুসুম পানে চাইব না লো আর।
চাইলে পরে শুকিয়ে যাবে ফুটবে না লো[১৫] আর॥
এ ফুল যখন ফুটবে ধনী, শোভা হবে কমলিনী,
ও তার মন মজান হৃদয়খানি, সুখের পারাবার॥

বেহাগ • ভরতঙ্গা[১৬]

চাও চাও, মুখ ঢেকো না, শরম সবে না[১৭]।
চোখে নাও মুখের ছবি, ভাঙলে যুগল ভাব রবে না॥
যে ভাব যার উঠছে মনে, দেখ সে ভাব চাঁদবদনে,
চোখে চোখে চাও না দুজনে,
না হলে আঁখির মিলন, মরম-কথা কেউ পাবে না॥

পাঠান্তর : ১৪ চাইব না কো। ১৫ ফুটবে না সে। ১৬ যোগিয়া • মধ্যমান। ১৭ শরম পাবে না।

• একতাল

চারু রূপ রাশি, মধুমাখা হাসি,
ভালোবাসি প্রেয়সী।
বাসনা লো মনে, নিরখি নয়নে,
সদত বিরলে বসি॥
কি মধুর হাসি, হাস লো ললনা,
মন প্রাণ হর করিয়ে ছলনা,
শিখিলে কোথায় বলনা ছলনা,
শুনিতে যে অভিলাষী॥

•

ছড়ায় এত ভালোবাসা কোথায় পায়,
বুঝি ছেঁড়া ফুলের ভালোবাসা, কথায় কথায় ছড়িয়ে যায়।
ভালোবাসার সোহাগ জানে না, বুঝি প্রাণ দে নয় কেনা,
ছড়িয়ে দিলে ভালোবাসা কুড়িয়ে পাবে না;
যার প্রাণ দে কেনা ভালোবাসা, ছড়িয়ে দিতে সে কি চায়॥

কাফি ঝিঁঝিট • একতাল

ছাড় মান, ধর না পায়, নইলে নাগর মান যাবে না।
না হলে মানিনী তো বদন তুলে আর চাবে না॥
সেধ না করি মানা, তুমি নারীর মান জান না,
সহজে মান গেলে হে! মান ফিরে তো আর পাবে না॥

মিশ্র ঝিঁঝিট • খেম্‌টা

ছি, ছি, এ ভুল না তো কি সই!
আপনি বিকিয়ে কেন পরের হয়ে রই॥
না বুঝে সঙ্গে চলে, ভুল বলো আর কারে বলে,
চায় কি না চায় সমঝে দেখে— মন চলে সই কই॥
এ ভুলের মোহন ছাঁদে, ভুলতে এ ভুল প্রাণ যে কাঁদে,
আদর করে ভুল-বাজারে ভুলের ব্যাসাত বই॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ • খেম্‌টা

ছি ছি কি পোড়া কপাল, কথা শুনে মরি লাজে।
কেমনে প্রবৃত্তি হল, বল দেখি রে এমন কাজে॥
ভাগ্নে বৌ মন্দোদরী, কি করে তার করে ধরি,
প্রিয় সম্ভাষণা করি, রাখবি রে হৃদয়ের মাঝে।
তাই বুঝি মনের সুখে, হাসি ধরে না মুখে,
এমনি লাথি মার্‌ব বুকে, ভাঙবো রে তোর বুকের কলিজে।

• কাশ্মীরি খেম্‌টা

ছি, ছি, ছি, ছাড় বাঁকা মদনমোহন।
অসময়, রসময়, রঙ্গ কি কারণ॥
ঘরেতে গুরুজনা, দেয় কত গঞ্জনা,
বারণ করি কালোসোনা, ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা বসন॥

পাহাড়ি পিলু • খেম্‌টা

ছি ছি ছি ভালোবেসে, আপন বশে কি রয়েছে।
সাধে বাদ আপনি সেধে, কেঁদে কেঁদে দিন গিয়েছে[১৮]॥
যে যে প্রাণ ধারে বেচে, কে কবে দান পেয়েছে,
দিন গিয়েছে, প্রাণ রয়েছে, সাধের খেলা কাল হয়েছে॥

•

ছি ছি নিঠুর কপট তুমি প্রাণসখা।
কি দোষ করেছে দাসী দেও না দেখা॥
মেরে গেছ আড়নয়ন, জান না কি জাদুধন,
তখনই মজেছে রে প্রাণ, হৃদয়ে মুরতি আঁকা॥

• ঢিমা ত্রিতাল

ছুঁয়োনা কালা, কালো হইবে আমার অঙ্গ।
কালো হইবে আমার অঙ্গ।

পাঠান্তর : ১৮ কেঁদে কেঁদে দিন বয়েছে।

আমরা গোপেরি বালা, জানি না বিরহ জ্বালা,
করি নাকো পুরুষের সঙ্গ॥
পথ ছাড় গৃহে যাই, গগনে আর বেলা নাই,
ছি ছি হরি একি কর রঙ্গ॥

সিন্ধু ভৈরবী • মধ্যমান

ছেড়ে দে ছেড়ে দে আমার পাখি (আমার সাধের পাখি)।
বল কে তোরা রাখলি ধরে, অবলারে দিস্‌নে ফাঁকি॥
বাঁধা ছিল প্রেম শিকলে, কে তারে নিলে গো ছলে,
কোথা গেল দে গো বলে, হৃদপিঞ্জরে ধরে রাখি।
দেখা পেলে একবার, কভু কি ছাড়িব আর,
চোখে চোখে রাখবো তারে, আর কি মুদি আঁখি॥

বিলাবল • আড়াঠেকা

জনম আমার শুধু সহিতে যাতনা।
জীবন ফুরায়ে এল, আঁখি জল ফুরাল না॥
এমনি অদৃষ্ট ঘোর, জনমেও সখি মোর,
পুরিল না জীবনের একটি কামনা।
এখন সুখের কথা, উপহাসি দেয় ব্যথা,
এই এ মিনতি সখি, ও কথা বোলো না॥

পাহাড়ি • আড়াঠেকা

জনমের মতো হেরি শ্রীমুখ তোমার হে।
কিঞ্চিৎ শীতল করি জীবন আমার হে॥
বিরহে দহিব বলে, অনুরাগভরে গলে,
ত্যাগতে না পারিতাম মণিময় হার হে।
নদী রম্য নিকেতন, ভূধর সাগর বন,
এখন রহিল কিন্তু, মাঝাতে দোঁহার হে।
যদি জন্ম জন্মান্তরে, প্রিয়তম পতিত রে,
কামনা করহ তবে, আমারে না আর হে॥

•

জয় যদু নন্দন,　　জগৎ জীবন,
জগন্নাথ তার জি।
হরি নামের মালা,　　সিকে আছে তোলা,
নাম না জপে ফেলে দি॥
বড় বড় মণ্ডা,　　দশ বিশ গণ্ডা,
খেতে পারেন বাবাজি।
বড় বড় গোল্লা,　　খই তোল্লা তোল্লা,
গব্ গব্ করে গালে দি॥
চিড়ে মুড়কি পেলে,　　দি জল ঢেলে,
দশ সের খেয়ে পাত চাটি।
খাঁটি ব্রান্ডি পেলে,　　দি গলায় ঢেলে,
(আবার) হুইস্কি পেলে পরে ছাড়ি কি॥
হাঁসের ডিমের চাটে,　　মন বড় পটে,
মুরগির ডিমে ক্ষতি কি।
ভাজা চিংড়ি মাছে,　　মন সদা নাচে,
কাটলেট কোপ্তা মেরে দি॥
বড় বড় কাঁকড়া,　　পাতে বসে ঠোকরা,
(তোমার) ঠুকরে খাব মাথার ঘি।
বড় বড় খাসি, খেতে ভালোবাসি,
মোটে নাই তাতে অরুচি॥

• আড়খেম্‌টা

(জাদু) কাঁদায়ে আমারে যেওনা।
তুমি গেলে প্রাণ রবে না॥
ভালোবাস না বাস সুখে থেক,
এস না এস মনে রেখ (জাদু),
পার যদি ভুলে থেক,
আমি তো ভুলতে পারব না[১৯]।

পাঠান্তর : ১৯ আমি তো ভুলতে পারি না।

হৃদয়ে রেখেছি মুরতি লিখি,
বাসনা হইলে চেয়ে দেখি
(শুধু) চোখে দেখে প্রাণে হই সুখী,
ভালোবাসবে বলে বাসি না।

খাম্বাজ • কাওয়ালি

জাদু লুকিয়ে লুকিয়ে পোড়া পিরিত
রাখব কত আর।
আবার পিরিত হলে প্রকাশ হতে
বলো বাকি থাকে কার॥

• কাশ্মীরি খেম্‌টা

জানি জানি বিনোদিনী, তোমার ভালোবাসা কেমন।
তোমার যেমন রীতি ব্যাভার, আর কারও দেখি নাই এমন॥
প্রথমেতে আদর করে, শেষে ভাসাও পাথারে,
বলো দেখি প্রাণ আমারে, এই কি ভালোবাসার ধরন,
ভালোবাসার প্রতিফল, তুমি আমায় দিলে ভালো,
ভালোবাসা শিখে গেল, তোমার কাছে হরিচরণ॥

খাম্বাজ • মধ্যমান

জানি নে কেন যে ভালোবাসি।
যতনে যাতনা বাড়ে কেন মন অভিলাষী
দেখি বা না দেখি ভালো[২০], ভালো বেসে থাকি ভালো,
কি হল বিফল আশা, বাসনা-সাগরে ভাসি[২১]॥

বারোয়াঁ • আদ্ধা

জীবন ফুরায়ে এল কোথা প্রাণধন।
প্রাণ লয়ে পলাইল, না এল এখন॥

পাঠান্তর : ২০ বাস কি না বাস ভালো। ২১ হইল আশা বিফল, নিরাশাসাগরে ভাসি।

প্রাণদান পাইব বলে, প্রাণ দিলাম হাতে তুলে,
প্রাণ লয়ে কুতুহলে, গেল সে এখন;
প্রাণ হারা দিশা হারা, অধিনী এখন॥

• একতাল

জেনেছি প্রাণ, তাহারি মন,
সে আমায় ভালো বাসে না বাসে না।
কেন তারি তরে, সদা আঁখি ঝুরে,
নয়ন কেন বুঝেও বুঝে না॥
যতন করিলে, রতন মেলে,
মনেতে ছিল ধারণা—
জেনেছি জেনেছি প্রণয়ের রীতি,
যতনে রতন মিলে না মিলে না॥

•

জ্বলে জ্বলে মলাম সখা তোমার বিচ্ছেদানলে।
বুঝি দেহ হবে ভস্ম, সে অনলে জ্বলে জ্বলে॥
দারুণ এ হুতাশন, হৃদে জ্বলে নিশিদিন,
নাশিবে এ মন প্রাণ বিষম বিচ্ছেদানলে॥
বিচ্ছেদ-অনল-শিখা, হৃদয়েতে জ্বলে সখা,
প্রাণসখা দিয়ে দেখা ঢাল জল এ অনলে।
কালী কহে এ মন্ত্রণা, দরশন-বারি বিনা,
এ জীবন বাঁচিবে না রীতি এই কালে কালে॥

•

টান পড়েছে আর কি থাকে প্রাণ।
বিকিয়ে গেছি যার পায় তার প্রাণ দিয়েছে টান॥
বিনিসুতোর বাঁধন বড় দায়, বাঁধন খুললে খোলা যায়,
সহজে আর বাঁধা না যায়;
বাঁধন খুলবও না বাঁধবও না রাখব টানে টান॥

● কাশ্মীরি খেম্‌টা

টুকটুকে তোর পা দুখানি, আলতা পরাই আয়।
চটক দেখে অবাক হয়ে, থাকবি সুখে তায়॥
আগে করবি যতন পায়ে, শেষেতে সোনা গায়ে,
পা-দুখানি ধরলে পরে, মুখের পানে চায়।
সোনেলা আঙুলগুলি, অ ফুট চাঁপা কলি,
তুলি করে আলতা দিলে বাহার খুলে যায়,
ঘুরে ফিরে মনচোরা লুটিয়ে পড়ে পায়॥

● কাওয়ালি

তাঁর প্রেমানলে, সদা অঙ্গ জ্বলে,
একি হল জ্বালা, বুঝি মরি প্রাণে।
পর কি জানে, পরেরি বেদনা,
আমি জানি আমার মন জানে॥

বেহাগ ●

(তারে) এনে দাও রে।
যারে না দেখিলে, পলকে প্রলয়,
ভাসি নয়ন-নীরে॥
একে একে দিন যায়, তবু সে না আসে হায়,
কে বুঝি ধরেছে তায়, বধিতে আমারে।
করেছি অপরাধ, কে হেন সাধিল বাদ,
পাতিয়ে মন্ত্রের ফাঁদ, কাঁদালে আমায়;
জীবন আকুল হল, নয়নে ঝরিছে জল,
হতেছে মন চঞ্চল, কব বা কাহারে॥

● ঢিমা ত্রিতাল

তারে ভোলা হল একি দায়।
যে জন হৃদয়ে থেকে, হৃদয় মাতায়॥
আপনার প্রাণ হাতে কোরে,
সঁপেছি তার করে করে,

কেমন কোরে চাই এখন ফিরে,
কি কোরে বা থাকব ছেড়ে,
ভালোবাসে সে আমায়॥

হাম্বির • আড়াঠেকা

তাহারে কি ভুলিতে পারি।
যাহারে আমি সঁপিলাম মন॥
দেখিতে যার বদন, অতি কাতর নয়ন,
শুনিতে বচন-সুধা শ্রবণ তেমন।
দেখিলাম কত মতো, নাহি দেখি তার মতো,
সে জন এমন॥
যদি তার বিরহেতে, সতত হয় জ্বলিতে,
জ্বলিতে জ্বলিতে হবে নির্বাণ কখন।

• ঢিমা ত্রিতাল

তুমি আমার সোহাগ পাখি, আমি তোমার পিঞ্জরা।
আমায় ছেড়ে যাবে কোথা, ওহে কালো ভ্রমরা॥
যে অবধি গেছ তুমি হয়ে আছি কাতরা।
হৃদয়খানি খুলে দেখ, হয়ে গেছে ঝাঁঝরা॥

• পোস্ত

তুমি কুল মজাবার নাটের গুরু ও চিকন কালা।
সদত আঁখির ছলে মজাও অবলা॥
জানি বঁধু তোমায় জানি, সদত ভুলাও রমণী,
দেখিলে গোপ-কামিনী কর হে ছলা।
ছি ছি ছি একি হরি, পথেতে দেখিলে নারী,
সদত বাজাও বাঁশরি, যাও কদমতলা॥

• খেম্‌টা

তুমি তার কোথায় লাগরে জাদুমণি।
ঘুঘু দেখেছ চাঁদ, ফাঁদ তো দেখনি॥

ডুবে ডুবে জল খাও,   তার প্রতিফল পাও,
তরঙ্গেতে কুট দিলে হয় দুখানি।
মনেতে করেছে আশা,   বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা,
আস্‌কে খেয়েছ জাদু, ফোঁড় তো গোননি॥

ভীমপলশ্রী • ঢিমা ত্রিতাল

তুমি যে বাস হে ভালো, বলে হবে না জানাতে।
জেনেছি ভাবেতে ভাব, পারো কি আর লুকাতে॥
সকলি বুঝিতে পারি,   বুঝিয়ে বুঝিতে নারি,
চোরেতে করয়ে চুরি, সাধু কি পারে মানাতে।
এবে যে বাড়াবে মান,   সে আশা করিনে প্রাণ.
কে দিলে মন্ত্রণা হেন, নালা কেটে জল আনিতে॥

সুরট • কাওয়ালি

তোমার বিরহ সয়ে, দেহে প্রাণ নাহি রবে।
আমি মাত্র এই চাই,   মরি তাতে ক্ষতি নাই,
তুমি সুখে থাক প্রাণ, এ দেহ সকলি সবে॥

মিশ্র মল্লার • কাওয়ালি

তোমার মতন গুণের রতন, পাব কি আর ও সুন্দরী।
ইচ্ছা করে তোমায় লয়ে, হই গো আমি দেশান্তরী॥
চল হে কাশী গুরুধাম, তথায় পুরবে মনস্কাম,
আবার মাতিব দুজনে হয়ে ভ্রমর ভ্রমরী॥

• আড়াঠেকা

তোমার যেমন মন, বিধিমতে জানা গেল।
অধরে পীযূষময়, অন্তরেতে হলাহল॥
নহে তব সদন্তর, সদা ভাব সতন্তর,
পিরিতি রস তন্তর, শিখায়ে কি ফল হল॥

মিশ্র দেশ • ঝাঁপতাল

তোমারি করুণা ভাবিয়ে নাথ
এসেছি তোমার দ্বারে হে।
তোমাতে সঁপিয়ে জীবন যৌবন,
সংসার সাগরে ভাসি হে॥
মূর্খে ধন দাও, নরকে ডুবাও,
এ কোন তব বিচার হে।
তারা অপরাধী, সদা সুরাপায়ী,
এই কি ধনের গরিমা হে॥
সাধুজনে চাহে না ধন,
তারা বিষয় রসে মজে না হে।
ধনের মর্যাদা বুঝে না যাহারা,
তারে ধন কেন দাও হে॥

দেশ মল্লার • আড়াঠেকা

তোমারি বিরহ সয়ে বাঁচি যদি দেখা হবে।
হেন মনে জ্ঞান হয়, যেন প্রাণ নাহি রবে॥
কারণ প্রলয় জ্ঞান, পলকে নিশ্চিত প্রাণ,
অবশ্য অন্তর হলে প্রলয় ঘটিবে তবে।
মরি তাহে ক্ষতি নাই, আমি মাত্র এই চাই,
তুমি সুখে থাক, মম শব-দেহে সব সবে॥

ভূপ কল্যাণ • দ্রুত ত্রিতাল

তোমারে ভালো জানি হে নাগর।
কহিলে বিরস হবে সরস অন্তর॥
যেমন আপন রীতি, পরে দেখ সেই নীতি,
ধরম করম প্রতি কিছু নাহি ডর।
আগে ভালো বলো যারে, পিছে মন্দ বলো তারে,
এ কথা কহিব কাহে, কে বুঝিবে পর॥
আদর কাজের বেলা, তার পরে অবহেলা,
জান কত খেলা দেলা, গুণের সাগর।

কথা কহ কত মতো, ভুলায়ে রাখিবে কত,
তোমার চরিত্র যত, ভারত গোচর॥

মুলতান • আড়খেম্‌টা

তোর পিরিতে সব খোয়ালাম বাকি কেবল টুকনি নিতে।
পাতা লতা কুড়িয়ে মলাম, পারলাম না আগুন পোয়াতে॥
তোর পিরিতে এমনি মজা, ঘর থাকতে বাবুই ভেজা,
যেমন মজা, তেমনি সাজা, দিলি রে তুই বিধিমতে॥

জংলা • খেম্‌টা

তোর সঙ্গে প্রেম করে, ধনে প্রাণে হলেম সারা।
বর্ষাকালেতে যেমন, ভাঙা ঘরে বসত করা॥
প্রেম করে এই হল, কাঁদিয়ে জনম গেল,
অবশেষে এই ঘটিল, যেন কাঁচা বাঁশে ঘুণে ধরা॥

• কাওয়ালি

তোরে হেরে আমার মনোদুঃখ দূরে গেল।
আমায় বলো বলো প্রাণপ্রিয়ে মন কুশল॥
শুন ওগো প্রাণপ্রেয়সী, না হেরে ও মুখ শশী,
সদা আঁখি নীরে ভাসি, হয়ে পাগল॥

• কাওয়ালি

থাকিব বল, তোর মুখ চাহিয়ে কত দিন।
একে অবলা সরলা পতিহীন॥
একে দুরন্ত বসন্ত কৃতান্ত রূপ ধরে,
তাহে কোকিল ঝঙ্কারে, ভ্রমর গুঞ্জরে,
মন্দ মন্দ সমীরণ বহে থরে থরে,
এতে বাঁচে কি যুবতী পতিহীন॥

আড়ানা বাহার •

দরশন বিনে আমার[22] প্রাণ যে যায়।
কোথা গেলে পাব তারে বলে দে আমায়॥
শুন ওলো সজনি, আগেতে নাহি জানি,
ভালোবেসে অবশেষে, কাঁদালে আমায়॥

ঝিঁঝিট • খেম্‌টা

দিব না প্রাণ থাকিতে, তোমায় যেতে হৃদয় মণি।
লইয়ে তোমা ধনে হব কানন বাসিনী॥
আঁখির অঞ্জন করি, আঁখিতে রাখিব তুলি,
বিরলে একলা বসে হেরব ও চাঁদ বদনখানি॥

মুলতান • আড়াঠেকা

দিবানিশি যার লাগি, ঝরে আমার দুনয়ন।
শুনিয়ে পর-মন্ত্রণা, পাষাণে বেঁধেছে প্রাণ॥
আগে মন দিলে কি ভেবে, এখন বুঝি ফিরে লবে,
দত্তাপহারী লোকে কবে, বাড়িবে দ্বিগুণ মান॥

বেহাগ খাম্বাজ • একতাল

দেখ হে দেখ বদন, মেঘ হতে চাঁদ বেরিয়ে এল।
ছি ছি হে ভুলে গেলে, অধর সুধা উছলে গেল॥
তুমি তো প্রেম জান না, বলে দিলে তাও মান না,
কত আর সয় হে বলো, মান করে তো পড়েছিল॥

• মধ্যমান

দেখলে তারে আপনহারা হই।
গেলে পরে আর তো ফিরে আসবে না লো সই॥
প্রাণে সই পাষাণ বেঁধে এসেছি কাঁদায়ে কেঁদে,
বলবে কত সে মনের খেদে;
কি বলে বলো আসব চলে, জানে না সে আমা বই॥

পাঠান্তর : ২২ দরশন বিনে মম।

• একতাল

দেখ লো সখি নয়ন মেলি, বন শোভা বনফুলে।
পুঞ্জে পুঞ্জে গুঞ্জে অলি, মধুর লোভে দলে দলে॥
তুলিব কুসুম ভরি ডালা, মন-সাধে গাঁথব মালা,
উপহার দিব আজি সবে মিলে বঁধুর গলে॥

ভৈরবী • আড়াঠেকা

দেখা দিয়ে দেখা দাও না।
সাধি কাঁদি ফিরে চাও না॥
বিভোরে আঁখি ভরে, দেখিরে দেখি তোরে,
প্রাণ রাখি পদে নাও না॥

• আড়াঠেকা

দেখা দিয়ে দেখা দাও না।
এত যে সাধি, কাঁদি, তবু ফিরে চাও না॥
বিভোর এ আঁখি ভরে, হেরিতে বাসনা তোরে।
প্রাণ সঁপিলাম তোর তরে, তবু কথা কও না॥

• আড়খেম্‌টা

দেখা দিয়ে, মন ভুলায়ে, লুকালে কোথায়।
মরি মরি প্রাণে মরি, বাঁচাও লো আমায়॥
এস লো চারুহাসিনী, ওষ্ঠাগত হয় প্রাণী,
না হেরে শশী মুখখানি, হৃদি ফেটে যায়॥

• পোস্ত

দেখা হল, হল ভালো, ভালোই হল প্রাণনাথ।
পাষাণ বলে ভুলে ছিলে, আমি ভুলতে পারিনি তো॥
কেমনে আমারে ফেলে, তুমি নাথ গিয়েছিলে,
গেলে গেলে বলে গেলে, দাসী ধরে রাখত নাথ॥
কাটা ঘায়ে লবণ দিলে, যেমন ধারা উঠে জ্বলে,
তেমনি ধারা হৃদ-কমলে, এ দাসীর জ্বলে সদত॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ • ঢিমা ত্রিতাল[২৩]

দেখা হলে তারি সনে, আমার কথা বোলো বোলো।
যে যাহারে ভালোবাসে, তারে কি কাঁদানো ভালো॥
আমি মরি যার তরে, সে ভালোবাসে না মোরে,
তথাপিও আমি তারে, এখনও যে বাসি ভালো॥
যার লাগি সর্বত্যাগী, সে মরে কি মম লাগি,
বোলো তারে তারি তরে, ত্বরায় ঘেরিবে কাল।
বোলো তারে আমার কথা, শুনে যেন পায় না ব্যথা,
আমি মরি কারাগারে, সে আমার থাকুক ভালো॥

রামকেলি • কাওয়ালি

দেখিতে দেখিতে কোথায় লুকাল।
বিনোদ বিদায় দিয়ে নিবিল নয়ন আলো॥
আসে বা না আসে ফিরে, আশে ভাসে আঁখি নীরে,
ভুলিব না বলে গেল, বলে গেল তবু ভালো ॥

খাম্বাজ • মধ্যমান

দেখো ভুলো না এ দাসীরে।
এই অনুরাগ যেন থাকে চিরদিনের তরে॥
কুলশীল লাজ ভয়, পরিহরি সমুদয়,
সঁপেছি জনমেরি মতো, প্রাণ মন তব করে।
তোমা বিনা অন্য আর, কি ধন আছে আমার,
প্রাণে মরি ও বদন, তিলেক্ না হেরিলে পরে॥

কুকুভ • কাওয়ালি

দেখো, সখা, ভুল করে ভালোবেসো না।
আমি ভালোবাসি ব'লে কাছে এসো না।
তুমি যাহে সুখী হও তাই করো সখা,
আমি সুখী হব ব'লে যেন হেসো না।

পাঠান্তর : ২৩ ঝিঁঝিট খাম্বাজ • খেম্‌টা।

আপন বিরহ লয়ে   আছি আমি ভালো—
কী হবে চির আঁধারে নিমেষের আলো!
আশা ছেড়ে ভেসে যাই,   যা হবার হবে তাই-
আমার অদৃষ্টস্রোতে   তুমি ভেসো না॥

● আড়খেম্‌টা

ধর লো রাজনন্দিনী বকুল কুসুম মালা।
এখনি এনেছি আমি, বাসি নয়কো টাটকা তোলা
মতিয়া বেল ঠাস গাঁথনি, সৌরভে হয় আকুল প্রাণী,
এ মালা যে পরবে ধনী,
ঘুচিবে বিরহ জ্বালা॥

পিলু বারোয়াঁ ● খেম্‌টা

ধর হে গুণমণি প্রেমহার।
প্রমোদ-ভরে গলে পর॥
প্রণয় বন্ধনে,   প্রেমিকা রতনে,
রেখো যতনে প্রেমাধার,
নবীন যৌবনে,   নব নলিনে,
দিনু তোমায় উপহার।

শঙ্করা ● আড়াঠেকা

ধরিয়ে রাখিব বঁধু কভু না ছাড়িব,
মণিময় হার করি গলেতে পরিব।
নিয়ত বাসনা মনে, হৃদয়-নিকুঞ্জ বনে,
বসাইয়ে তোমা ধনে, আঁখি ভরি হেরিব॥

●

ধেনু লয়ে ওই কে বা চলে যায়,
ওর পিছে পিছে কেন প্রাণ ধায়,
কেন পড়ে মনে শ্যাম শশীধনে,
তারি তরে প্রাণ ব্যাকুল সদাই।

অমৃত মাখান বাঁশরি তান,
ধীরে ভেসে ওঠে শ্রীরাধা গান,
কোথা বনমালী! কেন চতুরালি?
দেখা দে দেখা দে প্রাণ কানাই॥

মিশ্র সুরট • একতাল

ধেয়ানে দেখিনু মোহন মুরতি তিরপিত নহে আঁখি।
নীল-সরোজে, মৃণাল-ভুজে, হৃদি পরে বাঁধি রাখি॥
মিলায়ে আদরে, অধরে অধরে, ভাসিব বিলাস-সাধ-সাগরে,
রাখিব ধরে জোরে, দিব না তারে কারে,
অনিমিখ আঁখি, বিরলে নিরখি, অঞ্চলে রাখি ঢাকি॥

খাম্বাজ • কাওয়ালি

নব নলিনী নয়ন নীর নিবার লো।
বপু বিনোদ বিপিনে বিচর লো॥
বনফুল হার, দাও উপহার,
মনোমোহন মদনে আবার লো॥

পিলু বারোয়াঁ • আড়খেম্‌টা

না জানি কি হল সই।
কি অনলে হৃদি জ্বলে, জ্বালা বল কেমনে সই।
অবশ হল মন প্রাণ,
নিজ ত্যজি ভাবে আন বল সন্ধান,
দুরু দুরু কাঁপে হিয়া, উহু মরি কেমনে সই॥
কিবা ব্যাধি হেন, কারে হেরে এ নয়ন,
হৃদে পশে সে যখন তখন হেরি না আর সে জন বই॥

• খেম্‌টা

না জানি রূপসী কত ছলনা জান।
সাপের মুখে খেয়ে চুম, ব্যাঙকে ধরে কোলে টান।

তোরে সাধব কিরে প্রাণ,
ও তোর ভারি দেখি মান,
ও যে মান করা নয়, মানুষ মারা বিষ মাখান বাণ॥

কালেংড়া • আড়াঠেকা

না দিলে আপনারি মন, পরের মন কি পাওয়া যায়।
মনে মনে মিলন হলে, দেখ কত সুখোদয়॥
মহতের এই রীত, জগতে আছে বিদিত,
পাইলে পরেরি ধন, সঞ্চিত ধন বিলায়॥

ঝিঁঝিট • ত্রিতাল

না বুঝিয়ে ভালোবেসে, ভালো তো হল না।
এমন জানিলে পরে ভালোবাসিতাম না॥
মজিলাম ভালোবেসে, ভালো হইবার আশে,
বিধি বাম ভালের দোষে, পাই কত যাতনা॥

• যৎ

না বুঝে না শুনে কেন[২৪], দিয়েছি তোমারে মন।
(ওহে) তাই বুঝি কর হে নাথ, দিবানিশি অপমান॥
শিখিয়াছ অরসিকতা[২৫], না জান হে রসিকতা,
(ওহে) অরসিকে প্রাণ সঁপে[২৬] হতে হল জ্বালাতন॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ • মধ্যমান

না হলে রসিকে বয়োধিকে প্রেম জানে না।
যেমন ভুজঙ্গশিশু মন্ত্রে ঔষধি মানে না॥
নবীনেরি অহঙ্কার, প্রবীণেরি প্রেমাধার,
এ রস রসিক বিনে, অরসিকে সম্ভবে না॥

পাঠান্তর : ২৪ না জেনে না শুনে কেন। ২৫ শিখিয়াছ শঠতা। ২৬ (ওহে) অরসিকে প্রাণ দিয়ে।

লুম জিলা • একতাল

নাচ বনমালী, দিব করতালি, শুনিব নূপুর বাজিবে পায়।
হরি বলে ধ্রুব নেচে চলে, হরি বলে ধ্রুব প্রাণ জুড়ায়॥
নাচ হরি হেরি নয়ন ভরি, পরান ভরি ডাকি হরি হরি,
ধ্রুব ভালোবাসে পীতবাসে, প্রাণ দেখিতে ধায়॥
বাঁকা শিখীপাখা, দুটি নয়ন বাঁকা, কিবা অলকা তিলকারেখা,
পায়ে পায়ে বাঁকা শ্যাম দাঁড়ায়, ধ্রুব ও দুটি চায়॥

• আড়খেম্‌টা

নাথ তোমারি ভালোবাসা প্রাণ, জানা গেল বোঝা গেল।
আমি জেনেছি বুঝেছি প্রাণ, তুমি হে যত সরল॥
কাল আসি বলে গেলে, আর নাহি দেখা দিলে,
অবলারে মজাইলে, কেন করো ছল বলো॥
এলোথেলো কেশে, পাগলিনির বেশে,
এই রমণীর মন ভুলিল॥

•

নানী চল্ যাই খানা খাইতে।
(ঐ দ্যাখ) হাঁদুরা হাজাইয়া,
নুচি নইছে ক্যালার পাতে॥
গোল গোল পেচি পেচি, তারে কয় জুলাফি,
(আবার) মুরগির ডিমার মতো, নানী ডুবাইছে রঁহেতে॥
কেউ কয় আর দিওনা, কেউ বা কয় দেহ দুহানা,
(আবার) কেউ দেহি মাতা নারে, (তবু) দেচ্ছে তারি পাতে॥

• কাশ্মীরি খেম্‌টা

নারীর মন চুরি কি মন্ত্র, আমার কান্ত জানে সই।
কান্ত জানে, কান্ত জানে, কান্ত জানে সই॥
(প্রাণকান্ত জানে সই)
রসিকেরি শিরোমণি, আমার যে গুণমণি,
হেলালে আঁখি দুখানি, মর্মে মরে রই॥

ঝিঝিট • মধ্যমান

নাহি অন্য বাসনা।
আমি তব প্রেমাধীন, জান এই কামনা॥
মনে কিছু নাহি আশা, চাহিলাম ভালোবাসা,
কেবল মাত্র এই আশা, মনে রেখো ভুলো না।
আশা নীরে অকারণ, ভাসিতেছি নিশি দিন,
করো হে আশা পূরণ, কোরো না প্রতারণা॥

• আড়খেম্‌টা

নিঠুর কেন হে বঁধু প্রিয়জনে।
কুঞ্জে কুঞ্জে কেঁদে বেড়াই তোমা বিহনে॥
ধরা পড়েছ এবার, কোথা পাইবে আর,
ছাড়ব না তোমায় আমি, বিনা প্রেম আলাপনে॥

সিন্ধু • কাওয়ালি

নিমেষের তরে শরমে বাধিল, মরমের কথা হল না।
জনমের তরে তাহারি লাগিয়ে রহিল মরমবেদনা॥
চোখে চোখে সদা রাখিবারে সাধ— পলক পড়িল, ঘটিল বিষাদ[২]
মেলিতে নয়ন মিলালো স্বপন এমনি প্রেমের ছলনা॥

• একতাল

নিশার স্বপন অসার বালা,
মানসে বিকাশ মনের খেলা।
বিধবা ললনা, ভূষণ শোভনা,
প্রেম খেলা খেলে ঘুমের বেলা॥
যাহার বিলাসে, তোষলো প্রাণে সে,
আসিছে ঘুচাতে, প্রাণের জ্বালা॥

পাঠান্তর : ২৭ পলক পড়িল, ঘটিল প্রমাদ।

ভৈরবী • কাওয়ালি

নিশি পোহাইয়ে প্রাণ প্রভাতে আইলে।
আমার আশার সুখ, কারে বিলাইলে?
যেরূপে যামিনী গত, সে দুঃখ কহিব কত,
জানিলাম প্রাণনাথ, কি হবে কহিলে।
কামিনী সহিত তুমি, রতিপতি সহি আমি,
ইহা বুঝি অনুমানি, মনে না করিলে॥

কালেংড়া • দাদরা

নিশি হল ভোর, ডাকছে ভোঁদড়, প্রাণনাথ কেন এল না।
পড়ে রইল এত সাধের ঘেটুফুলের বিছানা॥
ফর্সা হল পূর্বদিক, গেলা যায় না পানের পিক্,
ছাই তারাতে দিচ্ছে চিড়িক, হিড়িকে প্রাণ বাঁচে না॥

খাম্বাজ • কাওয়ালি

পরদেশী সেইঞা, দিনুয়া বহুত গয়ে বিত।
হামারা যৌবনোয়াঁ নাহি মানে রে॥
আপনি না আওয়ে, লিখন পাঠায়ে,
মরত স্বপন দেখিলাম রে।
যবসে গয়ো মোরি, সুধহুঁ নলিনী
কহাঁ গয়ো মোরে বিত।

•

পরদেশীয়া পিয়া মেরা আচ্ছা জাঁহাবাজ।
ক্যা তোফা সুরতী সাফ, ক্যায়সা তোফা সাজ॥
বাত মিঠা, সাথ সাথ রহে, সাচ মোসাহেব কা ঢং
কুত্তেকা তর নাচনা ফিরনা কুত্তেকা তর রং;
(মেরা দিল) মিল জাগা যব ভাগ জানা তব, জরুরি পহেলা কাজ।

•

পাগল করেছ তুমি, আঁখিতে প্রাণ আমারে।
সমান নিদর দুটি বাঁধিতে প্রাণ আমারে॥
লোকে বলে করেছ গুণ, বলো দেখি সে কি গুণ,
পলক লাগেনি যার, মজাতে প্রাণ আমারে।
ভুধনুতে কাম গুণ, শরে ভরা কেন তূণ,
মন-মৃগ লক্ষ্য বুঝি, বধিতে আমারে।
সর্বস্ব নিয়েছ লুটে, (কিছু) বলিতে পারিনি ফুটে,
মুখখানি করেছ বিভোর, নেশাতে প্রাণ আমারে॥

• কাশ্মীরি খেম্‌টা

পাষাণ পুরুষের জীবন, ওলো সই
হলাম জ্বালাতন॥
প্রেম যে কি ধন, বলো জানে কোন জন,
করে কত ছলা, মজায়ে অবলা,
দেয় জ্বালা সদা সর্বক্ষণ,
বিষাদ সাগরে ফেলে, অনায়াসে করে গমন
না করে যতন॥

ভৈরবী • যৎ[২৮]

পিরিতি কি রীতি প্রাণ রে যে করেছে সেই জানে।
অরসিকে রসবোধ করিবে কি গুণে॥
পরম সুখের নিধি, পিরিতি সৃজিল বিধি,
এ রস বিরস জনে, বুঝিবে কেমনে॥

কীর্তন • লোফা

পিরিতি নগরে, বসতি সজনি,
পিরিতে গঠিত অঙ্গ।
দিবানিশি সই, হৃদে প্রবাহিত,
পিরিতেরই তরঙ্গ॥

পাঠান্তর : ২৮ ভৈরবী • কাওয়ালি।

পিরিতি নয়নে, পিরিতি বদনে,
পিরিতি প্রাণে মনে,
মজিব ভজিব, জ্বলিব সজনি,
পিরিতি সুখ দহনে।
শ্যামের পিরিতি, নাহি জান রীতি,
বিমোহিত অনঙ্গ।
ওলো রসবতি, শ্যামের পিরিতি,
অনঙ্গ মান-ভঙ্গ॥

সিন্ধু • আড়াঠেকা

পিরিতি পরম রতন।
বিরহি পারে কি কভু হেরিতে সে ধন॥
কমলে কণ্টক থাকে তবু ভালোবাসে তাকে,
কে ত্যজে বিচ্ছেদ দেখে প্রেম অকিঞ্চন।
মিলন বিচ্ছেদ পরে, দ্বিগুণ সুখের তরে,
যথা অমা নিশান্তরে শরীর শোভন॥

বেহাগ • কাওয়ালি

পিরিতি বিষম জ্বালা, পিরিতি বিষম জ্বালা।
যে মজেছে সেই জানে যত এর লীলা খেলা॥
যে মজে যাহারই ভাবে, অবশ্য সে তারে পাবে,
স্বর্গ নরক দুই ভবে, চিনে লও এই বেলা॥
যে ডুবেছে প্রেমসাগরে, সে সকল বুঝিতে পারে,
বিচ্ছেদ আর মিলনেতে কত সুখ কত জ্বালা॥
প্রেম কি গাছের ফল, পাড়িবে করিয়া বল,
দেহ প্রাণ করিলে নাশ, মিলে সে চিকন কালা॥
কালীপ্রসন্ন এই বলে, স্বর্গ মর্ত ভূমণ্ডলে,
চলিতেছে কালে কালে সকলই তাঁর লীলাখেলা॥

ভৈরবী • পোস্ত

পিরিতি সবাই করে, কেউ হাসে কেউ কেঁদে মরে।
কারো ভাগ্যে দুশো মজা, কেউ বা দাঁড়ায় রাস্তার ধারে॥
কেউ বা দিচ্ছে তবলায় চাঁটি, কেউ বা কেঁদে ভিজায় মাটি,
কারো মাথায় পড়ছে লাঠি, কেউ বা যাচ্ছেন কারাগারে।
কেউ বা দিচ্ছে গোঁফে চাড়া, কেউ বা দিচ্ছে কড়া নাড়া,
কেউ বা হিমে দাঁড়িয়ে খাড়া, কেউ বা যাচ্ছে দেশান্তরে।
পিরিত করে অনেক বাবু, রীতিমতো হয়ে কাবু,
খাচ্ছেন এখন হাবুডুবু, জ্যান্তে বাবু আছেন মরে॥

পিলু • দ্রুত ত্রিতাল

পিরিতে সখি এই সে হইল।
লাজ ভয় কুল শীল সকলি মজিল॥
না করিলে গুণাগুণ, বোধ নহে কদাচন,
করিয়ে মরি এখন, দেখ তার ফল॥
পিরিতি রতন যদি, যতনে মিলাল বিধি,
পাইয়ে এমন নিধি দুঃখ নাহি গেল॥

সিন্ধু • আড়াঠেকা

পিরিতের গুণাগুণ, যদি জান সই, কারেও বোলো না।
ত্যজিতে না পারি যাহা, তাহার কি শোচনা॥
ক্ষণেক সুধা সাগর, ক্ষণে হলাহল শর,
যত দুখ তত সুখ, মনে কেন বুঝ না॥
দেখি পিরিতি রতন, পাইয়াছে যেই জন,
ত্যজিতে সংশয় প্রাণ, ফণী মণি দেখ না॥
চক্রবাক চক্রবাকী, দিবসে দোঁহেতে সুখী,
নিশিতে বিচ্ছেদ দুঃখে তথাপিও ত্যজে না॥

•

পিয়ালা না সাফ হোনে দেও, ভরো হুঁ সাকি ফিন।
হাতিকোপর হাওদা মেরে, ঘোড়েকোপর জিন॥

চলনে হোগা দিল দেনে, দিল লেনে পিয়া সাথ।
বোলনে হোগা মিঠা বোলি, দিল লেনা দেনা বাত;
জানিকো দিল দরিয়া মেরা, উৎরানা সঙ্গিন॥

• আড়খেম্‌টা

পুরুষের কঠিন হৃদয়, ভালোরূপে আমি জানি।
সদত আঁখির ছলে, ভুলায় কুল কামিনী॥
প্রথমেতে এসে ঘরে, আকাশের চাঁদ দেয় ধরে,
শেষে ভাসায় পাথারে, ফাঁকি দিয়ে যায় সজনি॥

খাম্বাজ • আড়াঠেকা

পূজিব পিরিতি প্রেম, প্রতিমা করে নির্মাণ।
অলঙ্কার দিব তাহে, যত আছে অপমান॥
যৌবন সাজায়ে ডালি, কলঙ্ক পুরি অঞ্জলি,
বিচ্ছেদ তায় দিব বলি, দক্ষিণা করিব এ প্রাণ॥

• যৎ

পূর্ণচন্দ্র হাতে দিয়ে আমায় ভুলাও না।
তোমারি ভালোবাসা প্রাণ, গিয়েছে হে সব জানা॥
জানি তোমায় গুণমণি, সদত ভুলাও রমণী,
(ওরে) আর কেন রে জাদুমণি, করো আমায় ছলনা॥
মন রাখা সদা কথা কও, দম দিয়ে প্রাণ ভুলাতে চাও,
(ওরে) জানি তোমায় যাও বঁধু যাও, আর দিওনা যাতনা॥

•

পোড়া মনের ভাব বোঝা দায়, কখন কেমন চলন তার।
ছল পেতে কল টিপে বুনে, হাসিমুখে দেয় সে যার॥
আশে ভাসে সাধে কাঁদে, চোখ ঠারে সে হৃদয়চাঁদে,
জড়িয়ে দেবে এমন ফাঁদে, ছাড়ান পাওয়া হবে ভার।
চুপি সাড়ে জাদু করে, মাতিয়ে দেবে ভাবের ঘোরে,
সিঁদ মেরে সে আঁটা ঘরে, তুলবে শেষে হাহাকার॥

ঝিঁঝিট • আড়খেম্‌টা

পোড়ার মুখে নাড়ার আগুন তোর।
একেবারে ভুলেছিস কি মুড়ো খ্যাংরার কত জোর॥
মেরে তোরে মেরে লাথি, ভেঙে দেব বুকের ছাতি,
জ্বালায়ে মদনের বাতি, সুখে করব নিশি ভোর॥
সাধে কি তোর উপর খটা, কিছু নাই তোর রূপের ছটা,
দেখে তোর ঐ দীর্ঘ ফোঁটা, তাতে কি মন ভোলে মোর॥

• যৎ

পোহাল রজনী সখি, শ্যামচাঁদ এল না।
বিফল সকল আশা, প্রাণ কেন গেল না॥
ধূসর হইল নিশি, কোথা সেই কালো শশী,
প্রভাত আসিছে হাসি, কাঁদাতে ব্রজ ললনা।
শুকাল কমল হার, বিনে সেই প্রাণাধার,
কার গলে দিব আর, ভাসাব গিয়ে যমুনা॥

সুরট মল্লার • আড়াঠেকা

প্রণয়ে যে এত জ্বালা, কেমনে জানিব বলো!
তা হইলে নিজ হাতে গিলি আমি হলাহল!
আগে জানিতাম যদি, বিষে ভরা তার হৃদি,
তা হলে কি নিরবধি, ঝরে মম আঁখি জল!
এখন কেমনে তারে, পারি বলো ভুলিবারে,
সদা হেন পড়ে মনে, একি সখি দায় হল!

• আড়াঠেকা

প্রণয়ের কি সুখ হত যদি না জানিত পরে।
আর ভালোবাসি যারে, সে যদি রাখে অন্তরে॥
যারে ভালোবাসে মন, চাহে এ হৃদি নয়ন,
ভুলে না ভাবে সে জন, ভাসাইতে আঁখিনীরে॥
যদি বা সে বাসে ভালো, কেন লোকলাজ বলো,
জ্বালাইতে অবিরল, দহন করে অন্তরে॥

বিভাস • আড়াঠেকা

প্রভাত হইল নিশি কানন ঘুরে,
বিরহ বিধুর হিয়া[২৯] মরিল ঝুরে।
ম্লানশশী অস্তে গেল, ম্লান হাসি মিলাইল—
কাঁদিয়া উঠিল প্রাণ কাতর সুরে।
চল্ সখী, চল্ তবে ঘরেতে ফিরে—
যাক ভেসে ম্লান আঁখি নয়ন-নীরে॥
যাক ফেটে শূন্য প্রাণ, হোক্ আশা অবসান—
হৃদয় যাহারে ডাকে থাক্ সে দূরে॥

• খেম্‌টা

প্রাণ ঐ খানে দাঁড়াও, গাছের ডাল ভেঙে বাতাস করি।
কোথা হতে এলে বঁধু, কোথা তোমার ঘর বাড়ি॥
ভানু তাপে মুখখানি, ঘেমেছে হে গুণমণি,
রাহুতে গ্রাসে যেমনি, পূর্ণ শশী আ মরি॥
হেরিয়ে বাঁকা নয়ন, হল মন উচাটন,
বল হে মনোমোহন, কিসে ধৈরজ ধরি॥

•

প্রাণ কী চায় রে কে জানে।
পোড়া মন টেঁকে না এখানে॥
হায় রে যদি চকোর হতেম,
উধাও হয়ে উড়ে যেতেম,
সাধ মিটায়ে সুধা খেতেম,
চেয়ে রতেম চাঁদের পানে॥

ঝিঁঝিট • মধ্যমান

প্রাণ তোমারে ভালোবেসে প্রাণে বাঁচি না।
দরশন দিয়া নাথ ঘুচাও মম যাতনা॥

পাঠান্তর : ২৯ বিরহ মধুর হিয়া।

তোমা বিনা প্রাণেশ্বর, ত্রিজগৎ অন্ধকার,
নাশ মম হৃদয়-তিমির, করে প্রিয়ে করুণা॥
রূপেরই গরিমা তব তিনলোকে করে স্তব,
না পাই দেখা কেন তব, বলো নাথ বলো না॥
কালী কালী বলে কালী, প্রসন্ন না হইল কালী,
দরশন হবে কালী, যাবে দুঃখ যাতনা॥

পিলু • খেম্‌টা

প্রাণ তোমারে মানা করি, অন্তর্টিপ্‌নি ঝেড়না।
হৃদ্‌-মাচাতে দোলে কদু, মই বেয়েগে পাড় না॥
আড় নয়নে জুলুম ভারি, হেনো না প্রাণে কাটারি
বিষম তোমার ছাদন দড়ি, একশো বারই নেড়ো না॥

• যৎ

প্রাণ তোরই তরে রে, ভাসি আঁখিনীরে।
দিও না আর যাতনা, ধরি দুটি করে॥
আমার মনে দুঃখ দিয়ে, সুখে আছ অন্য নিয়ে,
সদা মরি তাই ভাবিয়ে, গুমরে গুমরে॥

সিন্ধু • মধ্যমান

প্রাণ নিতে প্রাণ হারালাম।
লাভে মূলে নির্মূল, না মজায়ে মজিলাম॥
কেন তার তরে আঁখি, দর্শন উন্মুখী,
সতত তারে নিরখি;
স্মৃতি দরশনে তারে কেন তুষিলাম।
দেখিলাম যদি, তবে কেন ভয়ে মজিলাম॥

সিন্ধু ভৈরবী • মধ্যমান

প্রাণনাথ কব কত, ভালো তোমায় বাসি যত।
তব রূপে হরেছে মন, হৃদয়ে জাগে অবিরত॥

হেরে তব রূপের ছটা, হয়েছে জ্ঞান বেছেছে লেটা,
করছে আমায় নাটাপাটা, জ্ঞান হারা পাগলের মতো॥
তব রূপে আছে মন, আত্মপর নাহিকো জ্ঞান,
কতক্ষণে হয় মিলন, নিশিদিন চিন্তান্বিত॥
ভালোবেসে হল দশা, ঘুচিল না প্রেম-পিয়াসা,
বারি বারি বলে ডাকি, তৃষ্ণাযুক্ত চাতকী মতো॥
তৃষ্ণায় প্রাণ ওষ্ঠাগত, বুঝি এ হইবে হত,
দরশন বারি দানে, করো নাথ সঞ্জীবিত॥
কালী কহে করিলে যত্ন, কে পায় সে পরম রত্ন,
অদৃষ্টে যে আছে বন্ধন, ঘোচে না যত্ন কর যত॥

• আড়খেম্‌টা

প্রাণনাথ তোমা বিনে।
নাথ আর কারেও আমি জানিনে॥
তুমি তরু আমি লতা,
তোমা বিনে পাই হে ব্যথা,
তোমা ছাড়া প্রাণের কথা,
প্রাণ খুলে কারেও বলিনে॥

খাম্বাজ • আড়াঠেকা

প্রাণপণে যতন করে, পেয়েছি পরেরি মন।
পোড়া লোকে কেন এত ঘুচাতে করে যতন॥
প্রেমে পরাধিনী হয়ে, দিবানিশি মরি ভয়ে,
পাছে কুমন্ত্রণা দিয়ে পরে করে জ্বালাতন॥

• ঢিমা ত্রিতাল

প্রাণপ্রিয়ে কাহারে জানাব মনোবেদনা।
মন বলে ছাড় ছাড়, প্রাণ বলে ছাড়ব না।
প্রথম মিলনাবধি, হয়ে আছি অপরাধী।
(জাদু) এতদিনে ভালোবাসা একেবারে ভুলো না॥

• খেম্‌টা

প্রাণপ্রিয়ে বিধুমুখী, এস লো হৃদয়ে রাখি,
আজ কেন হেরি বদন ভারী।
হেরিয়ে তোমার মুখ, বিদরিয়ে যায় বুক,
কি দুঃখ বল লো সুন্দরী॥
প্রতি দিন নিকটে আসি, কথা কও হাসি হাসি,
তুষিতে প্রাণ কত যত্ন করি।
আজ কী বেদনা মনে, বল লো চন্দ্রাননে,
ব্যাকুল হৃদয় আমারি॥

মিশ্র লাউনি •

প্রাণপ্রিয়ে মধুর ভাষিণী।
বদন তোল ধনী, সকল দুঃখহারিণী॥
করিছে জরজর ফুলহার সে খাক বাঁধি কেমনে,
তোমা বিহনে, প্রেম দহনে, বিনোদিনী।
চল গৃহে বিয়োগা বিধুরা রাজবালা,
বিফল বিপিনে বাড়ে জ্বালা,
বিধি বিরোধী সুখ নাহি তোমার,
হয়েছে প্রেম সাধনা জ্ঞানে মানি।

• ঢিমা ত্রিতাল

প্রাণভরে বলো, আর ভালোবাসি কারে।
বাসিবার যাহা ছিল, সকলই বেসেছি তোমারে॥
বলি আমি তোমার সনে, নাহি হেরি অন্য জনে,
হেরিয়াছি তোমা ধনে, রেখেছি হৃদি-মাঝারে॥

• ঢিমা ত্রিতাল

প্রাণসখিরে, কেন মন কাঁদে আমারি।
সে ভালোবাসে না আমায়, করে ছল চাতুরি॥
ভালোবেসে এই হল, কুল মান সকলি গেল,
কিসে প্রাণ আর বাঁচে বলো, উপায় কি করি॥

• ঢিমা ত্রিতাল

প্রাণসখিরে, ঘুচিল মনোবেদনা।
উদিলে সে সুখ রবি, নাশিলে যাতনা॥
লইতে সে পুত বারি, চল লো সারি সারি,
সেবিব চরণ দুখানি, বিলম্ব আর সহে না॥

মালকোষ বাহাব • কাওয়ালি

প্রাণে প্রাণে ভালোবাসি তারে।
কোথা রবে, দেখা দেবে,
ভালোবাসে সে আমারে॥
কাঁদে প্রাণ তারি তরে, সে তো বুঝে অন্তরে,
জেনে শুনে কোমল প্রাণে,
বেদনা সে দিতে নারে॥

• ঢিমা ত্রিতাল

প্রাণের অধিক আমি, ভালোবেসে ছিলাম তারে।
সে এমন নিদারুণ, আগে জানি নি অন্তরে॥
তারি কথা মনে হলে, সদা ভাসি নয়নজলে,
সে আমায় ভাবে না ভুলে, আমি মরি তারি তরে॥

মুলতান • কাওয়ালি

প্রাণের অধিক সখি ভালোবাসি আমি যাঁরে।
সে কেন লো বাসে পর বল না সখি আমারে॥
জানি সখি জানি তারে, সে মধুকরগুণ ধরে,
ফুটন্ত ফুল পেলে পরে, আলিঙ্গন দেয় আদরে॥
কলিকা ধরে না মনে, গন্ধহীন তারে জেনে,
মাতে কি মন গন্ধ বিনে, শোন লো সখি বলি তোরে।
বিকশিত হলে কলি, আসিত সে চতুর অলি,
না খাটিত চতুরালি, রাখিত না পর করে॥
সকলই সময়ে হয়, সময় বিনা কিছু নয়,
মনোদুঃখ সহিতে হয়, সময়ের অপেক্ষা করে॥

কালী কহে এই কথা, সহিতে হয় মরমব্যথা,
সময় বিনা কে পায় কোথা, সে প্রাণকান্ত প্রাণেশ্বর॥

সাহানা • আড়খেম্‌টা

প্রাণের মতন পেলে পরে, প্রাণ কি আর মানে মানা।
না পেলে প্রাণ দেবে না, ভালোবাসা সে জানে না॥
চাইনে তোর ভালোবাসা, দেখব কেবল করি আশা,
পিয়াসা ভালোবাসা, ভালোবাসা যায় কি কেনা॥

জংলা • যৎ

প্রাণেরি গোপন কথা কহিব প্রাণ গোপনে।
এস এস প্রাণনাথ, এস মম ভবনে॥
ঘুরে অলি পায় পায়, তাই করি ভয় ভয়,
না জানি কি ঘটে দায়, বলিব না এখানে।
পোড়া লোকে প্রতিবাদী, শুন ওহে গুণনিধি,
তাই ভয়ে কাঁপে হৃদি, কি আছে কাহার মনে॥

বারোয়াঁ • ঠুংরি

প্রিয়ে কেন করো মান।
কি দোষে হয়েছি দোষী বলো শুনি প্রাণ॥
অমল মুখকমল, কি তাপে মলিন বলো।
নয়ন সলিলে কেন ভাসিছে বয়ান,
সুধাকর চন্দ্রাননে, হাসি নাই কি কারণে,
বসে আছ ধরাসনে দুঃখিনী সমান॥

যোগিয়া • মধ্যমান

প্রিয়ে ভুলিব কেমনে।
রাখিব সতত তোমায় নয়নে নয়নে॥
আমার হৃদয় পটে, লিখিব হে অকপটে,
মধুর মুরতি তব, আমি হে যতনে॥

• একতাল

প্রেম কখনো ধন চেনে না, জাত বাছে না, ব্যাভার না মানে।
মনে মনে মিললে যেমন, চুম্বুকেতে লোহা টানে॥
প্রেমের জন্যে কীচক মল, রাবণ নির্বংশ হল,
ইন্দ্র ভগেন্দ্র হল, মদন পড়ল কোপ নয়নে॥

• খেম্‌টা

প্রেম করা হরেক রকম, দেখি আমি এই শহরে।
কেউ হাসে কেউ কেঁদে মরে, ছার পিরিতের মায়ায় পোড়ে॥
কেউ বা ট্যাঁকে পয়সা করে, কেউ বা যায় রাস্তার ধারে,
কেউ বা পয়সা খরচ করে, শেষকালে আপশোশে মরে॥
কেউ বা দিচ্ছে তবলায় চাঁটি, কেউ বা কেঁদে ভিজায় মাটি,
কেউ বা করে লাঠালাঠি, কেউ বা যাচ্ছে কারাগারে॥
কেউ বা দেখি সন্ধে হলে, বেড়ায় কেবল রাঁড় মহলে,
গান বাদ্য শুনতে পেলে, অমনি জানলায় উঁকি মারে।
কেউ বা পথে দেখলে নারী, অমনি পিছু নেয় তাহারি,
কেউ বা করে ফুক্কুড়ি, গালাগালি খাবার তরে॥

কেদারা • কাওয়ালি

প্রেম করে হল এই ফল।
প্রাণ জ্বলে দুঃখানলে নয়ন সজল॥
লোকলাজ কুলভয় দূরে গেল সমুদয়,
চিন্তারে করে আশ্রয়, অন্তর বিকল॥

• যৎ

প্রেম-কারাগারে বন্দী[৩০], করেছ প্রাণ আমারে।
জেনেছি জেনেছি রে প্রাণ, ছাড়া নাহি মলে রে॥
মনে করি ছেড়ে দিব, ছাড়িতে না পারিব,
তোমার বদন-শশী, কারে দিয়ে যাব রে॥

পাঠান্তর : ৩০ প্রেম-কারাগারে কয়েদ।

মনে করি পালাইব, পালাতে না পারি রে[৩১],
দু-পাশে রেখেছ দুটি, নয়ন প্রহরী রে॥

●

প্রেম পরশমণি, পরশে আবেশিনী,
সুজলা সুফলা ধরণী।
প্রেম পরশ আশে, আকাশে শশী ভাসে,
সলিল কুমুদী নলিনী॥
প্রেম পরশ ভরা, জীবন সারা,
ফুটে তারা আপন হারা।
প্রেম পরশ ফলে, কল্লোল কল্লোলে,
সাগরগামিনী তটিনী॥
পাখি গায়, আঁখি ভেসে যায়,
ফুল্ল ফলে সোহাগে মলয় বায়,
মধু প্রেম পরশে আবেশে অলসে মানিনী॥

বেহাগ ● আড়াঠেকা

প্রেম পাব বলে লোকে ব্যভিচার সদা করে,
প্রতপ্ত মরুর মাঝে, পাওয়া যায় কি সরোবরে?
দূর থেকে বোধ হয় যেন সব পদ্মময়,
সংশয় হইবে প্রাণ, নিকটে যাইলে পরে।
ঢল ঢল হয়ে গেল, নয়নে লহরী খেলা,
অধরে হঠাৎ হাসি, গলে যায় মন—
অত কি গলিতে হয়, যা ভেবেছ তা তো নয়,
ভুলায়ে ভুজঙ্গ যে নাচিতেছে ফণা ধরে॥

সিন্ধু ● মধ্যমান

প্রেম পারাবারে তরী নাহি পাড়ে যায়।
এখানে পার হতে হলে জীবন পণ দিতে হয়॥

পাঠান্তর : ৩১ পালাইতে না পারিব।

স্বদেহ্ উৎসর্গ করি, আশার আশা পরিহরি,
সে জনে করে কাণ্ডারী, পার তরে রইতে হয়॥

বাউলের সুর • একতাল

প্রেমিক লোকের স্বভাব স্বতন্তর।
ও তার থাকে না ভাই আত্মপর॥
প্রেম এমনি রত্নধন, কিছু নাইকো তার মতন,
ইন্দ্রপদকে তুচ্ছ করে প্রেমিক হয় যে জন,
ও সে হাস্য মুখে সদাই থাকে, হৃদয় জুড়ে সুধাকর।
প্রেমিক চায় না কোনো জাতি, চায় না সুখ্যাতি,
ভাবে হৃদয় পূর্ণ, হয় না ক্ষুণ্ণ রট্‌লে অখ্যাতি,
ও তার হস্তগত স্বর্গের চাবি, থাকবে কেন অন্য ডর॥
প্রেমিকের চালটা বেয়াড়া, বেদ-বিধি ছাড়া,
আঁধার কোণে চাঁদ গেলে তার মুখে নাই সাড়া,
ও সে চৌদ্দ ভুবন ধ্বংস হলেও আস্‌মানেতে বানায় ঘর।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ • যৎ

প্রেমে সই মানা কি মানে।
যেখানে মন টানে তার সে তো তা জানে॥
রূপে সই মন মজে না
যে বলে, সে মন বোঝে না,
ভাসতে সদা রূপ সাগরে, মনের বাসনা;
খেলে প্রেম রূপ-লহরে, রূপের টানে প্রাণ টানে॥

ঝিঁঝিট • কাওয়ালি

প্রেমের কথা আর বোলো না আর তুলো না।
আর বোলো না আর তুলো না;
ক্ষম গো সখা! ছেড়েছি সব বাসনা।
ভালো থাক সুখে থাক হে—
আমারে দেখা দিও না, দেখা দিও না—
নিবানো অনল জ্বেলো না।

আর বোলো না, আর বোলো না, আর তুলো না,
ক্ষম গো সখা! ছেড়েছি সব বাসনা॥

প্রেমের ভিখারিণী ভিক্ষা মাগে প্রাণপতি পাশে।
প্রেমলতিকারবেশে, পায়ে জড়ায় সে এসে;
লতিয়ে পড়ে শুকিয়ে না যায় রাখতে হয় আশে।
জ্ঞাতি বন্ধু দেশ দূরে রেখে সব,
বিসর্জন দিয়ে বিষয় বৈভব,
জীবনের আশা, শুধু ভালোবাসা;
দুখের দুখিনী সুখের সুখিনী হতে চায় পতিবাসে
যত দিন প্রাণ থাকিবে কায়ায়,
থাকিবারে সাধ পতির ছায়ায়,
আয়ু শেষ হলে, পতি পদতলে,
পতি মুখপানে চাহিয়ে চাহিয়ে, প্রাণ দেবে অনায়াসে॥

লুম খাম্বাজ • খেম্‌টা

ফুল তুলি আয় লো সজনি, সাজাব মনের সাধে।
দেখব কেমন প্রেমিক অলি, কাঁদে কি না কাঁদে॥
কুসুমের মালা গাঁথা, একলা কেন পরবে লতা,
তুলব রতন কুসুম ভূষণ, ধরব রসিক চাঁদে।
ধরব মোহিনী ছবি, সাজব আজ বনদেবী,
রাখব খোঁপাতে বেঁধে, মদনেরি ফাঁদে॥

•

ফেলে— একেবারে চলে গেছে যে।
ফিরে আসিবার আশা না রেখে,
কেন চোখে দেখা পাই না তবু মনে জাগে সে,
ওরে— ভালোবাসা ভালোবাসে যে
ভালোবাসা-বাসি ভালো রয় ভেবে—

তারে চোখে দেখা পাই না তবু মনে জাগে সে,
ভালোবাসা— ভালোবাস কে বিরহী তুমি হে,
ভালোবেসে হেসে শেষে কেঁদে ফিরি আমি হে।
এস বঁধু এস এস, আধো আচরেতে বসো,
চিনেছি তোমারে, তুমি আমারে হারা—
আমি তোমারে হারা, আমি তোমারে হারা—
এস হারানিধি ধরাধরি করি তুমি আমি হে॥

•

বঁধু, তোমায় করব রাজা তরুতলে,
বনফুলের বিনোদমালা দেব গলে॥
সিংহাসনে বসাইতে হৃদয়খানি দেব পেতে,
অভিষেক করব তোমায় আঁখিজলে॥

•

বঁধুয়া না মিটল পিয়াস হামারি।
বারি বারি করি, জনম গোঁয়ানু না মিলিল বিন্দু দুচারি।
বারি দে বারি দে কহি, মিনতি করতুঁ হ্যায়,
কাঁহা বারি, কাঁহা বারি, পিয়াস নিবারি॥

মিশ্র পুরবী • একতাল

বনে বনে ফিরি, বনে বনে ঢুঁড়ি
কার ভাব যেন অভাব পাই।
কি যেন হল না কি যেন এল না,
বনে বনে তাই কেঁদে বেড়াই॥
নিরালায় ভাবি, আপন মনে,
প্রাণে প্রাণে কত কথা শুধাই।
চন্দ্র কিরণে, চন্দ্র বদনে,
কভু কভু যেন আভাস পাই॥

নিঝুম হইয়ে, যবে যাই চলে,
পদধ্বনি পিছে উঠে নানা তালে,
অমনি তখনি, পিছনে চাই,
কই কই! হায়— কেউ যে নাই॥

• একতাল[৩২]

বলো লো প্রেয়সী, আবার কারে প্রাণ সঁপেছ।
কোন নাগরে আমোদ করে, নব যৌবন দিয়েছ॥
আপনার ভেবে কারে, সঁপেছ প্রাণ করে কোরে,
বলো বলো প্রাণ আমারে, কার দমে পড়েছ॥

অহং কালেংড়া • পোস্ত

বলে ফুল দুলে দুলে, তুলে দে লো বঁধুর গলে।
সোহাগ আর করবি কবে, যাবে মধু বাসি বলে।
ফুটেছি আমোদ ভরে, তুলে নে যা আদর করে
তোল না আর পাবে না, বলে কুসুম হেসে ঢলে॥

• খেম্‌টা

বাঁকা সিতে ছড়ি হাতে বাবু এসেছে।
হেসে কাছে বসেছে॥
কামিজ আঁটা সোনার বোতাম,
চেনের কি বাহার,
রুমালে উড়ছে লেভেনডার,
গলায় বেলের কুঁড়ির হার,
গলা ধরে সোহাগ করে, নইলে কি মন রসেছে॥

• খেম্‌টা

বাঁটের মুখে খাঁটি দুধ, কে নিবি তা বল।
সের করা আধা আধি, খালি কলের জল॥

পাঠান্তর : ৩২ যৎ।

মাইরি বলছি ভাই, আমার ভাগলপুরের গাই,
গোইলে বাঁধা কইলে বাছুর, এক বিয়নের ফল।
টাকাতে ছ সের, দিচ্ছি এই ঢের,
খেঁড়ো গাইয়ের গাঢ় দুধ, গায়ে বাড়ে বল॥
দুধ চড়ালে কড়ায়, ননী আপনি গড়ায়,
এক বলকে চলকে উঠে, যেন যৌবন ঢলঢল॥

অহং বাহার • একতাল

বাজে গায় মলয় মারুত, বল যেন সই বয় লো ধীরে।
ফুলে আজ গন্ধ ভারি, সয় না সই মাথার কিরে॥
সাধে কি পড়ি ঢলে, চলা কি যায় মেঘে চলে,
কান গিয়েছে পাখির গানে, মন সরে না যাব ফিরে॥

ঝিঁঝিট • ত্রিতাল

বার বার কত আর সহিব যাতনা।
প্রাণাধিক ভাবি যারে সে করে ছলনা॥
লোক লাজে আভরণ, করি যাহার কারণ,
ক্ষণে না করে যতন, কেবলি লাঞ্ছনা॥

বেহাগ • তেওট

বারে বারে মন তারে চায়।
আমার এ হল একি দায়॥
যে নিধি হরয়ে বিধি, ফিরে কি পায় সে নিধি,
মন তা বুঝে না মরি করি কি উপায়॥

সিন্ধু খাম্বাজ • মধ্যমান

বিচ্ছেদ না থাকিলে, প্রেমে কি যতন হত।
দুখসম্ভাবনাহেতু, সুখের আদর এত॥
উভয়েরি বাদী উভয়ে, পরস্পরে ভয়ে ভয়ে,
কত সুখোদয়, সভয়ের সাধন যেমন, অভয়ে না হয় তত॥

সিন্ধু • আড়াঠেকা

বিচ্ছেদ যাতনা হতে মরণ যন্ত্রণা ভালো।
সে যে জ্বলন্ত যাতনা, এ যাতনা অল্পকাল॥
বিচ্ছেদের হুতাশন, করে প্রাণেরে দাহন,
মরণ যন্ত্রণা লঘু, মল তো ফুরায়ে গেল॥

• কাশ্মীরি খেম্‌টা

বিদেশী পরান পাখি, ফাঁকি দিয়ে পালালি রে।
ফাঁকি দিয়ে পালালি, কেন আঁখিনীরে ভাসালি রে।
আগে ভালোবেসে ছিলি, শেষে মন মজাইলি,
কাটিয়ে প্রণয় শিকলি,
কেমনেতে গেলি পাখি কেমনেতে গেলি রে॥

•

বিদেশী বঁধু বিদেশিনী চায়।
বিদেশে নিরাশে যেন জীবন না যায়॥
বিষাদিনী বিরহিণী, এলায়ে রেখেছে বেণী,
নয়ন সলিলে ধুয়ে ধরিয়ে ও পায়;
মুছাইয়ে কেশে শেষে ভালোবাসা চায়।
বিদেশিনী ভালোবাসা চায়॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ • মধ্যমান

বিদ্যা লো তোর এ নবযৌবন গেল অকারণ।
আর কবে হবে ধনী সুখ সংঘটন॥
রমণী দুঃখের তরী, পুরুষ তাহে কাণ্ডারী,
কাণ্ডারী বিহনে তরী, কে করে যতন।

• আড়াঠেকা

বিধি কি দিয়েছেন প্রেম, বিচ্ছেদে জ্বলিব বলে।
তিলেক নহি শীতল, অবিরত মরি জ্বলে॥

আমি যারে সদা ভাবি, সে না আমারি ভাবের ভাবি,
তবে কেন তারে ভাবি, সে যদি রহিল ভুলে॥

কাফি সিন্ধু ● যৎ

বিধুবদন! কেন মলিন এমন?
অঞ্চলে ঢেকেছ কেন চঞ্চল নয়ন?
কেন নিরজনে, বসি সুলোচনে,
কেন করিছ রোদন?
তড়িত জড়িত, যেন স্বর্ণলতা,
শোভিছ সখি এখন!
দেখ লো সজনি, আসিছে রজনী,
পরি রজত বসন!
নবীনা যুবতী, হাসে বসুমতী,
তুমি কাঁদ কি কারণ?

● খেম্‌টা

বিনা দোষে জবাব দিলি প্রাণ,
আমি কী অপরাধ করেছি।
কেবল তোমার জন্যে ভেবে ভেবে,
জাদু তোর বিষ নয়নে পড়েছি॥
আমারে প্রাণ দিয়ে ফাঁকি,
অন্য নিয়ে হবি সুখী,
বুঝেছি না বুঝতে বাকি,
আমি তলিয়ে বুঝে দেখেছি॥

খাম্বাজ ● মধ্যমান

বিমোহিত প্রাণ মন! সখিরে প্রাণ!
সখিরে! সদা দেখিরে, তার অনুপ আনন।
সতত বাসনা মনে, রাখি নয়নে নয়নে,
বিরহ শরসন্ধানে, করে রে তাড়ন॥

চাহি তারে ভুলিবারে, পোড়া প্রাণ নাহি পারে,
সেরূপ-নীরধি নীরে, মগন নয়ন ॥
ভাবি ভাবি ত্রিলোচন, সজনি লো এ লোচন,
দেখে সেই সুলোচন— মানস মোহন ॥

• একতাল

বিরহ যন্ত্রণা, প্রাণে সহে না।
ও প্রাণ জেনেও কি জান না ॥
কাল হেরে তোর মুখ শশী,
দুঃখ নীরে ভাসি, প্রেয়সী—
সদা প্রাণে ঐ ভাবনা ॥

ভৈরবী • আড়াঠেকা

বিরহানলে সই রে রহে যদি এ জীবন।
তবে তো সুখ মিলনে হব সুখী অনুক্ষণ ॥
আশ্বাসে বিশ্বাস করি, আছি দিবা বিভাবরী,
অতি ক্লেশে প্রাণ ধরি, কেবল করি রোদন ॥

•

বুঝি না তো তোর রীতি কেমন।
এমন করে হতাদরে লুটালি যৌবন ॥
ছি ছি লো একি আচরণ,
পায়ে ধরে প্রাণ দিতে চায়— করিস অযতন,
ডুবিয়ে জলে, দেনা ফেলে, অমন পোড়া মন।
বাঁধতে গিয়ে পড়্‌বি বাঁধা, আল্‌গা হবে তোর বাঁধন ॥

• কাশ্মীরি খেম্‌টা

বোলো বোলো আমার কথা, ঠাকুরঝির নিকটে বোলো।
যমুনায় জল আনতে গিয়ে, প্রেম জোয়ারে ভেসে গেল ॥
এ সুখ বসন্ত কালে, কেমনে আর রইল কুলে,
অভাগিনীর হৃদ-কমলে, যৌবনের স্রোত বহিছে যে লো ॥

খাম্বাজ • টিমা ত্রিতাল

ব্যথা পাবে সরল প্রাণে ব্যথা দিও না।
ছি ছি সই শেল মেরে শেল বুকে নিও না॥
কেন লো করে যতন, এক মরণে মরবে দুজন,
না জানি হায়, কেমন তোমার মন,
মজিয়েছ আপনি মজে, আপনি ভেসে তায় ভাসিও না॥

বেহাগ পরজ • খেম্‌টা

ভাঙা মন জোড়া দিতে কার আছে, আয় লো ছুটে।
বারো মাসের আড়া আড়ি এক নিমেষে যাবে পটে॥
এমনি মোর গাছগাছড়া, তেল-পড়া আর জড়িজাড়া,
সতিন হয়ে ভাতার ছাড়া, মরে বেটি মাথা কুটে॥
এ ওষুধ মোর যেইনা ছুঁবে, ছেড়কো বউরা আপনি শুবে,
বারফট্‌কা পুরুষ যারা, আঁচলধরা হয়ে ওঠে।

• আড়খেম্‌টা

ভাঙিল কে আমার প্রেম জলের কলসি।
কলসি কলসি, অকূল পাথারে ভাসি॥
একটি কলসি বারি ছিল, প্রেমভরে উদ্ধারিল,
যমুনার ঢেউ লেগে হয়ে গেল এ কাশী॥

•

ভালো যদি বাস হে সখা।
দূরে থাক সরে সরে দিও না দেখা॥
দূর হতে সে বড় ভালো,
অধরে বেঁধেছে হাসি ভুবন আলো,
চঞ্চল নয়নে তার অমিয় মাখা॥
রও হে রও হে দূরে, এ ভালো দেখি রে তারে,
কাছে পেলে চাঁদ সুধা নয়;
প্রেম কি প্রমোদ সখা সকল সময়,
নিকটে তরঙ্গ, দূরে রজতরেখা॥

সিন্ধু ভৈরবী • আড়াঠেকা

ভালোবাস ভালোবাসি, লোকে মন্দ বলে তাতে।
কাহারও নই প্রতিবাদী, তবু কেন মিছে তাতে॥
কি নৃপতি কি দীন, সবে দেখি প্রেমাধীন,
কেউ ছাড়া নয় কোনোদিন, ভেবে দেখ যাতে তাতে।

•

ভালোবাসতে ভালো ছুঁতে পায় কে তায়।
(ও তার) বরণ কালো দেখতে ভালো, আলোর ছটা গায়।
ও সে জগৎ জুড়ে বাজায় বাঁশি,
শুনে সবাই হয় উদাসী,
(ও তার) আদর ভরা বদনখানি, দেখেতে ধেয়ে যায়।
চোখের দেখা দেখে শেষে মরে প্রাণের দায়॥

•

ভালোবাসা কোন গাছের ফল, জানতে বড় সাধ।
মুখে দিলে অমনি জ্বলে, প্রাণের মাঝে ঘোর প্রমাদ॥
চোখের জলে হয়ে সারা, ধরা দেখে বিষে ভরা,
মুখের হাসি বাসি করে, পায়ে পড়ে কেবল কাঁদ।
এমন বোকা বানিয়ে দেবে, তবু ভালোবাসতে হবে,
উজান বেয়ে তোড় ছোটাবে, ভেঙে দেবে মনের বাঁধ॥

গৌড়সারং • ত্রিতাল

ভালোবাসা ভুলি কেমনে।
ভালো বলে ভালোবাসি অতি যতনে॥
বাসিতে শিখেছি ভালো, ভালোবাসা বাসি ভালো,
ভালোবেসে থাকি ভালো, বিভোল মনে॥

সিন্ধু • আড়াঠেকা

ভালোবাসায় ভালোবেসে, অবশেষে পাই লাঞ্ছনা।
ভাবনায় ভাবে না গো, কি করি উপায় বলো না॥

হৃদয় আসনে যারে, রেখেছি যতন করে,
সে তাহে চাহে না ফিরে, করে অযতন;
এ জীবনে আর পুনঃ, নাহি চাহি দরশন,
সুখে থাক প্রাণধন, নাহিকো অন্য কামনা॥

• কাওয়ালি

ভালোবাসার মানুষ কোথা পাই।
কে আর বাসিবে ভালো, কার কাছে যাই॥
আমি যারে ভালোবাসি, সে যে সদা উদাসী,
মিছে ভালোবাসাবাসি, (ও তোর) হাসির মুখে ছাই॥

গৌড়সারং • ত্রিতাল

ভালোবাসি তাই ভালোবাসিতে সে আসে।
আমি যে বেসেছি ভালো সে বাসা সে ভালোবাসে,
সে হাসিটি সে মুখের, সে চাহনি সোহাগের;
দেখিয়া চিনেছি চাঁদ এ হৃদি-আকাশে ভাসে,
হাসি হেরে কেঁদে মরি তবু মৃদু মৃদু হাসে॥

ইমন কল্যাণ • আড়খেম্‌টা

ভালোবাসি বলে কি প্রাণ, তাইতে এত দুঃখ দিলে।
অবলা সরলা পেয়ে মন মজালে॥
যে তোমার অনুগত, তারে ত্যজা অনুচিত,
এমন ছলনা বলো, কে তোমায় শিখায়েছিল॥

বেহাগ • আড়াঠেকা[৩৩]

ভালোবাসিবে বলে ভালোবাসিনে।
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে॥
বিধুমুখে মধুর হাসি, দেখতে বড় ভালোবাসি[৩৪],
তাই তোমারে দেখতে আসি, দেখা দিতে আসিনে॥

পাঠান্তর : ৩৩ বেহাগ • কাওয়ালি। ৩৪ দেখিতে হে ভালোবাসি।

কাফি • কাওয়ালি

ভালোবেসে যদি সুখ নাহি তবে কেন
তবে কেন মিছে ভালোবাসা।
মন দিয়ে মন পেতে চাহি। ওগো, কেন
ওগো, কেন মিছে এ দুরাশা॥
হৃদয়ে জ্বালায়ে বাসনার শিখা, নয়নে সাজায়ে মায়ামরীচিকা,
শুধু ঘুরে মরি মরুভূমে। ওগো, কেন
ওগো, কেন মিছে এ পিপাসা॥
আপনি যে আছে আপনার কাছে
নিখিল জগতে কী অভাব আছে।
আছে মন্দ সমীরণ, পুষ্পবিভূষণ,
কোকিলকূজিত কুঞ্জ।
বিশ্বচরাচর লুপ্ত হয়ে যায়— একি ঘোর প্রেম অন্ধরাহু-প্রায়
জীবন যৌবন গ্রাসে। তবে কেন
তবে কেন মিছে এ কুয়াশা[৩৫]॥

খাম্বাজ • মধ্যমান

ভুলি ভুলি ভোলা নাহি যায়, মন যারে চায়।
ভুলিতে সরে না মন ভাবিতে যে চায়॥
সে যদি ভুলিতে পারে, ভুলুক না কেন সে আমারে,
আমি তো তিলেক তরে ভুলিব না ত'য়॥

• কাওয়ালি

ভুলেছি তাহারে, ও তার ভালোবাসা ভুলিনে।
তাহারি সে রূপ আমি, পাসরিতে পারিনে॥
ভুলি ভুলি মনে করি, ভুলিতে নাহিকো পারি,
মনেরে বুঝাতে পারি, নয়নেরে পারিনে॥

পাঠান্তর : ৩৫ তবে কেন মিছে এ কু-আশা।

কালেংড়া • একতাল

ভোলা যায় কি কথার কথা, মন যার মনে গাঁথা।
শুকাইলে তরুবর, ছাড়ে কি জড়িত লতা॥
হলে পরে বারিহীন, থাকিতে পারে কি মীন,
ছেড়ে কভু নবঘন, থাকে কি বিদ্যুৎলতা॥

ঝিঝিট • কাহারবা

মধুর মধুর মিলন, হের রে যুগল নয়ন,
চাঁদে চাঁদে আজি কিবা শোভিতেছে তপোবন॥
চাঁদের লহরী ছোটে, চাঁদের কিরণ ফোটে,
চকোর সে সুধা লুটে সুখেতে মগন।
হাস রে গগন-চাঁদ, হেরি এ যুগল চাঁদ,
পুরিল মোদের সাধ হেরি রতনে রতন॥

• খেম্‌টা

মন কেড়ে নে দেখ গো পালায়।
(কালা) একলা পেয়ে মজায় অবলায়॥
আমি কি সই মজবার মতো, দেখ ঠাট জানে কত,
ছলে বলে কতই ছলে, প্রাণ নিয়ে পলায়॥

• যৎ

মন প্রাণ হরে লয়ে, আর আমারে কাঁদায়ো না।
হায় পিরিতের বলিহরি, কত ভাবে ভাবনা॥
মদন জ্বালায় জরজর, কত সয়ে থাকি আর,
জ্বলতেছে প্রাণ অনিবার আর আমায় জ্বালায়ো না॥

সিন্ধু খাম্বাজ • একতাল

মন বোঝে না মনের কথা, বুঝায়ে দেয় আঁখি।
হৃদয় খোলে, অমনি ভুলে,
শেকল পরে আপনি পাখি॥

হৃদি চাঁদ হৃদে ফেরে, রেখেছে মেঘে ঘেরে,
হেরলে শশী মন পিয়াসী,
হয় লো সুধায় মাখামাখি॥

ভৈরবী • ঢিমা ত্রিতাল

মন যারে ভালোবাসে কেন তারে নাহি পায়।
যার তরে নয়ন ঝরে, সে তো ফিরে নাহি চায়॥
কী চোখে দেখেছি তারে, সদা জাগে আঁখি পরে,
হৃদি-ভরা প্রেম-নদী সদা সে সাগরে ধায়॥

• ঢিমা ত্রিতাল

মন যে নিল, সে তো আর ফিরে দিল না।
যৌবন ফুরায়ে গেল, আর চাওয়া হল না॥
তাহারে দেখিলে সই, মুখপানে চেয়ে রই,
মনে করি বলি বলি, আর বলা হল না।
নিশিতে ঘুমায়ে থাকি, শয়নে স্বপনে দেখি,
মনে করি ধরি ধরি, আর ধরা হল না॥

•

মন যে নিলে সে তো, আর ফিরে দিলে না।
জীবন ফুরায়ে গেল, ফিরে যাওয়া হল না॥
কাহারে হেরিলে সই, মুখপানে চেয়ে রই,
মনে করি বলি বলি, আর বলা হল না।

খাম্বাজ • ঠুংরি

মনে মনে মন চুরি করিল যে জন,
কহ লো সজনি শুনি কহ তার বিবরণ।
কি জাতি কি নাম ধরে, কোথায় বসতি করে,
আমি তো চিনি না তারে, চিনে আমার দুনয়ন॥

গৌড় সারং • দাদরা

মনের গোপন কথা রাখি গোপনে।
একেলা সহি, একেলা দহি চির দহনে॥
সে তো কেহ নাহি জানে, কত ছলে কত ভানে,
আপনারে রাখি ঢাকি অতি যতনে।
বাসে ভরা কুঞ্জবন, কানে আসে গুঞ্জরন,
উলসিত মন্দ বায়ে অলসিত কায়॥
কোনো আশা মিটিল না, কেন সাধ পুরিল না,
জীবন বিফলে গেল মিছে স্বপনে॥

দরবারি টোড়ি • আড়াঠেকা

মনের বাসনা সই সে কি জানে না।
জানিয়ে দেখ না মোরে, সঁপিয়াছে দুঃখনীরে,
সহিতে বিরহ যাতনা॥
মিলনে অসাধ কার, তাতে তো আনন্দ অপার,
তথাপি সে তো বুঝে না।
হলে নয়ন অন্তর, অন্তরে সে নিরন্তর,
কি জানি কেমন মন্ত্রণা॥

লুম ঝিঁঝিট • ঢিমা ত্রিতাল

মনের মতো মানুষ যদি পাই।
তার ছায়ায় বসে প্রাণ জুড়াই॥
মুখে মুখে বুকে বুকে, থাকি সদা মন সুখে,
পিরিত করে উভয়েতে, তার বিধিমতে মন জোগাই।
সে এলে দুজনায় মিলে, ওরে থাকব আমি সকল ভুলে,
মত্ত হয়ে ভূমণ্ডলে, প্রেমের পথে চলে যাই॥

মিশ্র দেশ • পোস্ত

মনের মতন রতন যদি পাই।
বুকের নিধি বুকে নিয়ে উধাও হয়ে যাই॥

আমার বলে ডাকে সে আমায়,
আবেশে মুখের পানে চায়,
হয়ে তার প্রেম-ভিখারি, বিকিয়ে থাকি পায়;
আমার ফুটল কলি হৃদ-মাঝারে,
আদরে বসাব কারে,
মন নিয়ে যে মন দিতে চায়,
মনের মতন কেউ তো নাই॥

•

মনের মরম যে জানে, তারে সব দিতে চাই।
মনের মরম যে জানে, যাই মরে নিয়ে তার বালাই।
কোন দেশ হতে আনি কোন ফুল, কোন তারে গাঁথি হার,
যেখানে যা কিছু আছে গো মধুর, ধরে দিই করে তার,
চাঁদ মুখের মধুর হাসে, কাছে বসে শুধু প্রাণ জুড়াই,
মনের মরম যে জানে, চেয়ে তার পানে, ধ্যানে দিন কাটাই॥

সিন্ধু ভৈরবী • আড়াঠেকা

মনের মানস যদি, সফল নাহিকো হয়।
কি ফল এ প্রাণে তবে, রয় কিম্বা নাহি রয়॥
যত সাধ ছিল মনে, সব রহিল গোপনে,
গোপনে তাপ জীবনে, জীবন শীতল নয়।
বিষম যদ্যপি কই, কই জলে স্নিগ্ধ হই,
হই দগ্ধ প্রাণাগুণে, আগুনে নীর শোষয়॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ • মধ্যমান

মরম-বেদনা মন কারও কাছে বোলো না।
শুনে পাছে হাসে লোকে দ্বিগুণ হবে যাতনা॥
মনোদুঃখ মনে সহিবে, লোকমাঝে না কহিবে,
শুনে দুঃখভাগী না হবে, আরও দিবে গঞ্জনা॥
দুঃখের দুঃখী যেই হয়, শুনাইলে দুঃখ তায়,
সে করে তার উপায়, ঘোচে তাতে বেদনা॥

কালী কহে জানি জানি, মরম-বেদনা জানি,
কান্ত বিনা কামিনীর, হয় দুঃখ যাতনা॥

সিন্ধু • মধ্যমান

মরমে মরম যাতনা, ভালোবাসার অযতনে।
একা যে এ কাজে মজে, বাজের অধিক বাজে প্রাণে॥
যে জন পিরিতে নাচায়, সে যদি ফিরিয়ে না চায়,
মন প্রাণ সদা যারে চায়, সে যদি না বাঁচে প্রাণে॥

• কাওয়ালি

মরাল গঞ্জিনী, নিবিড় নিতম্বিনী,
রঙ্গিনী সঙ্গিনী সাগর পারে।
হিয়া বাজে দুরু দুরু, বিকাশে বালুকা
বালা মেদিনী নিহারে॥
থির চঞ্চল চরণ চলে,
উড়ু উড়ু করে বেণী, পড়িছে ঢলে,
বেণী কই সে চলে, বেণী সদত ঢলে,
সভামাঝে হেন নারী, বাঁধিল কারে॥

• কাশ্মীরি খেম্‌টা

মরি কী ফুলের হাওয়া, লাগিল গায়।
সৌরভে প্রাণ আকুল করে, মলয় বাতাস বয়॥
মল্লিকা মধু মালতী, গেঁদা গোলাপ টগর সেউতি,
বিকশিত কুমুদিনী হেরে প্রাণ জুড়ায়॥

খাম্বাজ জিলা • খেম্‌টা

মরি কী সাধের উপবন।
ফুটেছে মানিক হীরে চুরি করে মন॥
সৌরভে গরব ভরে, কনক লতায় থরে থরে,
কেন না হেরি অলি, প্রেমিক সে কেমন॥

• পোস্ত

মাইরি প্রিয়ে আকুল হয়ে, আমি বকুলতলায় দাঁড়িয়ে আছি।
প্রাণ যদি করো লো দান, তাহলে প্রাণ, প্রাণে বাঁচি॥
আমারে দিয়ে আশা, অন্যের পুরাও মন আশা,
হবে আমার ভালোবাসা, আমি মনে সার ভেবেছি॥

• পোস্ত

মাইরি প্রিয়ে, তোর লাগিয়ে, ব্যাকুল হয়ে, বেড়াই ঘুরে।
পলকে প্রলয় হয় প্রাণ, তিলেক না তোমারে হেরে॥
যে দুঃখেতে রয়েছি রে, মনের কথা বলব কারে,
আমি ভালোবাসি তোরে, তুমি প্রাণ বাস না তারে।
সদত মন তোমার প্রতি, শুন ওলো ও যুবতী,
সদয় হও প্রাণ আমার প্রতি, ধরি তব দুটি করে॥

• কাওয়ালি

মাথা খাও, কোরো না কোরো না পিরিতি।
প্রথম পিরিতে বাছা, পাবি রে তুই হদ্দ মজা,
গাঁজা গুলি কড়াই ভাজা, মদেরই বোতল,
বেহালা তবলা, আর সেতারির বোল,
বলবে গাও গান, মারো তান, রসিক যুবতী॥
দ্বিতীয়ে গুরু গঞ্জনা, তৃতীয়েতে কি লাঞ্ছনা,
চতুর্থেতে বাও বাগী, দেবে দরশন,
পঞ্চমেতে করবে জাদু, মারকুলি ভক্ষণ,
ষষ্ঠেতে হবে তোমার রাতের উৎপত্তি॥

খাম্বাজ • মধ্যমান

মান করেছিলাম তার পরে কেবল মানেরি তরে।
আদরে সাধিবে ভেবে, ছল করে ছিলাম দূরে॥
পিরিতেরি যত রীত, সকলি সে বিদিত,
প্রকাশিত জানি ব্যবহারে, তারে।

তবু আমার কপাল দোষে, গোপনে তোষে না এসে,
এখন আমি সাধি কিসে, তাই ভেবে মরি গুমরে॥

ভৈরবী • খেম্‌টা

মান কোরো না কমলিনী, করি তোমার পিরিতের আশা।
গুবরে পোকার কমল তুমি, আমায় কল্লে বাদুড়চোষা॥
চাকরি করি ছপণ কড়ি, তুমি চাও প্রাণ ঢাকাই শাড়ি,
তোমার জন্যে করে চুরি, জেলখানা কি করব বাসা॥

• কাওয়ালি

মানস-সঙ্গিনী, বাসনা বিকাশিনী,
ভাবিনী রঙ্গিনী অধর ধরে।
প্রাণ মন নয়ন, সুধা প্রেম বরিষণ,
সরলা সুহাগ হাসি, সোহাগ ভরে॥
আশা চঞ্চল জলধি কূলে,
প্রাণে প্রাণ গাঁথা, প্রেম যাব না ভুলে,
ভালোবাসিতে হবে, ভালোবাসা না রবে,
সুধামুখী সুধাপ্রেম নয়ন ঝরে॥

• কাশ্মীরি খেম্‌টা

মানুষ তো আর কিছু নয়, জলের তিলক বালির বুকে।
এই আছে এই নাই রে যেমন, শুকিয়ে যায় এক পলকে॥
মানুষ তো ছায়ার মায়া, মানুষ প্রাণ মানুষ কায়া,
ছায়ায় মায়ায় মেশামিশি, মায়া পোরা ছায়ার ফাঁকে॥

পূরবী • খেম্‌টা

মানে মানে কি যাবে রজনী।
বদন তোল কথা কও ও বিনোদিনী।
তুমি যদি করো মান, কার কাছে জুড়াব প্রাণ,
নিশি হল অবসান, গা তোল ধনী॥

• ঢিমা ত্রিতাল

মানে মানে প্রাণে প্রাণে, যদি রে প্রাণ বেঁচে থাকি।
দেখব কত দেখলাম কত, আর কত আছে বাকি॥
যে জ্বালা দিয়েছ মোরে, রেখেছি সব জমা করে,
জমা খরচ মিলন করে, শেষে বুঝে লব বাকি॥

•

মামু কি হং দ্যাহাইলা।
একটা নেংড়া মর্দানা মাগীর, গলায় মুণ্ডুর মালা॥
এক মর্দো হুঁইয়া রইছে, তার উপরে খাড়া হইছে
(মাগীর) চুলগুলা সব আইলা গেছে, বড় জবড় কালা॥
এলা চাউল ধোলাই হরি, হাজাইছে হারি হারি
(আবার) তার উপারি দেছে মামু, হন্দেস আর কেলা॥

•

মালঞ্চে ফুল আপনি ফোটে বাস বিলাতে চায়—
ঊষার কোলে হেলে দুলে শিশির মাখে গায়॥
ফুলে ফুলে করি খেলা, ফুলে ফুলে গাঁথি মালা,
ফুলকুমারী ফুটলে আঁখি হাসলে হাসি পায়।
তাড়িয়ে অলি চুমিয়ে কলি শিহরি মলয় বায়॥

ভৈরবী • আড়খেম্‌টা

মিছে ভালোবাসা মনের আশা, মনে রয়ে গেল।
যাহার কারণ আকুল প্রাণ, সে তো বাসে না ভালো॥
প্রাণ সঁপিয়ে প্রেম লাভ হইবে মনে ছিল,
যতন সকল বিফল তার যাতনা সার হল।
বিচ্ছেদরূপ অনল জ্বলিছে, প্রবল তাপে দেহ দহিছে,
অবলা প্রাণে মল॥

রামকেলি • দাদরা

মিল আঁখি চিড়িয়া মিঠি বোলে।
(মিল আঁখি মিল আঁখি মিল আঁখি)
সুবা হুয়া, বহুত মিঠি হাওয়া,
ফুল চুম্‌কে পড়ি ঝুম্‌কে ধীরি চলে॥
পুরব লাল, উঠে সোনেকা থাল,
হর রংসী গুল, দেল ভরপুর মশগুল,
মাসুক পাশ পৌছা হ্যায় আসক বুলবুল,
পিয়া মিলা গোলাব হাসকে দোলে॥

•

মিলবে দিদি তুহার ভালোবাসা।
হেসে হেসে আসবে নাগর খাসা॥
পাহাড়ে ছুঁড়ি তোর পাহাড়ে ঢং,
নেইকো শরম খালি করবি রং,
জল দিনু তোরে আশা পুরে,
তুই মিটা পিয়াসা।
ফুলটি ফোটা যেন গোটা,
ধরতে গেলে ফোটে কাঁটা,
তুলতে ভালো ফুরিয়ে গেল,
চোখ দুটি তোর ভাসা ভাসা।
নেবু দেখতে পাবে যে নেবে,
সেও যে বিষে মেশা
হাতটি জোড়ে গোড়ে ধরে,
একটি কথা বলব তোরে,
(দিদি) তুই বলবি যা বুঝেছি তাই প্রেমের আশা
বদলে প্রাণে দেবে জুড়িয়ে ভাষা॥

খাম্বাজ • একতাল

মুখের হাসি চাপলে কি রয়, প্রাণের হাসি চোখে খেলে।
হৃদয়ের ভাব লুকিয়ে কি রয়, প্রেমের তুফান ঢেউয়ে চলে।

লাজের শাসন মানে কি মন, শরম ভূষণ নারীর বলে।
ওলো ব্যথার ব্যথী হয় লো যে জন, তারে কি ভুলাবি ছলে।

• কাওয়ালি

মোহিনী মাধবী মরি, তমালেতে ছিল রে।
পিকতানে, হরে প্রাণ, প্রেম উসারিল রে॥
নিশি দিনে বিষাদিনী, হাসে ঊষা সুহাসিনী,
ফুল বাসে কমলিনী, নয়ন ভুলিল রে।
প্রেম সনে প্রমোদিনী, প্রেমেতে মাতিল রে॥

ভৈরবী • যৎ

যতন চাহে না, বারণ মানে না,
কারণ শুনে না, এ কেমন জন?
কার কথা ভাবি, কার কথা শুনি,
প্রেমিক সুজন নহে তো এমন॥
প্রেমিকের রীতি, যার প্রতি প্রীতি,
অন্যজনে কভু ধায় নাকো মন।
এ কেমন বলো, কাঁদি অবিরল,
বলো বলো বলো কেমন তার মন?

সাহানা • খেম্‌টা

যতনে কিনব যতন, মনের আগুন কিনব কেন।
এ কি হয়, এত কি সয়, ফুলের মতন প্রাণটি যেন॥
ফুটেছে সকাল বেলা, রাঙা আভা করছে খেলা,
শুকাবে সাধের নীহার, না জানি কার সোহাগ হেন॥

ঝিঁঝিট • ত্রিতাল

যতনে যাতনা দিবে, আগে সখি তা জানি না।
যাতনা হবে জানিলে, যতন করিতাম না॥
অযতন ছিল ভালো, যতন হইল কাল,
ঘটিল কি জঞ্জাল, গেল প্রাণ আর রহে না॥

লখনৌ ঠুংরি •

যদবধি প্রাণ আমি সঁপেছি তোরে।
তদবধি নাহি হেরি অন্য কারে॥
প্রাণ! মনে হলে তব বিম্বাধরে,
কত অপ্সরী কিন্নরী লাজে মরে।
প্রাণ বলি তোমায় ভালোবাসা আমার,
তোমার পিরিতে পড়ে আছে রে মরে॥

সোহিনী বাহার • একতাল

যদি ছাড়ব বললে ছাড়া যায় প্রেম সহজে, তবে কে তায় মজে।
কে কারে শিখায় প্রণয় তত্ত্ব, যে করে সে আপনি মজে॥
শোন রে অলি অজা, একি তোর শিবপূজা,
করলি করলি না করলি না করলি, শিকেয় তুলে রাখলি,
এ যে বাঘে ছুলে আঠারো ঘা, মইয়ে উঠে চেগে॥

• মধ্যমান

যদি দুষি হয়ে থাকি প্রাণ, করো লো বিধান।
দিও না বাক্য যন্ত্রণা, মেরো না নয়ন বাণ॥
কি দোষ করেছি বলো, না দাও তার প্রতিফল,
পাই যেমন কর্ম তেমনি ফল, কোরো না আর অপমান॥
অধরে অধর দিয়ে, কর রজ্জুতে বাঁধিয়ে,
কুচগিরি চাপা দিয়ে, বধ লো আমারি প্রাণ॥

• ঢিমা ত্রিতাল

যদি ভালো চাও তো, মন ফিরে দিয়ে কথা কও।
মন ফিরে দিয়ে কথা কও॥
তোমারি মন, জেনেছি রে প্রাণ,
মিছে কেন যাতনা বাড়াও॥

মিশ্র মাঝ • পোস্ত

যাই গো ওই বাজায় বাঁশি! প্রাণ কেমন করে।
একলা এসে কদমতলায়, দাঁড়িয়ে আছে আমার তরে॥
যত বাঁশরি বাজায়, তত পথ পানে চায়।
পাগল বাঁশি ডাকে উভরায়;
না গেলে সে কেঁদে কেঁদে, চলে যাবে মান ভরে॥

• আড়খেম্‌টা

যাও পাখি বোলো তারে, সে যেন ভুলে না মোরে।
এ জনমের মতো এ প্রাণ, সঁপেছি তার করে কোরে॥
বোলো তারে আমার কথা, শুনে যেন পায় না ব্যথা,
আমি একা আছি হেথা, দুনয়নে বারি ঝরে॥
আর এক কথা মনে কোরে, বোলো বোলো বোলো তারে,
হরিদাস আজ প্রাণে মরে, না হেরে নয়নে তারে॥

• আড়খেম্‌টা

যাও পাখি বোলো তারে, সে যেন ভুলে না মোরে।
এ জনমের মতো এ প্রাণ, সঁপেছি তার করে কোরে॥
এমনি ভাবে কবে কথা, শুনে যেন রয় না সেথা,
আমি যে রয়েছি হেথা, আশা পথ নিরীক্ষণ করে॥
আর এক কথা মনে কোরে, বোলো বোলো বোলো তারে,
হরিদাসী প্রাণে মরে, তোমায় না নয়নে হেরে॥

বেহাগ • আদ্ধা[৩৬]

যাও যাও ফিরে যাও মন বাঁধা যেখানে।
পরেরই পরান তুমি কেনে এলে এখানে॥
তুমি যে এলে এখানে, সে যদি তা শোনে কানে,
সাধের প্রেমে বিচ্ছেদ হবে[৩৭], সে মরিবে পরানে॥

পাঠান্তর : ৩৬ বেহাগ • যৎ। ৩৭ বিচ্ছেদ হবে সরল প্রেমে।

• কাওয়ালি

যাও যাও মিছে সেধো না।
এ প্রাণ থাকিতে প্রাণ মিলন হবে না॥
নূতনে পাইয়ে মধু, মজেছ হে প্রাণবঁধু,
এ ফুলে বসিলে তোমার সুখ হবে না॥

মিশ্র আলেয়া • দাদরা

যাও যাও যাও যাও কালাচাঁদ কুঞ্জে এস না।
ঘুমের ঘোরে নিশি ভোরে, কোথা হতে এলে বলো না।
এ কি হরি কিবা দেখি, ঢুলু ঢুলু দুটি আঁখি,
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে যাও হেথা এস না।
রাই রাজা আজ দিবেন সাজা, মনে তা কি তুমি ভাব না॥

জংলা পাহাড়ি •

যাও রে বিদেশী বঁধু আমি তোরে চাই না।
যখন তোরে মনে করি, তখন তোরে পাই না॥
আমার মাথায় দিয়ে হাত, কিরে করো প্রাণনাথ,
নিতান্ত জেনেছি প্রাণ, তুমি আমার হবে না॥

সিন্ধু • আড়াঠেকা

যাও রে যাও ওরে, যে ভালোবাসে তোমারে।
জানাতে হবে না আর জেনেছি তা ব্যবহারে॥
তুমি এসেছ এখানে, সে যদি তা শুনে কানে,
তবে তো প্রলয় হবে, বুঝিতে হবে অন্তরে॥

• কাওয়ালি

যাতনা দিওনা প্রাণে, শুন ওলো চন্দ্রাননে।
সহিতেছি যে যাতনা প্রাণে আমি তোমা বিহনে॥
আমার মনের আশা, কোরো না প্রাণ নৈরাশা,
কোরে দান ভালোবাসা, রাখ লো অধীন জনে॥

ললনা ছাড় ছলনা, কেন প্রাণ আর দাও যাতনা,
হরিদাসের এই বাসনা, থাকব সদা দুজনে।।

• যৎ

যাতনা না সইতে পেরে, দেখতে এলাম তোমারে।
না হেরিয়ে তোমা ধনে, ভাসি সদা আঁখিনীরে।।
নিশিতে স্বপনে দেখি পাশে তুমি বিধুমুখী,
মনে হয় হৃদে রাখি, জুড়াই তাপিত অন্তরে।।
যেই যাই ধরিবারে, ঘুমের ঘোরে প্রাণ তোমারে,
ক্ষণে ঘুম যায় হে ছেড়ে, আর দেখিতে পাই না কারে।।

সুরট • ঝাঁপতাল

যাবত জীবন রবে, তোমারে মনে রাখিব।
হৃদয় দর্পণে সদা, তব মুখ নেহারিব॥
আমার হৃদয়ে স্থান, পাবে তুমি সর্বক্ষণ,
তুমি যদি ছাড় রে প্রাণ, আমি তোমায় না ছাড়িব॥

ভৈরবী • দাদরা

যামিনী না যেতে জাগালে না, বেলা হল মরি লাজে (কেন)।
শরমে জড়িত চরণে কেমনে চলিব পথেরি মাঝে।।
আলোকপরশে মরমে মরিয়া হেরো গো শেফালি পড়িছে ঝরিয়া,
কোনোমতে আছে পরান ধরিয়া কামিনী শিথিল সাজে।।
নিবিয়া বাঁচিল নিশার প্রদীপ উষার বাতাস লাগি,
রজনীর শশী গগনের কোণে লুকায় শরণ মাগি।
পাখি ডাকি বলে 'গেল বিভাবরী', বধূ চলে জলে লইয়া গাগরি।
আমি এ আকুল কবরী আবরি কেমনে যাইব কাজে।।

খাম্বাজ • খেম্‌টা

যায় ডুবে যৌবনের তরী অকূল তুফানে।
মদনেরি ঢেউ লেগেছে, রাখতে পারি নে।।

প্রেমনদী তুফানে ভরা, নাইকো তার কূল-কিনারা,
পাল তুলি কি হাল ধরি, তার উপায় দেখি নে॥

সিন্ধু • মধ্যমান

যার প্রাণ তার কাছে, লোকে বলে নিলে নিলে।
দেখা হলে জিজ্ঞাসিব, সে নিলে কি আমায় দিলে॥
দৈবযোগে একদিন, হয়েছিল দরশন,
না হতে প্রেম-মিলন, লোকে কলঙ্ক রটালে॥

• পোস্ত

যার লাগি ঘরে পরে সই করে গঞ্জনা।
আমি যার জন্যে মরি, সে তো ভুলেও ভাবে না॥
আপনার প্রাণ হাতে করে, সঁপেছি যার করে কোরে,
এখন যে সই সে আমারে, ফিরে চেয়ে দেখে না॥

• যৎ

যারে ভালোবাসি আমি, সে তো ভালোবাসে না।
(ওরে) যে দিল অন্তরে ব্যথা, তার কথা আর কব না॥
দৈবে যদি দেখা হয়, সাধিলে না কথা কয়,
(ওলো) তখন আমার মনে হয় সই তার, মুখ আর হেরব না।

• যৎ

যারে সঁপিলাম এ প্রাণ সে তো প্রাণ দিল না।
আমি তবে কেন অবিরত, ভাবি রে তার ভাবনা॥
মনে ভেবেছিলাম সার, সে আমার আমি তার,
(ওগো) এখন সে হবে অপর, আগেতে তা জানি না।
যাহারে বিশ্বাস করে, দিয়েছি প্রাণ করে কোরে,
(ওগো) এখন যে সেই আমারে, ফিরে চেয়ে দেখে না॥

• খেম্‌টা

যাহার লাগিয়ে, হৃদি ও কাঁদে অহরহ রে।
সে যদি কাঁদিত, বসন ভিজিয়ে যেত রে॥
পরের আশা, মিছে ভালোবাসা,
আমারি দুঃখ দেখে, তার দুঃখ কেন হবে রে॥

টোড়ি • আড়াঠেকা

যে করে পিরিতি সই, জাতি কুল সে কি খোঁজে।
লাজ ভয় করে না সে, যে তাঁর পিরিতে মজে॥
যার সঙ্গে মন মজে, হাড়ি ডোম সে কি বাছে,
দোষাদোষী সংসারে আছে, পিরিতে কোথায় সাজে॥
পিরিতির নাহি জাতি, অষ্টধাতুর যেমন রীতি,
পরেশ করিলে স্পর্শ, একবর্ণ হয় কাজে কাজে॥
পিরিতি পরেশ মান্য, বর্ণকে না রাখে ভিন্ন,
করে সেই এক বর্ণ, বিবর্ণ কি প্রেমে সাজে॥
কালী কহে যথা বটে, প্রেমেতে সব একচেটে,
প্রভেদ নাই প্রেমেরই হাটে, ভিন্নভাব সংসার মাঝে॥

• মধ্যমান

যে জনে যতন করি, সে নাহি আপন হয়।
পিপাসার দিবা রাতি, সংশয় প্রাণ রাখায়॥
প্রেম সুখের অঙ্কুর, আশা বারি নিরন্তর,
যতন সেচনি ধরি, সেচন করিলাম তায়॥

খাম্বাজ • কাওয়ালি

যে ধরতে পারে ধরা দিই তারে।
বাঁধা থাকি বিনা সুতায় সোহাগের হারে॥
নইলে পরে মজতে পারে, সাধ করে সই মন দি তারে,
থাকলে বসে পড়ব ফাঁদে সে যে দায়;
জোরে মন কেড়ে নিতে সে পারে সই সে পারে॥

ঝিঁঝিট • দ্রুত ত্রিতাল

যেন সে না দুঃখ পায়।
যতনে জীবন মন সঁপিয়াছি যায়॥
মজিয়া পরেরি ভাবে, সেই জন পর ভাবে,
আমি তো স্বীয়, ভালোবাসি তায়॥

সিন্ধু খাম্বাজ • ভরতঙ্গা

রঙ্গিল, অনিল, চলে হেলে দুলে।
লতিকা নাচাতে, সোহাগে তমালে॥
কুঞ্জেতে মুঞ্জরে প্রসূন কলি,
ফুল চুমি চুমি গুঞ্জরে অলি,
মদকল কোকিল কুল, কাকলি করে কুতূহলে।
যোগমাতা সতী, পরম প্রকৃতি, লভিবেন বলি পশুপতি পতি,
কঠিন তাপেতে তাপিতা সতী, চল চল তারে সেবিতে সকলে॥

• কাশ্মীরি খেম্‌টা

রমণী কালসাপিনী, জানিলাম এত দিনে।
আগেতে করিয়ে যতন, শেষে জ্বালা দেয় প্রাণে॥
করিয়ে ছল চাতুরি, মন প্রাণ লয় গো হরি,
শেষে প্রাণে হানে ছুরি, পাইলে পতনে।
সকলেরে করি মানা, কেউ যেন প্রেম কোরো না,
প্রেম করায় যে যাতনা, হরিদাসের মন জানে॥

• একতাল

রমণী যত সরল, জেনেছি লো, জেনেছি লো।
আসতে বলে আমারে, অন্য লোক রাখ ঘরে,
মনোদুঃখে যাই ফিরে,
এই কি প্রেমের ধারা লো।
আমারে দিয়ে আশা, অন্যের পুরাও আশা,
তোমার এই ব্যবসা,
এবার প্রাণ জানা গেল॥

• খেম্‌টা

রমণী সখের জলপান, ঠিক যেন আঠারো ভাজা!
নারীর প্রেমে যে মজেছে, সেই পেয়েছে তারি মজা॥
নারী আঠারো কলা, নারী ফুটকলাই ছোলা,
নারীর প্রেম রসগোল্লা, কচুরি মালপোয়া খাজা।
নারী কি সর্বনাশী, ভোলায় কত যোগী ঋষি,
নারীর প্রেমে হয় উদাসী, দেখ কত রাজা প্রজা॥

ঝিঁঝিট • কাওয়ালি[৩৮]

রমণীর প্রেম-নদীতে ঝাঁপ দিও না বিপদ ঘটে।
সুশীতল হব বলে, এসেছিলাম নদীর তটে॥
এ সব মায়ার তরী, এ মায়া বুঝতে নারি,
ছিনালির পানসী যেমন, দৌড়ে বেড়ায় ঘাটে[৩৯]॥
ছিনালির পানসী চলে, তোড়েতে জাহাজ টলে,
ঢেউ লেগে ডুবব বলে তাই এলেম নদীর তটে[৪০]॥

• পোস্ত

রমণীর মন, কাঁচের বাসন, ভাঙলে জোড়া আর লাগে না।
জেনে শুনে ওরে জাদু, কেন মনে দাও বেদনা॥
আমার সঙ্গে করে আড়ি,
নিতুই যাও প্রাণ বেশ্যা বাড়ি,
আমি যদি করি আড়ি, জাত কুল মান তাও রবে না॥

•

রমণীর মন সরল যেমন, পুরুষ যদি তেমন হত।
তাহলে কি রঘুপতি, জানকীরে বনে দিত॥
দময়ন্তীরে দিয়ে বনে, নল পালাল নিজ স্থানে,
দয়া নাই পুরুষের প্রাণে, নারী যদি তেমন হত॥

পাঠান্তর : ৩৮ ঝিঁঝিট • পোস্ত। ৩৯ দৌড়ে বেড়ায় ঘাটে ঘাটে। ৪০ তাইতে এলাম নদীর ঘাটে।

• পোস্ত

রসবোধ নাইকো তোমার, মিছে কেন আঁখি ঠের।
মাকড়সার ফাঁদ পেতে কি, গগনের চাঁদ ধরতে পার॥
মাথায় তোমার বাবরি চুল, দু-হাতে দুই গোলাপ ফুল,
আপনি না মজিলে, পরকে কি মজাতে পার॥

বিভাস • ত্রিতাল

রাই কালো ভালোবাসে না।
কালো দেখে বলেছিল, আর যেন কুঞ্জে আসে না॥
রূপের বড় গরব করে রাই, দেখবো এবার মন যদি পাই,
এবার গৌর হয়ে ধরব পায়ে, আর তো কালো রব ন্া।
বড় অভিমানী রাই, বাঁশি ছেড়ে কেঁদে ফিরি তাই,
যোগীবেশে ফিরব দেশে, ঘরেতে মন বসে না॥

• খেম্‌টা

রাখ মান কাঁদাস নে প্রাণ, পায়ে ধরি রে।
চরণে শরণাগত আমি তোরি রে॥
যদি কথা না রাখিস হায়, রক্তগঙ্গা হব পায়,
মনের দুঃখে, শেষে কি বুকে, হানব ছুরি রে॥

খাম্বাজ • পোস্ত

রূপের ভরে গরব করে চলল রূপের গরবিনী।
রূপের আলো ছড়িয়ে যথা, হাসছে লো সেই বদনখানি॥
সোহাগ ভরে দেখব সবে, রূপের মাঝে রূপের খনি।
শোন লো শোন পাপিয়া ডাকে[৪১] মন মজান গলাখানি॥

• মধ্যমান

রেখেছি প্রাণ যতন করে, প্রাণ দিয়ে প্রাণ পাব বলে।
পোড়া বিধি হয়ে বাদী, ভাসাল নয়ন জলে॥

পাঠান্তর : ৪১ শোন লো শোন পাখির ডাকে।

মনের আশা ভালোবাসা, সে আশা হল নিরাশা,
মিটিল না প্রেম পিপাসা, প্রাণ জ্বলে যাতনানলে॥

• ঢিমা ত্রিতাল

লক্ষ টাকার মান খোয়ালাম,
তিন টাকার এক রাঁড় করে॥
আগে ডাকত হরিবাবু,
এখন ডাকে হরে রে॥
এত সাধের দোকানখানায়,
বেচে দিলাম শুঁড়ির দেনায়,
এখন দিয়ে পোঁদে টেনা,
কেবল বলে বেরো রে॥

ঝিঁঝিট • যৎ

শশী বুঝি ভূমে উদিল, হেরি সখি মন মোহিল,
এ মোহন রূপ, কাটি সুধা কূপ, নারী হয়ে নারীর মন হরিল।
ও বদন চাঁদ, মৃগ ধরা ফাঁদ, মম মন-মৃগ ধরিল॥

ভৈরবী • কাওয়ালি

শুকাইতে রেখে একা, ফেলিয়ে চলিলে সখা,
যাও যাও দূর দেশে, সুখে থেক এই চাই।
যখন আসিবে ফিরে, শুনিও হরষ ভরে,
জ্বালাতন করিবারে, অভাগিনী বেঁচে নাই॥

•

শুধাই বঁধু প্রেমের সুধার পিয়াসা কি মেটে না।
প্রাণের ভালোবাসার আশায় বাসনা তো পোড়ে না॥
জ্বলে মিলে কোমলে কঠিনে,
কামনা আগুন দিনে দিনে
নয়নে নয়নে খেলে পলক তো পড়ে না।
নিতুই নূতন সাধ আসে মানা শোনে না॥

মুলতান • খেম্‌টা

শুধু জল খেয়ে কি করব প্রেম, তাই আমারে বলো না[৪২]।
লাভে লোহা বইতে পারি, ব্যাগারে তুলা সহে না।।
থাকতো যদি জমিদারি, কিম্বা পৈতৃক বিষয় ভারী,
তাহলে প্রাণ বলতে তুমি, কেন ধার করে চালাও না।

বিভাস • ঠুংরি

শুধু পরশ না হল।
কলঙ্ক যাহার তরে, তারে পরশ না হল
লোকে হলো জানাজানি,
আমি কভু যা না জানি,
আমার সে চিন্তামণি, তা তো পরশ না হল।

বাউলের সুর • খেম্‌টা

শুন বলি কলিকাতার বেশ্যাদের ব্যবহার।
ওদের মায়া বোঝে, ভবের মাঝে,
হেন সাধ্য আছে কার।।
হাটখোলার কথা বলি, শুনুন তাদের ছিনালি,
গেলে পরে তাদের ঘরে, হাড় হয় যে কালি,
তারা দিনে করে ঝিয়ের চাকরি, রাত্রে পরে গুলবাহার।।
দরমাহাটার রাঁড় যারা, শুনুন তাহাদের ধারা,
আছে কেউ বা খোলায়, কেউ দোতালায়, কারু মাটগুদাম জড়া,
তারা এক জনার ধন করে গেঁড়া, আরেক জনকে খাওয়ায় আবার।।
শোভাবাজারে যারা, বলি তাদের ধারা,
কাপড় পরে, রাস্তার ধারে, নেয় বাহার তারা,
নন্দরাম সেনের গলি যেমন তেমন, ধোপাপাড়ায় চলা ভার।
যেতে নাথের বাগানে, সদা ভয় লাগে মনে,
চাইলে পরে তাদের পানে, হাত ধরে টানে,
তারা দিনান্তরে পায় না খেতে, খোঁপা বাঁধার খুব বাহার।।

পাঠান্তর : ৪২ তাই আমায় বলো না।

জোড়াবাগানে গেলে, মিষ্ট কথা বলে,
আগে ভুলায়ে শেষ কালেতে দেয় ফাঁসি গলে,
আছে প্রত্যেক ঘরে, একটি করে, বস্তাবন্দী লোক সবার।
মালা পাড়ার গলিতে, যেতে হয় প্রাণ করে হাতে,
কত খেলা খেলে তারা, দিনে রেতেতে,
কেউ বা মেখে খড়ি, সাজে ছুঁড়ি, আলতা গালে দেয় আবার॥
হরি পদ্দানীর গলিতে, অধিক লোক চলে সেই পথে,
রাঁড়েরা সব বাহার দিয়ে, বসে জানলাতে,
কেউ টিপ কেটে দেয় ভূয়ে কালি, কেউ মাখে দিশি পাউডার।
মাথাঘষার গলিতে, চায় সবাই চলিতে,
শঙ্কা লাগে তাদের কথা মুখে বলিতে,
তারা ফুরন করে দেড়া করে, কাপড় কেড়ে নেয় লোচ্চার॥
আছে মনসাতলার গলি, শুন তার কথা বলি,
গলিতে ঢুকতে সন্দ, লাগে ধন্দ, অন্ধকার পুরী,
বসে সেই গলিতে, মন ভুলাতে, লম্ফর আলোয় নেয় বাহার॥
নেবুতলার গলিতে, মনে সন্দ হয় যেতে,
হঠাৎ পারে তারা, লোকের বিপদ ঘটাতে,
তারা টাকার তরে, খাতির করে, শেষে কাঁদায় অনিবার।
জগন্নাথের ঘাটেতে, থাকে সব দাঁড়িয়ে রাস্তাতে
রুপার চুড়ি, কাঁচের চুড়ি, প্রায় সবার হাতে,
ও যার আছে সোনা, যায় না চেনা, গিল্টিতে কেউ নেয় বাহার।
গাঙ্গুলির লেন ঘাটালে পটি, রাঁড় আছে দুপাটি,
দেখতে শুনতে কেউ মন্দ নয় বেশ পরিপাটি,
তাদের ভালোবাসা একটি দুটি, প্রায় আছে সকলকার।
বড়বাজার ফুলবাগান, বেড়াতে অনেকেতে যান,
কি বাঙালি, কিম্বা হিন্দি সব রকম রাঁড় পান,
তারা রাখতে জানে মানুষের মান, কিন্তু ফুটো ঘটি সার॥
চাঁপাতলার হাড়কাটার গলি, শুন তার কথা বলি,
হাড়কাটে, ঘাড় মুচড়ে ধরে দেয় নরবলি,
তারা মায়াবিনী মানব কালী, এক কোপে করে সাবাড়।
গেলে জোড়াগির্জায়, বড় মজা পায় লোচ্চায়,
কাপড় ধরে টানাটানি করে সব রাস্তায়,

আবার তালতলায় পয়লা গলিতে, সব বেটি পকেট মার।
চিৎপুর রোডের দুধারে, গেলে উহাদের ঘরে,
আগুনের মালসা নিয়ে কুটনি বসে থাকে দুয়ারে,
তারা বেহারার সঙ্গে পিরিত করে, ভদ্র প্রতি অত্যাচার॥
রামবাগানের ঘরে ঘরে যে রাঁড়েরা বসত করে
ডাকাডাকি করে দেখি বেশি রাত্তিরে,
আজকাল বুড়ো রাঁড়ে নোলক পরে, নত নাকে দেয় ছুঁড়ি রাঁড়।
শোভাবাজার রাজার রাস্তাতে, দেখি পথের দুধারেতে,
বসে কেউ দোরে, কেউ রকের পরে, ফুট পাথরেতে,
বাগবাজার সিদ্ধেশ্বরী তলায় দেখি, টাকায় ষোলোখানি রাঁড়।
সোনাগাজির রাঁড় যারা, দেখি খুব বাহাদুর তারা
লোচ্চাকে হেনস্থা করে ভিটে বেচায় তারা।
তাদের সাথে লড়ে জেতে এমন ক্ষ্যামতা আছে কার॥

ললিত ভৈরব • একতালা

শুন হে পরান-বঁধু।
এতদিন পরে, পাইনু তোমারে,
চাহিয়া রহিনু শুধু।
খাইতে শুইতে, তিলেক পলকে,
আর না যাইব ঘর।
শ্যাম সোহাগিনী, সকলে জেনেছে—
আর কিছু নাহি ডর॥

মল্লার • তেওট

সই আমার এ কী হল, পিরিত করিয়ে পরান গেল।
পিরিত বেদনা, যে জন জানে না,
সে যেন করে না, থাকিবে ভালো।
পিরিত বিচ্ছেদাঘাতে, ঔষধ না মানে তাতে,
না মানে চন্দন, না মানে জল॥

• ঢিমা ত্রিতাল

সই না বুঝে গোপনে প্রাণ, সঁপেছি তারে।
শেষে যে কাঁদিতে হবে, জানি না তা অন্তরে॥
তার যে কঠিন হৃদি, আগেতে জানিতাম যদি,
তা হলে কি নিরবধি, মরি গুমরে॥

মিশ্র সুরট • মধ্যমান

সই, সাধে হৃদে আগুন জ্বেলেছি।
আদর করে কালসাপিনী বুকে নিয়ে খেলেছি।
নাহি জানি সুধার আশা, পিয়াসে চাই পিয়াসা,
জ্বলে মরি তবু করি, শ্যাম-প্রেমের আশা,
বিরহ যতন করে আশা জলে ফেলেছি॥

• কাওয়ালি

(সই রে) প্রাণ যারে চায়, তখন মান তো খাটে না।
অদর্শনে অভিমান, দর্শনে থাকে না॥
মনে করি আর কথা, কব না কব না,
পোড়া মুখে পোড়া কথা, না কহে বাঁচি না॥

কালেংড়া • একতাল

সকলি ভুলি হেরিলে তোমারে।
না হেরে প্রাণ যে করে, সে কথা মুখে না সরে,
গঞ্জনা দেয় ঘরে পরে, করে গালাগালি।
রমা কয় সরস ভাবে, থাক হে হরষ ভাবে,
তোমারি কারণে এবে কুলে দিলাম কালি॥

সোহিনী • দ্রুত ত্রিতাল

সখি দেখ লো আমার কি হল।
পরেরে পরান সঁপে পরান যে গেল॥

দিবানিশি সেইরূপ, সদা পড়ে মনে,
পরান সঁপিয়াছি যারে পাসরি কেমনে,
প্রাণের অধিক তারে ভাবিতে হইল ॥

ভৈরবী • দ্রুত ত্রিতাল

সখি নাহি জানিনু সোহি পুরুষ কি নারী।
রূপ লাগে হৃদয় হামারে।
না বুঝিনু কাহে, পরান যে চাহে,
তাহে নিরখিব সাধু সখি;
পিয়ালা বিনা, প্রাণ কাঁদে সখি,
পিয়াসী সখি মোর আঁখি রে।
কাহাঁ মিলব, বনে বনে ঢুড়ব,
মনচোরা বনচারী ॥

• কাশ্মীরি খেম্‌টা

সখের শনিবার আজ প্রাণ।
চাট খেয়ে প্রাণ পেট ভরাব, মদে করব স্নান ॥
আসবে কত অপ্সরা, পাঁঠার মাংস সরা সরা,
যখন বলবে আলো সরা, তখনি অজ্ঞান।
অন্ধকারে বড় মজা, চোরের বুক হয় তাজা,
লুকিয়ে খাব ইলিশ ভাজা, গোলাপ ছাঁচি পান ॥

ঝিঁঝিট • দ্রুত ত্রিতাল

সজনি, বুঝি রজনী আমার অমনি যায়।
এখন রেখেছি প্রাণ, তার আসারি আশায় ॥
দিবা রজনী রাধার, চক্ষু হল নীরাধার,
এখন কে শুধে রাধার ধার এ যন্ত্রণা কব কায় ॥

• পোস্ত

সদা প্রাণ চায় যারে, বিধি কি মিলাবে তারে,
না হেরে প্রাণধনে, প্রাণ যে কেমন করে।

চাতকিনীর মত হয়ে, আছি তার মুখ চেয়ে,
এবার দেখা পেলে তারে, রাখিব হৃদয়মাঝারে॥

সিন্ধু • মধ্যমান

সপ্ত শরে করে নৈরাশা, প্রেমে নাহি আশা।
এত দিনে ঘুচিল রে, যত ছিল মন আশা॥
মদনের পঞ্চ শরে, কোকিলের কুহু স্বরে,
পুনঃ প্রেম কটাক্ষ শরে, আশা হল দুরাশা॥
শুন ধনী ধরি করে, কটাক্ষেতে বিদ্ধ করে,
জ্বালাও না অভাগারে, ভাঙিতে আশার বাসা॥

• কাশ্মীরি খেম্‌টা

সবে মনোদুঃখ শুন লো সঙ্গিনী।
যামিনীতে নিদ্রা ঘোরে, অশুভ স্বপন হেরে,
কাঁদিতেছি নিরন্তর, হয়ে পাগলিনি॥
স্বপন অনলে প্রাণ, দহিতেছে প্রতিক্ষণ,
অবলার প্রাণ কাঁদে, কহিতে কাহিনী॥

• কাশ্মীরি খেম্‌টা

সহেনা সহেনা সখি, দুরন্ত বসন্ত জ্বালা।
চল সখি কুল ত্যজি, অকূলে দিই প্রেমমালা।
বিলায়ে যৌবন ডালা, ঘুচাব মনের জ্বালা,
করিব আজ প্রেম খেলা, প্রেম তুফানে ভাসিয়ে ভেলা॥

অহং খাম্বাজ • কাওয়ালি

সাধ করে কি সখি শশীপানে চেয়ে রই।
অবশেষে হল নিশি কালোশশী এল কই॥
অনর্থ করেছি বেশ, অনর্থ বেঁধেছি কেশ,
বিহনে সে হৃষীকেশ আমি যেন আমি নই॥

বসন্ত বাহার • আড়াঠেকা

সাধে কি প্রেয়সী শশী, তোমায় এত ভালোবাসি,
কে কোথা দেখেছে হেন নিরুপম রূপরাশি॥
অনিল তাড়িত কেশ, বিমোল কপোল দেশ,
পুনঃপুনঃ পরশিছে, কিবা শোভা পরকাশে॥
কিবা রূপ মনোহর, শরতের শশধর,
অধর অমিয়ময়, মরি কি মধুর হাসি॥
হেরি জ্ঞান হয় হেন, প্রভাতের পদ্ম যেন,
ভ্রমিছে ভ্রমরবৃন্দ, মকরন্দ-অভিলাষী॥

লুম ঝিঁঝিট • দ্রুত ত্রিতাল

সাধে কি বিমনে রই।
প্রাণ জ্বলে দুঃখানলে প্রাণপণে সই॥
যে জন প্রেমের নিধি, সে প্রেম প্রতিবাদী,
তাই ভাবি নিরবধি, কারে বা তা কই?

ঝিঁঝিট • মধ্যমান

সাধে কি ভালোবাসি তারে! ওগো আমি।
মন প্রাণ মম জ্বলে, তিলেক না হেরে যারে॥
ছল করে অভিমান, করি কত অভিমান,
তথাচ আকুল প্রাণ, কাঁদিয়ে চরণে ধরে॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ • ঢিমা ত্রিতাল

সাধে সাধি প্রিয়জনে সযতনে সজনি।
জীবনের জীবন ধন, সেই গুণমণি॥
তার মিলনে হয় মনে, সুখ দিবস রজনী,
হই তার অদর্শনে, যেন মণিহারা ফণী॥

ভৈরবী • আড়াঠেকা[৪৩]

সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে।
কে আছে কাণ্ডারী হেন কে যাইবে সঙ্গে॥
ভাসল তরী সকালবেলা, ভাবিলাম এ জলখেলা,
মধুর বহিবে বায়ু, ভেসে যাব রঙ্গে[৪৪]।
গগনে গরজে ঘন, বহে খর সমীরণ,
কুল ত্যজি এলাম কেন, মরিতে আতঙ্গে॥
মনে করি কূলে ফিরি, বাহি তরী ধীরি ধীরি,
কূলেতে কণ্টক তরু বেষ্টিত ভুজঙ্গে।
যাহারে কাণ্ডারী করি, ভাসাইয়া দিলাম তরী[৪৫],
সে কভু দিল না পদ তরণীর অঙ্গে॥

ঝিঁঝিট • কাওয়ালি

সাধের প্রেমে না পুরিল সাধ, একি রে বিষাদ।
নিরবধি অপরাধী বিনা অপরাধ।
সদা যারে ভাবি মনে, কভু সে না ভাবে মনে,
কত আর সব প্রাণে বিষম প্রমাদ॥

সিন্ধু ভৈরবী • মধ্যমান

সারা হলেম, সারা নিশি জাগিয়ে।
যামিনী পোহালাম, কত যাতনা ভুগিয়ে॥
বহু দিনের অভিলাষে, সুখ পুরাইবার আশে,
বসেছিলাম আশা পথে গিয়ে;
কি দশা না হল সখি, ভালোবাসা লাগিয়ে॥

কীর্তন •

সিন্ধুকূলে রই, নূতন তরী বাই,
পারে তোরা কে যাইবি গো।

পাঠান্তর : ৪৩ পিলু • কাশ্মীরি খেম্‌টা। ৪৪ মধুর বহিবে বায়, ভেসে যাবে রঙ্গে।
৪৫ সাজাইয়া দিনু তরী

নূতন ডিঙ্গায়,　　নূতন মাঝি,
পারে তোরা কে যাইবি গো।
ঐ দেখ বয়,　　মধুর মলয়,
এই বেলা কে যাইবি গো।
তুলে দিব পাল,　　না ছাড়িব হাল,
সুখের পারে কে যাইবি গো।
যদি পথিক পাই,　　কূল ত্যেজে যাই,
অকূল পারে কে যাইবি গো।
পাইলে তুফান,　　আগে দিব প্রাণ,
আমার সাথে কে যাইবি গো।

বেহাগ • ঠুংরি

সুখের গান মোরে বোলো না গাহিতে;
সাধের তরী আর বোলো না বাহিতে!
অনল শিখা পুষি বুকে,　　বেড়াই হাসিখুশি মুখে,
মরম থাকে দুখে দহিতে!
আমি অবোধ আমি পাগল,　　বুঝি না ভালোবাসা বুঝি না ছল,
পারি না সব কথা কহিতে।
এসো না পরাতে মালা,　　দিও না দিও না জ্বালা,
জীবনভার আর পারি না বহিতে॥

• খেম্‌টা

সে আমারে একলা ফেলে, গেছে সই চলে।
ঘরে রইতে নারি, গুমরে মরি, সদা প্রাণ জ্বলে॥
আগেতে নাহিকো জানি, পালাবে সে গুণমণি,
মজায়ে কুল কামিনী আঁখির ছলে॥

ঝিঁঝিট • কাওয়ালি

সে কি আমার অযতনের ধন।
মনপ্রাণ সুশীতল করে যেই জন।

তবে যে অপ্রিয় বলি, নিতান্ত জ্বালাতে জ্বলি,
নতুবা তারি সকলি প্রেমের কারণ॥

খাম্বাজ • খেমটা

সে কেন আমার পানে ফিরে ফিরে চেয়ে গেল।
কি যেন তার মরম কথা, নয়ন কোণে কয়ে গেল॥
শরমে মুরছি আঁখি, চুরি করে ছবি দেখি,
বসন্ত বাতাস যেন, প্রাণের মাঝে বয়ে গেল।
আঁচলে রহিল বাঁধা, মালা গাঁথা রয়ে গেল॥

সিন্ধু • মধ্যমান

সে জানে, মন কেন ভালোবাসে।
(প্রেম-রস যে না জানে!)
এ কি দায়, (অকারণে, প্রাণ যায়) হায়! হায়॥
কেবলি নয়নের দোষে!
এত যে করি যতন, যাতনাতে জ্বালাতন,
তবু তো বুঝে না মন, হেলন করিয়ে হাসে॥
আমার মনোবেদনা, সে জন জেনেও জানে না,
কিসে ঘুচে এ যন্ত্রণা, তাই ভেবে মরি হুতাশে॥

লুম ঝিঁঝিট • কাওয়ালি

সে তারে যতন করে যে যার মনোমতন।
শশী তোষে কুমুদীরে রবি কমলে মিলন॥
জলদে চাতক তোষে, মধুমাসে মধু ঘোঁসে,
পতঙ্গ কপাল দোষে, প্রাণ দিয়ে তোষে পাবন॥

ঝিঁঝিট • মধ্যমান

সে তো আমার আছে রে ভালো।
যাহার লাগিয়ে আমার, এ কূল ও কূল দুকূল গেল॥
বাণে নেত্র মিশাইয়ে, তাহাতে পুষ্প হরিয়ে,
এই কথা প্রবোধিয়ে, বঞ্চনা করিয়ে গেল॥

জয়ন্তী • একতাল

সে যদি যাতনা দেয় সই ভালোবাসি যারে।
সে যাতনা যায় না বিনা তাহারি সমাদরে॥
অন্য জনার, সে দুঃখে করো নিস্তার,
অপরের কি ধারে ধার, মূঢ়ে কি বুঝিতে পারে॥

•

(সে যে) ধরা দিতে ধরা নেয় না।
দেখা দিয়ে দেখা দেয় না॥
শুধু আশায় ভাসায় ফিরে চায় না;
পিয়াসী পিয়িতে সুধা পায় না।
তাই পিয়াসী পিয়িতে সুধা পায় না॥

• একতাল

হাসরে মন, হাসরে প্রাণ, হাসরে কুঞ্জবন।
মলয়া সমীরে, ধীরে নাচরে, গাওরে কোকিলগণ॥
এস উমাশশী ছাড় এ বেশ, ভুলিতে কি তোমায় পারি ভবেশ,
দুঃখ নিশা তব হইবে শেষ; মধুর মিলনে আজ;
আজি তোমা ধনে, অশেষ যতনে, সাজাব মনোমতন॥

•

হে প্রিয়ে! কি দিয়ে তুষিব তব মন।
প্রাণের অধিক প্রাণ, বলো কি আছে রতন॥
হেন প্রাণ তব স্থান, অগ্রে করিয়াছি দান,
কি আছে তার সমান, ওরে প্রাণাধিক ধন॥

•

হেরিয়ে বয়ান থাকে নাকো মান,
প্রেমের তুফান প্রাণেতে গো বহে।

সে বঙ্কিম আঁখি, কি যে বলে সখি,
আঁখিতে আঁখিতে কত কথা কহে॥
মধুর মুরলী, প্রেম-মন্ত্র বলি;
ইন্দ্রজালে যেন লয় মন হরি।
মনে অভিমান, প্রেম অপমান,
সখিরে নিমেষে সকলি পাসরি॥
কি যে হল জ্বালা, দেখিলে বিহ্বলা,
না দেখে উতলা কি হবে উপায়।
সহে না যন্ত্রণা, কহ লো মন্ত্রণা,
কালা যেন আর নাহি ঠেলে পায়॥

•

হেল্‌কে দুল্‌কে ধীরি ধীরি, মার নয়না ছুরি।
পি লে না কিরা মেরি।
রুমে ঝুমে আঁচোরা ঝাপ বদন্‌মে,
আজ রৌশনকা দিন, ছোড় দেনা শরম,
পায়েলা বাজে হে ঝম্ ঝম্ ঝম্॥

কালেংড়া • দ্রুত ত্রিতাল

হেসে হেসে প্রাণ, করিলে পয়ান, হানিয়া নয়ানে।
সেই অবধি মোর মন, গেল কোনখানে॥
আশার ভরসা করি, শূন্য দেহ আছি ধরি,
সচেতন হব তবে, পুনঃ দরশনে॥

• কাশ্মীরি খেম্‌টা

হৃদয়ে রেখেছি নাথ, ওরে আমার গুণের গুণমণি রে।
আর কোথা পালাবে জাদু, আঁচলে বেঁধেছি রে॥
হৃদয়ে রাখি তোমা ধনে, জুড়াব তাপিত প্রাণে,
তোমা হেন গুণমণি, কারে দিয়ে যাব রে॥

বিভাস ● আড়খেম্‌টা

হৃদয়ের এ কূল ও কূল, দু কূল ভেসে যায়, হায় সজনি
উথলে নয়নবারি।
যে দিকে চেয়ে দেখি ওগো সখী,
কিছু আর চিনিতে না পারি।
পরানে পড়িয়াছে টান,
ভরা নদীতে আসে বান,
আজিকে কী ঘোর তুফান সজনি গো,
বাঁধ আর বাঁধিতে নারি॥
কেন এমন হল গো, আমার এই নবযৌবনে।
সহসা কী বহিল কোথাকার কোন্ পবনে।
হৃদয় আপনি উদাস, মরমে কিসের হুতাশ—
জানি না কী বাসনা, কী বেদনা গো—
কেমনে আপনা নিবারি॥

সংযোজন

'দি প্যাথিফোনো সিনেমাসিন কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত সঙ্গীতগুচ্ছ বা প্যাথি রেকর্ডের গীতাবলী' (১৯০৯; জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬)-তে রামদুলারি বাই -এর গাওয়া গানের উল্লেখ আছে। উল্লিখিত গানগুলির একটি বাদে সবকটি ইতিমধ্যেই সংকলিত। বাদ পড়া গানটি এখানে সংযোজিত হল।

মিশ্র মুলতানি • ঢিমা ত্রিতাল

আহা কি মধুর নিশি, দশদিশ হাসি হাসি
এসেছে তোমারে বঁধু দিতে উপহার।
গগন পাঠায়ে দেছে তারার কিরণমালা
শশী দেছে ঢেলে সুধাধার॥
শিখরিণী দেছে তায় শিখর তরঙ্গ, অনিল দিয়েছে মধু সঙ্গ
জলদ দিয়েছে জল মধুমাখা আঁখিজল
উপমা দিয়েছে নীলাকাশ
বঁধু হে, ধর হে, প্রিয় হে, মধু হে সকল হিয়ার বিধু সার
তুমি সকলের বঁধু, তুমি সকলের মধু, তুমি সকলের শুধু, সকলি তোমার॥
(রেকর্ড নং : ৩৬৩৪৬)

'দি টকিং মেশিন এণ্ড ইণ্ডিয়ান রেকর্ড কোং' প্রকাশিত 'বেকা রেকর্ড গীতাবলী' (১৯১০)-তে মিস মালকাজান-এর গাওয়া ৪টি গানের উল্লেখ আছে। পরে গহরজান-এর কণ্ঠে 'গ্রামোফোন কনসার্ট' -কৃত রেকর্ডে এই ৪টি গানই পাওয়া যায়।

ঝিলা • দাদরা

ফাঁকি দিয়ে প্রাণের পাখি উড়ে গেল আর এল না
বুঝি কে প্রেমের জোরে, বেঁধে রাখলে প্রাণ ময়না॥

বলো সখি কোথা যাব, কোথা গেলে পাখি পাব,
পুলিশে কি খবর দিব, বলো তো জানাইগে থানা ॥
এমন ধনী কে শহরে, আমার পাখি রাখলে ধরে,
দেখলে পরে মেরে ধরে, কেড়ে নিব প্রাণ-ময়না ॥
(রেকর্ড নং : মালকাজান ১৫৭৫/গহরজান ১৩০৬৪)

পূরবী • খেম্‌টা

জংলা কখনো পোষ না মানে।
পিরিত কোরো না, কোরো না, কোরো না বিদেশীর সনে।
উড়িল জংলা নিদয় হয়ে (তার) পিছু পিছু যাই চুমকুড়ি দিয়ে,
আয় আয় করি, কত ডেকে মরি অন্তরে চাতুরি না শুনে কানে ॥
(রেকর্ড নং : মালকাজান ১৫৭৬/গহরজান১৩৮৬১)

জিলা • দাদরা

আজ কেন বঁধু অধর কোণেতে শুকাল হাসির রেখা।
পরানের হাসি চুরি কে করেছে, বলো গো পরান সখা ॥
কেন শূন্য হাসি নেহারি, ব্যাকুল চাহনি চমকি দিয়েছে
যা ছিল শরমে মাখা।
তার ছায়া পড়ে মরমে, নিমিষে ফুরাল জনমের সাধ,
বরষে বরষে আঁকা ॥
(রেকর্ড নং : মালকাজান ১৫৭৯/গহরজান ১৩৮৬০)

খাম্বাজ •

এস হে প্রাণ, হৃদয়ের ধন
হেরিব তোমারে ভরিয়ে নয়ন।
তোমারি তরে, হৃদয় বিদরে,
আঁখি নীরে সদা ভাসে নয়ন ॥
কত যে কেঁদেছি, দুঃখ পেতেছি,
তোমারি তরে প্রাণ কত, সয়েছি—
নয়নেরি বারি, নয়নে নিবারি,

দুঃখ পাই সখা, না হেরে বদন ॥

গহরজানের গাওয়া গানের শেষ দুই পংক্তির পাঠান্তর মেলে :

দুনয়নে বারি এস হে নিবারি,
দুঃখ পাই যদি করি হে চুম্বন।
(রেকর্ড নং : মালকাজান ১৫৮১/গহরজান ১৩৮৫৯)

'গ্রামোফোন এণ্ড টাইপরাইটার লিমিটেড' প্রকাশিত 'গান' (১৯১০)-এ গহরজান-এর গাওয়া এই আরো কয়েকটি গানের উল্লেখ আছে।

•

না জানে না জানে প্রাণ
কেন তোমায় ভালোবাসে।
দিবানিশি এই ভাবনা
কেবল তোমার আশার আশে।
তুমি যে পরেরি প্রাণ
আগে তো ছিল না জ্ঞান,
হতে হল জ্বালাতন
পড়ে তোমার প্রেম-ফাঁসে॥
(রেকর্ড নং : ১৩৮৬২)

খাম্বাজ • যৎ

নিমিষের দেখা যদি পাই তোমারই,
আঁখিতে মুছাই যত বালাই তোমারই।
লাজ নয়নে, চকিত চাহনি, সে যে বিষম দায়,
যৌবন বধে বা প্রাণ, দোহাই তোমারই।
আর কত সব বলো, তোমার বিরহানল,
কতদিন ভালোবাসা, লুকাই তোমারই।
দীরঘ শ্বাস বয়, প্রাণপাখি উড়ে যায়,
জনমে জনমে রব আশায় তোমারই॥
(রেকর্ড নং : ১৩৮৬৩)

কে তুমি নিদয় হয়ে, হানলে নয়ন-বাণ।
হানলে নয়ন-বাণ, জাদু বধলে আমার প্রাণ। (ওরে)
ঝর-ঝর-ঝর নয়ন ঝরে, ভাসল কুল মান,
ধন, মান, যৌবন, বিনা মূল্যে নিলে প্রাণ;
কারে কব বচন, ওরে জুড়াবে রে প্রাণ॥
(রেকর্ড নং : ১৩৮৬৪)

গৌরী • একতাল

হরি বলে ডাক রসনা (এই বেলা রে)
আর এমন দিন পাবে না রে।
কর হরি ধ্যান, পাবি পরিত্রাণ,
তবে কেন ভুলে রইলি।
হরিনাম আর না নিলে মন,
তবে কিসে তরিবে—
(ভবসিন্ধুপারে কিসে যাবে)
ওরে আমার মন তবে,
(কিসে) ভব-পারাবারে যাবে॥
(রেকর্ড নং : ১৩৮৬৫)

'দি গ্রামোফোন কোম্পানি লিমিটেড' প্রকাশিত 'বড়দিন উপলক্ষে নূতন বাঙ্গালা "হিজ্ মাষ্টারস্ ভয়েস্" রেকর্ড' (ডিসেম্বর ১৯২৬)-এ লেখা হয়েছিল: 'রামবাগানের গায়িকা ইন্দুবালা বিশুদ্ধ রাগিণীতে সুন্দর সুন্দর মনোমুগ্ধকর গান গাহিয়া এ পর্য্যন্ত আমাদের শ্রোতৃগণকে পরিতৃপ্ত করিয়া আসিতেছেন। এবারে তাঁহার দুইখানি মনোহর কীর্ত্তনগানের রেকর্ড বাহির হইল। আমাদের অনুগ্রাহকগণের পরিতুষ্টির জন্য আমরা অনেক বড় বড় নামজাদা কীর্ত্তন-গায়িকার কীর্ত্তন রেকর্ড করিয়া বাহির করিয়াছি, কিন্তু ওস্তাদ গায়িকার মুখে অভিনব ভাবে কীর্ত্তনের গান দুইখানি যে কি সুন্দর হইয়াছে, তাহা না শুনিলে একটা সাধ অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে।' গান দুটি হল :

•

(ওগো) কি দারুণ বুকের ব্যথা।
সে দেশে যাইব যে দেশে না শুনি পাপ পিরিতির কথা॥

পিরিতি মুরতি কভু না হেরিব
এ দুটি নয়ন কোণে॥
পিরিতি নগরের বসতি ত্যজিয়া
যাইব গহন বনে॥
পিরিতি বলিয়া এ তিন আখর
ভুবনে আনিল কে!
মধুর বলিয়া ছানিয়া খাইনু
তিতায় তিতিল দে[হ]॥
পিরিতি পিরিতি মধুর মুরতি
এ তিন ভুবনে কয়।
পিরিতি করিয়া দেখিনু বুঝিয়া
কেবল গরলময়।
কে বলে পিরিতি ভালো।
হাসিতে হাসিতে করিয়া পিরিতি
কাঁদিয়া জনম গেল।
(রেকর্ড নং : পি ৮১১০)

•

(হায়) কিশোরী আর বাঁশরি
শুনবে না সে রাগ করেছে।
কবে কালোশশী বাজিয়ে বাঁশি
তারে বুঝি গাল দিয়েছে॥
যমুনাতে আর যাবে না
গুরুজনার গাল খাবে না (কিশোরী)
প্রাণ নিয়ে লুকো-চুরি খেলা সে ছেড়েছে।
এবার ঘরের কাজে সকাল সাঁজে মন প্রাণ রাই সব ঢেলেছে।
কালো নাম যে শুনাবে
তার সঙ্গে না কথা কবে
কালার সঙ্গে প্রেম করে সে কালি মেখেছে।
ভাবে কি করিলে তারে ভোলে কালোই রাধার কাল হয়েছে॥
(রেকর্ড নং পি ৮১১০)

ইন্দুবালা-র গাওয়া আরো দুটি গান। প্রথমটির গীতিকার সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, দ্বিতীয়টির মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

•

রঙে বাউল সেজে এলাম পথে ধেয়ে,
রাঙা আবির মেখে নব ফাগুন পেয়ে!
দোলে দোলায় হিয়া,
কোন স্বপন-প্রিয়া,
আজ সবার চোখে তাই তাকাই চেয়ে॥
(রেকর্ড নং : এন ৭৩৪২)

•

আনন্দ আজ সেজে এল[১]
লাল চেলির ঐ সাজে!
তারে বরণ করে নিলে আকাশ
আপন হৃদয় মাঝে!
ঐ লালের আভা চুরি করে,
পলাশ অশোক লাল হল রে,
তাইতে আজি সারা ভুবন
রঙিন হয়ে রাজে।
হৃদয়-মাঝে রাঙা কমল,
খুলে দিল হাজারো দল,
সেই আনন্দ ধরার বুকে[২]
তালে-তালে বাজে।
(রেকর্ড নং : এন ৭৩৪২)

পাঠান্তর : ১ বসন্ত আজ সেজে এল। ২ সেই বসন্ত ধরার বুকে।

'দি গ্রামোফোন কোম্পানি লিমিটেড' প্রকাশিত 'নূতন বাঙ্গালা হিজ্ মাষ্টারস্ ভয়েস রেকর্ড' (আগস্ট ১৯২৭)-এ লেখা হয়েছিল : 'পূর্ব্ববঙ্গের প্রথিতনাম্মী বাইজী গোবিন্দরাণী দুইখানি প্রেমের গান এবারে গাহিয়াছেন। সঙ্গীতকুশলা গায়িকার মুখে ভাবের সহিত গীত গান দুইখানি কি সুমধুর হইয়াছে তাহা রেকর্ডখানি না শুনিলে বুঝিতে পারা যায় না। আমরা এই গান দুখানি শ্রোতাদের শুনিতে অনুরোধ করি।'

জংলা ●

আমার উদাস হৃদয়ে যা ছিল আপন ফেলেছি হারায়ে।
আকুল হইয়া খুঁজি চারিধার
কেমনে ছিঁড়িল গাঁথা ফুলহার
অথবা দিয়াছি নিমিষে ভুলিয়া তাহারি চরণে পরায়ে॥
থাকে থাকে আসে নয়নেতে জল
কেন হেন আজি পরান বিকল
লয়েছে আমার নিজস্ব সম্বল তাহারি আপন করিয়ে॥
(রেকর্ড নং : পি ৮৯০৪)

আশা ভৈরবী ●

না বুঝে তোমারে ভালোবাসে হে যে জন।
সেই তো প্রেমিক তব মনের মতন॥
না দেখে কেমন করে
আশায় জীবন ধরে
কিছুতে নাহিকো ডরে আমার মন।
গোপনে তোমারে লয়ে
প্রাণে প্রাণে এক হয়ে
নীরবে সে সদা করে প্রেম আলাপন॥
(রেকর্ড নং : পি ৮৯০৪)

'এস, এন, ভট্টাচার্য্য' কর্তৃক প্রকাশিত (নভেম্বর ১৯২৫) 'নূতন রেকর্ড সঙ্গীত' ক্যাটালগ থেকে গোবিন্দরাণী বাই-এর গাওয়া আরো দুটি গান :

বেহাগ •

নিতান্ত আমারি তবু যেন সে আমার নয়।
নিতি নিতি দেখি তবু নাহি পাই পরিচয়॥
যত ভালোবাসি যেন তত ভালোবাসি নাই,
যত পাই ভালবাসা আরো চাই আরো চাই॥
পলকে তাহারে পাই,
পলকে হারায়ে যাই,
মিলনে নিখিলহারা বিরহে নিখিলময়॥
(রেকর্ড নং : পি ৬৯৪৭)

সোহিনী •

প্রেম যে মাখা বিষে, জানিতাম কি তায়।
তা হলে কি পান করি মরি যাতনায়॥
প্রেমের সুখ সে সখি পলকে ফুরায়,
প্রেমের যাতনা হৃদে চিরকাল রয়॥
প্রেমের কুসুম সে তো পরশে শুকায়,
প্রেমের কণ্টকজাল ঘুচিবার নয়॥
(রেকর্ড নং : পি ৬৯৪৭)

'নূতন বাঙ্গালা "হিজ মাষ্টারস্ ভয়েস" রেকর্ড' ক্যাটালগে (নভেম্বর ১৯২৭) নীচের গান দুটি পাওয়া যায়। দ্বিতীয়টি গোবিন্দরাণী বাই -লিখিত।

মালকোষ •

হেরিব না সখি কালো বরণ।
মুছায়ে দেগো তোরা নয়ন-অঞ্জন॥
যে যে সখি কালো আছে আসিতে দিও না কাছে
কৃষ্ণ মনে পড়ে পাছে হেরিলে বদন॥

কোকিল তমাল পরে যদি কুহু রব করে
বোলো তারে স্থানান্তরে করিতে গমন ॥
(রেকর্ড নং : পি ৯৩৩৩)

খাম্বাজ ●

আর কি সময়   নাহি রসময়
বাজাতে মোহন বাঁশি।
তোমারে হেরিতে   কাননে আসিতে
নিরন্তর অভিলাষী ॥
কে বলে সরল   বাঁশিটি তোমারি
তা হলে কি মন প্রাণ লয় হরি
ছাড় না ছলনা   কপট শ্রীহরি
শ্রীমতী গোবিন্দ তোমারি দাসী ॥
সদা গুরুজন   নিকটেতে রই
বাঁশি শুনে প্রাণে ব্যাকুলিত হই
আমার প্রাণের   দুঃখ কারে কই
প্রতিবাদী প্রতিবাসী ॥
(রেকর্ড নং : পি ৯৩৩৩)

'হিজ্ মাষ্টারস্ ভয়েস্' প্রকাশিত সচিত্র 'হিজ মাষ্টারস্ ভয়েস, জেনোফোন ও টুইন রেকর্ড সঙ্গীত' (১৯২৯)-এ গোবিন্দরাণী বাই-এর গাওয়া আরো দুটি জনপ্রিয় গানের উল্লেখ পাওয়া যায়। দ্বিতীয়টির গীতিকার রজনীকান্ত সেন।

ভৈরবী ●

আমি রব চিরদিন তব পথ চাহি।
ফিরে দেখা পাই আর নাই পাই ॥
অবহেলা অপমান, বুক পেতে লব প্রাণ,
ভালো বেসেছিলে জানি, মনে শুধু রবে তাই ॥
আমি তবু তব লাগি, দিবানিশি রব জাগি,
এমনই যুগ যুগ জনম বাহি ॥
(রেকর্ড নং : পি ৬৭২০)

পিলু বারোয়াঁ •

নয়নের বারি নয়নে রেখেছি হৃদয়ে রেখেছি জ্বালা।
শুকায়ে গিয়াছে প্রাণের হরষ শুকায়ে গিয়াছে মালা॥
দেখা দিবে বলে কেন দিলে আশা
আশা পথ পানে চাহিয়ে রই।
(আমার) ভেঙে গেছে বুক, ভেঙেছে পরান
সময় থাকিতে আসিলে কই॥
(রেকর্ড নং : পি ৯৪০৩)

আর-এক বাইজি কৃষ্ণভামিনীর গাওয়া দুটি গানেরও উল্লেখ মেলে এই বইতে। রেকর্ডের প্রথম পিঠের গানটি রবীন্দ্রনাথ-লিখিত ভৈরবী রাগে নিবদ্ধ 'ও যে মানে না মানা...' (রেকর্ড নং পি ১৭৪০), আর উলটো পিঠের গানটি হল :

জংলা •

সখি নিজে না বুঝি তোরে বোঝান দায়।
তবে কেন মিছামিছি কাঁদিয়ে কাঁদায়॥
কাঁদিলে মিটিত যদি, কেঁদে বহাতাম নদী,
আমার আশা ছিল যে অবধি চেয়েছে বিদায়॥
ভেবেছিনু মনে মনে এ ফুল ফুটিবে বনে,
মিশিয়া শিশির সনে ঝরে বসুধায়॥
নিশীথে অপরে এসে নিল প্রাণ ভালোবেসে,
আগে না বুঝিলে শেষে প্রমাদ ঘটায়॥
(রেকর্ড নং : পি ১৭৪০)

বিছুয়া বাই (মিস বেদানা)-এর গাওয়া এই দুটি গানের উল্লেখও এই বইতে আছে।

আশাবরী •

তোরা কারে বা ডাকিস গো, আর কে রাখিবে জাতি কুল?
কুলনাশা কালা যত কুলবতীর হয়েছে চক্ষুশূল॥
ভালো যদি চাও এখন নাম ছাড়, কালামুখী নাম যত পার কেন
প্রাণখানা নিয়ে পাষাণে আছাড়ে কাঁদাকাটা করা ভুল॥
(রেকর্ড নং : পি ৯৭৬২)

আমারে ভুলিয়া সখা আজি যদি সুখ পাও।
অতীতের স্মৃতি তবে ভুলে যাও, ভুলে যাও॥
যদি কভু মধুরাতে, নিদহারা আঁখিপাতে
পিয়ামুখ পানে চেয়ে প্রভাতের দেখা পাও।
এ নয়নে চেয়ে থাকা যেন সখা ভুলে যাও॥
যদি প্রেম আলাপনে, কথা নাহি পড়ে মনে,
পরানের আকুলতা অধরে আঁকিয়া দাও।
আনমনে মোর কথা যেন সখা ভুলে যাও॥
(রেকর্ড নং : পি ১১৫৯০)

শ্রীশচন্দ্র দে প্রকাশিত 'রেকর্ড সঙ্গীত' (সেপ্টেম্বর ১৯৩২)-এ দেবী বাই (দেববালা দাসী)-এর গাওয়া দুটি গানের উল্লেখ মেলে।

•

আয় সবে মিলি নাচি হেলি দুলি ঘেরি ঘেরি করি গান।
আমরা অবলা গাঁথি ফুলমালা অলি করে মধু পান।
আয় আয় আয় গাঁথি মালা
আমরা যত কুলবালা—
সাজাব বনফুলের মালা উড়াব ফুলনিশান॥
(রেকর্ড নং : পি ১১৫৫১)

জংলা •

কি সুন্দর ফুল ফুটেছে বাগানে।
ঝাঁকে ঝাঁকে অলি পড়ে ঢলি ঢলি মত্ত মধুপ মধুপানে॥
শীতল বাতাস বয় হেসে হেসে কথা কয়
যেন প্রাণ কেড়ে লয় অধরের সুধা দানে॥
গুন্ গুন্ গুন্ রবে বাজিছে মধুর স্বরে
কোকিলের পঞ্চম সুরে আঘাত করিল প্রাণে॥
(রেকর্ড নং : পি ১১৫৫১)

এই বইতেই মিস্ হরি বাইজি-র গাওয়া এই কয়খানি গানেরও উল্লেখ পাওয়া যায়

জিলা •

বাঁশিতে আজ কে জাগালে সুরের স্বপন প্রাণে
সখি পাগল করা তানে।
শিহরিয়া ওঠে হিয়া মানা নাহি মানে॥
চাঁদিনী চকিতে মেলে অলস মদির আঁখি
সমীরণ বেণু বনে জাগে ফুল-রেণু মাখি
ভ্রমরা বিভোলা ভোলে নিরজনে গাওয়া গানে ফুল-বঁধু কানে॥
কেতকী কুঞ্জবনে সখি একি চমক লাগে
লুটিয়ে পড়ে আঁচল অজানা কার অনুরাগে
যে ব্যথা বুকের মাঝে গুমরে লাজে
সখি, মন মাতান বাঁশির তানে আপন হারা হৃদয় দানে॥
(রেকর্ড নং : এন ৩৮১৭)

বেহাগ •

মন দিয়ে ফের মন নিতে চাও কেমন ধারা মন তোমার।
মন কি আমার বাসি মালা নেই কিছু তার রংবাহার॥
মানুষ কি গো ফুলের মতন রাত ফুরুলেই যায় সে ঝরে
ভাবছ কি প্রেম বাতির-আলো নিভিয়ে দিলেই প্রাণ আঁধার॥
কইলে কথা বাসলে ভালো পরলে মালা গাইলে গান
কেমন করে পাথর হয়ে ভুলব আমি সব আবার॥
(রেকর্ড নং : এন ৩৮১৭)

•

আজি প্যারি মোর গাগরি ছলকে যায়
উছলি রূপ সুরায়।
অঙ্গরাগে ভৃঙ্গ পিয়াসে ধায়॥
মিলনের সাঁঝে বাঁশরি বাজে
বুঝি প্যারি মনোমাঝে

বাঁশরি স্বরে হিয়া ফুকারে
বুঝি ছন্দে ছন্দে বন্দে শ্যামরায়।
যমুনারই ওই কালো নীরে
গোরি গাগরি ভরে ধীরে
উছলি হৃদয় যৌবন লুটায়
কমল ঝলমলে বুঝি পায় পায়
চরণ ঘাতে নূপুর মাতে
মত্ত চিত্তে নৃত্যে ঘুঙুর ঘায়॥
(রেকর্ড নং : এন ৩৮৪১)

•

শিখি পাখাচূড়ে অপরূপ সুরে
শ্যাম তোলে আজ বাঁশরি
যমুনারি পথে চলে গোরি
পিছু পিছু চুপিসাড়ে হাসে কালা আঁচল ধরি।
চরণে চরণে নূপুর ঘায় রণণ ধ্বনি তুলিয়া যায়
ছলনে ললনে মন ভুলায় কুল শীল সব পাশরি॥
মুচকি হাসি নয়ন ঠারি বলে সজনি তোমারি তোমারি
কেন এত ছলা চতুরা বালা খোঁজ যারে তুমি দিবা বিভাবরী॥
(রেকর্ড নং : এন ৩৮৪১)

অমৃতলাল বসু -সম্পাদিত 'বীণার ঝঙ্কার' (১৯২৬) গ্রন্থে সংকলিত কয়েকজন বাইজির গাওয়া রেকর্ড-ধৃত কিছু গান, যা বারপল্লীর বাইরেও জনপ্রিয় হয়েছিল। রেকর্ড নম্বরের উল্লেখ নেই।

মেজি বাইজি গীত গান

হাম্বির • ত্রিতাল

তারে ভালোবেসে কত পাই যাতনা।
মনেরে বুঝাইয়া রাখি আঁখি মানে না॥
মনে করি ভুলি ভুলি, ভুলিতে নাহিকো পারি,
আঁখি যে তার পোষা পাখি, যে প্রাণ জানে না॥

বেহাগ খাম্বাজ •

যে জন জানে না পোড়া প্রণয়েরি যাতনা,
সে জন সৎপথে থাকে, প্রেম-পথে নামে না।
মনের যাতনা হতে অধিক জ্বালা প্রণয়েতে,
চক্ষে বুকে রেখে তারে তবু মন পেলাম না॥

জ্ঞানদা বাইজি গীত গান

মিশ্র খাম্বাজ •

নধর অধরে সুধারই ধারা ঢালি শশধর লুকাল ওই,
আমি যে পিয়াসী চকোরী অধীরা, সুধার পিপাসা মিটিল কই।
চাঁদবদনে বদন রাখি, অধরের সুধা অধরে মাখি,
প্রেম-সোহাগে ঘুমায়ে থাকি, সে আশা মিটিল কই—
হতাশ প্রাণে আকাশ পানে কেবল চাহিয়া রই॥

সিন্ধুড়া •

যে কালার পিরিতে আমার মন মজিল সখি রে
মনে করি ভুলে থাকি, ভোলা নাহি যায় সখি,
যেদিকে ফিরাই আঁখি পাই দেখিতে॥
যে শুনেছে বাঁশির গান, হারায়েছে কুলমান
যমুনা বহে উজান, বাঁশির সুরেতে॥

বসন্ত বাইজি গীত গান

ভৈরবী •

সদা প্রাণ তোরে কেন চায়।
ভালোবাসার মুখে আগুন শত্রু বেড়ে পায়॥
ভালোবেসে খুব জেনেছি, হাতে হাতে ফল পেয়েছি
সারারাত কেঁদে মরেছি, তোমার ধরে দুটি পায়॥

সিন্ধু কাফি •

কোথাকার কালো পাখি মাঝে মাঝে দেয় গো দেখা,
লোকে তারে কোকিল বলে, ও তার কালো দুটি পাখা।
পাখি বড় সর্বনেশে, আসে ফাগুন চৈত্র মাসে,
পাখি হত যদি বারোমেসে, ভার হত যৌবন রাখা॥

পিলু বারোয়াঁ •

প্রাণ কী চায়রে কে জানে।
পোড়া মন থাকে না এখানে॥
হায় রে, যদি চকোর হতেম, উধাও হয়ে উড়ে যেতেম,
আশ মিটায়ে সুধা খেতেম,
চেয়ে রইতাম চাঁদের পানে॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ •

ছি ছি নিঠুর কপট তুমি প্রাণসখা।
বলো কি দোষ করেছে দাসী, কেন দাও না দেখা॥
মেরে গেছ আড়নয়ন, জান না কি প্রাণধন,
তখনি ভুলেছে রে মন, হৃদয়ে মুরতি আঁকা॥

কুসুম বাইজি গীত গান

ভৈরবী • দাদরা

কেন মন তারে চায় (গো)।
অপমান অযতন কথায় কথায়।
দুঃখী বই সুখী নই
লাজেতে বুক ফেটে যায় (গো)॥

ভৈরবী • দাদরা

আমার মন-আশা করিয়ে নৈরাশা
কার আশা পুরাইলে সজনি।

যদি তার দেখা পাই, পিরিতি ফিরে চাই,
সে না দিলে আমি দিব এখনি ॥
দু দণ্ড হেসেখুশে, দু দণ্ড কাছে বসে,
কুল মজাল কুলকামিনী ॥

কালেংড়া •

জানি না হে তুমি কেন ভালোবাস আমারে,
যে করে আমারি মন বলিব তা কাহারে।
মদনেরি ফুলবাণ, সতত হানিছে প্রাণ,
সদা তাপিতেছে গাত্র, দগ্ধ করে আমারে ॥

সরলাসুন্দরী বাইজি গীত গান

ভৈরবী •

আর কি আমার গোলাপ গাছে ফুটবে গোলাপফুল
রস থাকতে জল না দিয়ে শুকিয়ে গেছে মূল ॥
গোলাপ আমার তরুলতা, লতায় পাতায় গোলাপ গাঁথা,
গোলাপ আমার হৃদে গাঁথা, গোলাপ কানের দুল ॥

বেহাগ •

কে জানে প্রেম-তরুমূলে বিচ্ছেদ-ভুজঙ্গ ছিল।
লঘুপাশে বন্দী হয়ে শেষে প্রমাদ ঘটিল ॥
সুখফল খাব বলে, গিয়েছিলেম তরুমূলে,
ভুজঙ্গেরি কোপানলে, দংশিয়ে দাহন হল ॥

খাম্বাজ •

দিদি লো মেদিপাতা নখগুলোতে পরিয়ে দে না;
সোনেলা আলতা গুলে রাঙা গালে মাখিয়ে দে না।
কেওয়া খয়ের দিয়ে পানে, প্রাণ বঁধুয়া মজবে প্রাণে,
বেণীতে ঝাপটা দিয়ে লপচপানি শিখিয়ে দে না ॥

বিভিন্ন মঞ্চনাটকে নাট্যকারদের লেখা খেমটাওয়ালি, নাচনেওয়ালি, পানওয়ালি, বেশ্যা, বারাঙ্গনা, বারবনিতা, বাইজি চরিত্রের গান পাওয়া যায়। এইসব গানের কয়েকটি—

একেই কি বলে সভ্যতা (মধুসূদন দত্ত ; মঞ্চায়ন ১৮৬৫)

শঙ্করা • আড়খেম্‌টা

এখন কি আর নাগর তোমার
আমার প্রতি, তেমন আছে।
নতুন পেয়ে পুরাতনে
তোমার সে যতন গিয়েছে।
তখনকার ভাব থাকত যদি,
তোমায় পেতেম নিরবধি
এখন, ওহে গুণনিধি,
আমার বিধি বাম হয়েছে।
যা হবার আমার হবে
তুমি তো হে সুখে রবে,
বলো দেখি শুনি তবে
কোন নতুনে মন মজেছে॥

[গানটি গোপালচন্দ্র দাস-এর রচনার দু-একটি শব্দ বাদে সম্পূর্ণ ব্যবহার।]

সধবার একাদশী (দীনবন্ধু মিত্র; মঞ্চায়ন ১৮৬৬)

মুলতান • আড়াঠেকা

চল লো সজনি সবে সরোজ কাননে যাই
সুশীতল সমীরণে জীবন জুড়াই।
বিনে নটবর, জ্বলে কলেবর,
তাপিত অন্তর পুড়ে হল ছাই॥

পারস্য-প্রসূন (গিরিশচন্দ্র ঘোষ ; মঞ্চায়ন ১৮৮৭)

সিন্ধু • খেম্‌টা

রসের গুঁড়ো বুড়ো আমার,
খায় না কেবল আড়ে গেলে।

ছোঁয় না শরাব নিষ্ঠে ভারি,
আলগোছে দেয় গালে ঢেলে।
ভাবে মজে চোখ বুজে থাকে,
নেটি-পেটি কাছে আসে, যে তারে ডাকে,
আত্তিশো সে সবার মন রাখে;
সদা চায় প্রাণ ঢেলে দেয়,
প্রাণের মতন প্রাণ পেলে,
আগাগোড়া চলে এক চেলে॥

হিরণ্ময়ী (অতুলকৃষ্ণ মিত্র; মঞ্চায়ন ১৮৮৯)

মিশ্র • খেম্‌টা

গয়লা দিদি লো, তোমার ময়লা বড় প্রাণ।
তুমি সেরেক্কে জল দু সের ঢেলে
দুধে ডাকাও বান— দুধে ডাকাও বান।
তোমার হাত পা দোলা, কোমর দোলা সার,
দোলায় নাই কিছু বাহার,
আমার কেঁড়ে থই থই অথই জলে
ভর্তি কানে কান, ভর্তি কানে কান॥

বেশ্যার ছেলের অন্নপ্রাশন (পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য, ১৮৮৯; মঞ্চায়ন হয়নি)

খাম্বাজ • ত্রিতাল

যত ভালোবাস প্রাণ জেনেছি তা মনে মনে।
ভালোবাসিলে কি বাসে থাকিতে নিশিদিনে।
পেয়ে নূতন ভালোবাসা, ভুলেছ সে ভালোবাসা,
করেছ তার বাসে বাসা, বুঝেছি হে এতদিনে॥

রাজাবাহাদুর (অমৃতলাল বসু; মঞ্চায়ন ১৮৯১)

•

পোরার মুয়ে নারার আগুন বুহিনে-মাগুর বাই,
চল তো চল হালার পুত দ্যাশে লয়ে যাই।

জলাবুঁয়ে রাখমু গারে, বিছাই দিমু ঝারু মারে,
তোর কাচা মাথা কচমচায়ে চাবায়ে না খাই।
আদুর গায়ে দেদার ঝারু দূর, দূর, দূর, দূর,
আগুরির পুত বাঁদির বিটা রাজা বাহাদুর।
মাগুরে ছারি মাগীর বারি আইছো হালার পুতি,
তোর বুকের ছাতি করমু গুরা মারে মারে লাথি,
কসবি-গরে আইসে বান্দর, রাজা অইবে গবাচন্দর,
তোর অন্দরেতে হুন্দর মাগু যাবা না তার ঠাঁই।
ব্যালেল্লা নোচ্ছার পাজি মুয়ে আকার ছাই।
আতুর-গরে লবণ মুয়ে দ্যায়নি কেন দাই॥

ঋষ্যশৃঙ্গ (রাজকৃষ্ণ রায়; মঞ্চায়ন ১৮৯২)

•

ধরব বনের হরিণে, যাই লো ভেসে আয়
ধীরে ধীরে চলছে তরী মৃদুল মৃদুল বায়॥
মোহন-বাগান তরীর মাঝে
আমরা সাজি মোহন সাজে
কেটে জল কল্ কল্ কল্ তরী বয়ে যায়,
দেখলে তরী কর্ণধারী মুনির মন টলায়॥

কষ্টিপাথর (রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়; মঞ্চায়ন ১৮৯৭)

বাউলের সুর •

বাবুদের পায়ে নমস্কার!
বিশেষত সোনাগাজি, টিরেটা বাজার।
টিরেটা শুঁটকি মাছের হাট, (বাপ) লোকের কী জমাট
যার গন্ধে পেটের নাড়ি ওঠে তাইতে মনের আঁট?
বলিহারি শুঁটকি খেকোয়, বলিহারি নোলায় তার!
(যখন) রুইকাতলার গলায় দড়ি, হাজা শুকোর নেই বিচার।
সোনাগাজি বাজার পিরিতের, পিরিত টাকা টাকা সের,

(যত) শুকো চিমসি, রুখো আমসি, ভাপনাতে জাহের;
(তবু) গাড়ি জুড়ি, ভুঁড়ির বহর, দিনে রেতে ঠেলা ভার,
কমল মরে মধু বয়ে, খড় কাটে ভ্রমরার সার।
দুটো মিঠে খিলি খাও, মুখে রস করে নে যাও,
রোজ তো ছোট মরুভূমে, রস কি সেথা পাও?
তাজা পাতার ভাঁজা দোনা, ওপর সরু নীচে সার,
ফাঁপা হয় নিও না টেপো ভেতরে মাল চমৎকার॥

কাজের খতম (অমরেন্দ্রনাথ দত্ত; মঞ্চায়ন ১৮৯৮)

•

বেশ্যাগিরি কী ঝকমারি করব নাকো আর
জেনে শুনে প্রাণে প্রাণে সমজিছি এবার।
গিয়াছে যৌবন কেটে, (দিতে) একমুঠো ভাত পেটে,
জোটেনাকো মোটে
(এখন) ছাত পিটি পট পট, করি খিদের জ্বালায় ছটফট,
নাচার হয়ে আচার হারা, হারিয়েছি বিচার॥

ত্র্যহস্পর্শ (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়; মঞ্চায়ন ১৯০০)

•

দূরে থেকে দেখতে ভালো, দেখো নয়ন মেলে।
পস্তাবে গো আরো বেশি কাছে ঘেঁষে এলে।
আমরা, হেলছি দুলছি তুলছি ফণা, কাল ভুজঙ্গিনী,
একান্তই মন্দভাগ্য ঘেঁষে আসেন যিনি।
পাশ কাটিয়ে চলে যেও পথে দেখা পেলে।
আমরা, নিজে পুড়ি, অন্যে পোড়াই, কেরোসিনের আলো,
দেখো ভুলে হাত দিওনা,— চাহ্ যদি ভালো;
জ্বলবে তখন বিষম রকম হাত পুড়িয়ে ফেলে।
আমরা যাচ্ছি বয়ে ভবের মাঝে, রূপের মহানদী,
তীরে থেকে দেখো তারে,— দেখতে চাহ্ যদি,
রূপতরঙ্গে ঝাঁপ দিও না, ঝাঁপ দিলে তো গেলে॥

কুব্জা ও দর্জি (চুনীলাল দেব; মঞ্চায়ন ১৯০১)

খাম্বাজ ● দাদরা

মনের মতন ভাতার কে আছে?
ইশারায় যাবে সরে,
ডাকলে পরে অমনি আবার আসবে কাছে।
চুন খসবে না পানে, ভাববে না প্রাণ অভিমানে,
দেবে না আলগা বাঁধন, রাখবে সদাই টানেটানে।
হাবে ভাবে মন জোগাবে, রসিক হলে কতই বোঝে
চোখের বালাই, ঘ্যানঘ্যানানি, ধরে আঁচল ফেরে পাছে॥

বরুণা (ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ; মঞ্চায়ন ১৯০৮)

ভৈরবী ● কাহারবা

বাজারে করব বেচাকেনা—
সাজিয়ে দেব রূপের ডালি,
ভরা বুক করব খালি,
খরিদ্দার জুটবে হাজার, করবে আনাগোনা।
নয়নবাণে হানব শেল,
আসল খাঁটি নয়কো ভেল,
দেখিয়ে দেব আত্মারামের খেল
ও হো হো বনবিড়ালের বিকিয়ে পেটি, নেব আঁচল ভরে সোনা।

খাসদখল (অমৃতলাল বসু; মঞ্চায়ন ১৯১২)

ভৈরবী ● খেম্‌টা

ওগো কেউ বলো না গো আমার ভাতার কেমন মিষ্টি!
আমার সুদু হয়েছিল ছেলেবেলায় ছেলেখেলা করে শুভদৃষ্টি।
ভাতার কেমন মিষ্টি।
মিষ্টি গুড়, মিষ্টি চিনি, আর মিষ্টি মধু
কিসের মতো মিষ্টি হ্যাঁগা, সাতটি পাকের বঁধু
সে কি তেষ্টার জল, চেষ্টার ফল, না জষ্টিমাসে দুপুরবেলা বৃষ্টি।

ভাতার কেমন মিষ্টি।
মিষ্টি ছিল বাবার আদর, আর মায়ের কোল,
ফাল্গুন মাসে ফাগের খেলা, কচি আমের ঝোল,
তার চেয়ে মিষ্টি ভাতার, নারীর ধর্ম কর্ম ইষ্টি
কত মিষ্টি সেই বিধাতা, যার মিষ্টি ভাতার সৃষ্টি।
ভাতার কেমন মিষ্টি॥

উর্বশী (অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়; মঞ্চায়ন ১৯১৯)

•

কে নেবে প্রাণ ?
নয়কো বাসি, পাঁচঘাটা সে— টাটকা ফুলের ঘ্রাণ।
রামধনুকের রং ফলানো স্বপ্ন দিয়ে গড়া,
ভালোবাসার রসান দেওয়া— খাস্তা মিঠে কড়া,
কচি বুকে আটকে রাখা— ঢাকা অভিমান।
বসন্ত ঘুম ভাঙিয়ে গেছে, সাধের কুঞ্জে ফুল ফুটেছে,
সামাল সামাল রব উঠেছে, মদন হান হান বাণ!
যদি কেউ যত্ন জানো— রত্ন চেনো, আমার এ বিনিমূলের দান।

বৈষ্ণবচরণ বসাক -সম্পাদিত 'বিশ্বসঙ্গীত' (৪র্থ সংস্করণ, ১৯২৭) গ্রন্থে পাওয়া যায় এই বেশ্যা-কথা। গীতিকার অজ্ঞাত।

বাউলের সুর • খেম্‌টা

কলিকাতার বেশ্যাদের লীলা অতি চমৎকার
মায়া বোঝে সাধ্য কার।
হাঠখোলায় আছে যারা বলি তাদের ধারা
কাপড় পরে রাস্তার ধারে নেয় বাহার তারা
আবার ধোপাপাড়া যেমন তেমন দরমাহাটায় চলা ভার।
যেতে নাথের বাগানে, ভয় লাগে মনে,
চাইলে পরে তাদের পানে হাত ধরে টানে,
কেউ বা দিনান্তরে পায় না খেতে, খোঁপা বাঁধার কি বাহার।
জোড়াবাগানে গেলে, মিষ্ট কথা বোলে,
আগে ভুলায়, শেষকালেতে দেয় ফাঁসি গলে,

তাবা লাভে মূলে সব কেড়ে নেয়, কপনি পরা করে সার।
ও [illegible] মালা পাড়াতে, যেতে হয় প্রাণ করে হাতে,
কত খেলা খেলে তারা দিনে রেতেতে —
কেউ মেখে খড়ি, হয় গো ছুঁড়ি, আলতা গালে দেয় আবার।
আছে মনসাতলার গলি, শুন তার কথা বলি,
হাড়কাটে মাথা গলায়ে দেয় নরবলি,
গিলটির গহনা পরে, নোলক নেড়ে, বেড়ায় করে অহংকার।
আগে রামবাগান ছিল, এখন রুপোগাছি হল,
তাদের কথা আজকে হেথা বলব সকল,
কিছুতে কিছু না করতে পেরে, যাত্রার দল করলে সার।
মেছোবাজারের ধরন, কামরূপ কামিখ্যের মতন,
ত্রিসংসারে কোনোখানে দেখি নাই এমন,
আবার সোনাগাছি থাকে যারা কশায়ের মতো ব্যবহার।
দেখে শুনে লাগে ভয়, পরে বা কী হয়,
সকল নষ্ট হচ্চে দেখ নারীর মায়ায়—
তাইতে বলছে হরি, বিনয় করি, বেড়াও হয়ে হুঁশিয়ার ॥

'কুমারী— শ্রীমতী মানদা দেবী' -রচিত 'শিক্ষিত পতিতার আত্মচরিত' (১৯২৯) গ্রন্থে এই দুটি গানের উল্লেখ মেলে।

•

আজি অভিসার রজনী!
কোথা সে আমার কতদূরে তার দেখা পাব বলো সজনি!
প্রেমের কমল ফুটেছিল তারই আলোক রেখার পরশে
দিন দিন করি বিতানু জীবন তাহারই পাবার হরষে।

•

হাত দিয়ে তুই বাঁধলি হাত
প্রাণ দিয়ে প্রাণ বাঁধলি না;
এ যে সোনা ফেলে দিলি গেরো
আঁচলে তা তুই বুঝলি না।

তিরিশ কোটি বন্ধু পেলে
জগৎ জয় অবহেলে
করতিস তা আর পারলি না।

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় -সংকলিত 'বাংলাদেশের সঙ প্রসঙ্গে' (১৯৭২) গ্রন্থে সঙের গানে বেশ্যার দুর্দশা-কথা বর্ণিত। গীতিকার অজ্ঞাত।

•

তৃতীয় অবস্থা মোর জান গো সবাই,
প্রথম দ্বিতীয় সদা রসেতে কাটাই।
ভ্রমরের মতো কত রসিক বঁধু এসে,
লুটিয়াছে অহরহ মধু হেসে হেসে।
যৌবন গিয়াছে চলে— নাই রস আর,
গিয়াছে সকল বঁধু হয়েছে পগার পার।
জীবিকার উপায় এবে নাহিকো সংস্থান,
পথের ধারে বসে তাই বিক্রি করি পান।
কোথায় ছিলাম, কোথায় এলেম, কি করিনু হায়,
নিজের কপাল নিজেই খেয়েছি, পথে বসেছি তায়।
কুল মান ত্যাগ করে, ছেড়ে স্বামীর বাড়িঘর,
না আসলে হায়, ভুগতে হত না এমনি নিরন্তর॥

সংগীত-সারণি

সংগীত-স্বরলিপি

রা । গা রসা সা সা I
এ জ ন - মের্

II ন্া সা সা সা । ন্সা ন্সরসা ণ্ধ্া প্া । প্া প্া প্া প্া । ধ্া সা সা রা I
স ঙ গে - - - কি স ই - - জ ন মে র সাধ্

রা গা গা গা । রগা রগমা মা মা । মা মা মগা মা । মা গা গরা গা I
ফু রা - - - - ই বে - - - কিম্ বা জ ন্ ম

মা পা পা পা । পা পা মপধণা ণধা । পধপা মগা গরা সা । সা রা রসা রা I
জ ন্ মা ন্ ত রে - - - - - এ সা - ধ্ মোর্

রা গা গা গা । রগা রগমা মা মা । মা মা মগা রা । গা রসা সা সা II
পূ রা - - - - ই বে - - - 'এ জ ন - মের্'

সা । ণ্া ধ্া প্া প্া I
বি ধি তো রে -

II ধ্া সা সা ন্সা । ধ্ন্সা সা সা সা । সা সা সা সা । সা রা গা গা I
সা ধি - - - শু ন - - - - জন্ ম য দি দি

মা মা মা মা । গা রা গা গা । গা গা গা মা । মা গা গরা গা I
বে - - - - পু নঃ - - - - আ মা রে - আ

মা পা পা পা । পা পা মপধণা ণধা । পধপা মগা গরা সা । সা রা রসা রা I
বা র - - যে ন - - - - - র ম নী - জ

রা গা গা গা । রগা রগমা মা মা । মা মা মগা রা । গা রসা সা সা II
ন ম - - - - দি বে - - - ‘এ জ ন - মের্’

সা । ণ্া ধ্া প্া প্া I
লা জ ভ য় -

II ধ্া সা সা ন্সা । ধ্ন্সা সা সা সা । সা সা সা সা । সা রা গা গা I
তে য়া - - - - গি ব - - - - এ সা ধ মোর্ পূ

মা মা মা মা । গা রা গা গা । গা গা গা মা । মা গা গরা গা I
রা - - - - ই ব - - - - সা গর্ ছেঁ - চে

মা পা পা পা । পা পা মপধণা ণধা । পধপা মগা গরা সা । সা রা রসা রা I
র ত - ন্ নি ব - - - - - কণ্ ঠে রা খ বো

রা গা গা গা । রগা রগমা মা মা । মা মা মগা রা । গা রসা সা সা II II
নি শি - - - - দি বে - - - ‘এ জ ন - মের্’

[*হারমোনিয়ামে গান শিক্ষা,* দক্ষিণাচরণ সেন]

II মা গা মগা । মা মা মা । পা জ্ঞা জ্ঞা । রা সা সা I
কা য় ক ব দুঃ - খে র - ক থা -

রসা রসা ণ্ধ্া । ণ্া সা রা । মা গা মা । সা রসা রা I
- - ম ন ব্য থা ম - নই জা - নে

- - - । ণ্া সা গা । মা পা পা । পা পা ধা I
- - - অ ব লা কু লে র বা - লা

ণা র্সা র্রা । ণা ধা ণা । পা পা ধা । মা গা গা II
ক ত - জ্বা - লা স য় গো প্রা - ণে

II - - - । ণ্া সা গা । মা পা পা । ধা ধণা পা I
- - - বি ষ ম প্র তি - জ্ঞা ক রি

ধপা ধপা মা । পা গা গা । মা মা পা । মা মা মা I
- - অ ন্ত রে গু ম রে - ম রি -

মা মা মা । ণ্া সা গা । মা পা পা । পা পা ধা I
- - - লা জে প্র কা শি তে না - রি

ণা র্সা র্রা । ণা ধা ণা । পা পা ধা । মা গা গা II
দি বা - নি - শি যা য় রো দ - নে

II - - - । ণ্া সা গা । মা পা পা । ধা ধণা পা I
- - - যৌ ব নে র দুঃ - খ ভা র

ধপা ধপা মা । পা গা গা । মা মা পা । মা মা মা I
- - স হি তে না পা রি - আ র -

মা	মা	মা	।	ণ্া	সা	গা	।	মা	পা	পা	।	পা	পা	ধা	I
-	-	-		না	জা	নি		বা	বি	ধা		তা	-	র	

ণা	র্সা	র্রা	।	ণা	ধা	ণা	।	পা	পা	ধা	।	মা	গা	গা	II II
ক	ত	-		আ	-	র		আ	ছে	-		ম	-	নে	

[*ঐকতানিক স্বর-সংগ্রহ ১, দাশরথি নন্দী*]

II সা গরা । গা মা মা । গা রা । সা ন্া সা I
গি য়ে স - খি য মু না - র

সা সা । গা রা গা । মা পা । মা গা গা I
কূ - লে - - - - - - -

গা গা । গা মা রা । গা পা । ধা না ধা I
হে রি লা - ম কা ল শ শী -

পা ধা । পা মা গা । মা রা । গা রা সা II
ক দম্ বে - র মূ - লে - -

II পা পা । ধা না ধা । র্সা র্সা । র্সা র্সা র্সা I
ম রি সে - মো হ্ ন রূ - প

র্সা র্সা । র্রা র্রা র্সা । না র্সা । ধা পা পা I
জ গ তে - অ তি অ নু প -

গা গা । গা মা রা । গা পা । ধা না ধা I
নি র খি - না গ র ভূ - প

পা ধা । পা মা গা । মা রা । গা রা সা I
কা লি দি - লাম্ কু - লে - -

গা গা । গা গা রা । গা পা । পা পা পা I
শু নি য়ে - মো হ্ ন বাঁ - শি

পা পা । ধা না না । ধা পা । মা গা গা I
ম ন হ ই - ল উ দা সী -

র্সা	ধা	।	পা	পা	পা	।	মা	গা	।	গা	মা	রা	I
কে	ম		নে	-	ভ		ব	নে		আ	-	সি	
গা	পা	।	ধা	না	ধা	।	পা	গা	।	মা	রা	সা	II II
ম	ন		প্রা	-	ণ		গে	ল		ভু	-	লে	

[*রাগের গঠন শিক্ষা* ২, দক্ষিণাচরণ সেন]

II সসা রা ররা মজ্ঞা । জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা । মা মা মা পা । পা পা পা পা I
ছেড়ে দে ছেড়ে দে - - - - আ মার্ পা খি - - - -

পধা পা মা গা । রগা রগমপা মা মা । মা মা মা মা । পমজ্ঞরা সা সা সা I
আ মার্ সা ধে - র্ পা খি - - - - - - - -

পা র্সনা র্সা র্রা । র্সা ণধপা ধনর্সা র্সা । না র্সা র্সা র্সা । র্সা র্সা র্সা র্সা I
বল্ কে তো রা রাখ্ লি - - ধ রে - - - - - -

মা মা মা মা । পধা ণর্সা র্সা র্সা । ধণধা পধপা মপা মজ্ঞা । জ্ঞরজ্ঞরা সা সা সা II
- - - - অব লারে - - দিস্ নে ফাঁ কি - - - -

II মা মা পা ধা । ণা র্সা রর্সা র্সা । না র্সা র্সা র্সা । র্সা র্সা র্সা র্সা I
বাঁ ধা ছি ল প্রেম্ শি - - ক লে - - - - - -

ণধা ণা র্সা র্রা । র্রা র্রা রমর্জ্ঞা র্জ্ঞা । র্রা র্সা নর্সর্রা র্সা । র্সণধা পা পা পা I
কে তা রে নি লে গো - - - - ছ লে - - - -

পা র্সনা র্সা র্রা । র্সা ণধপা ধনর্সা র্সা । না র্সা র্সা র্সা । র্সা র্সা র্সা র্সা I
কো থা গে ল দে গো - - ব লে - - - - - -

মা মা মা মা । পধা ণা র্সা র্সা । ধণধা পধপা মপা মজ্ঞা । জ্ঞরজ্ঞরা সা সা সা II
- - - - হৃৎ,পি ঞ্জ রে - ধ রে রা খি - - - -

II মা মা পা ধা । না র্সা র্রর্সনা না । র্সা র্সা র্সা র্সা । র্সা র্সা র্সা র্সা I
দে খা পে লে এ ক - - বা - - - - - - র্

ণধা ণা র্সা র্রা । র্রা র্রা র্রমর্জ্ঞা র্জ্ঞা । র্রা র্সা নর্সর্রা র্সা । র্সণধা পা পা পা I
ক ভু কি ছা ড়ি ব - - - - আ - - - - র্

পা র্সনা র্সা র্রা । র্সা ণধপা ধনর্সা র্সা । না র্সা র্সা র্সা । র্সা র্সা র্সা র্সা]
চো খে চো খে রাখ্ বো - - তা বে - - - - - -

মা মা মা মা । পা ধা ণা র্সা । ধণধা পধপা মপা মজ্ঞা । জ্ঞরজ্ঞরা সা সা সা II II
- - - - আ র্ কি মু দি ব আঁ খি - - - -

[*স্বরলিপি-গীতি-মালা* ৩, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর]

II - - পা । মা গা গা I সা গা গা । মা পা পা I
- - সে কে ন - আ মা র্ পা নে -

পা পা র্সা । ণা ধা পমগা I মা পা পা । পা র্সা র্সা I
- - ফি রে ফি রে চে য়ে - গে ল -

র্সা র্সা না । না না ননা I র্সা র্সা র্সা । র্সা মা পা I
- - কি যে ন তার্ ম র ম্ - ক থা

র্সা র্সা ণা । ধা পমা গা I মা পা পা । পা র্সা র্সা II
ন য় ন্ কো ণে - ক য়ে - গে ল -

II - - মা । মা মা গা I মা মা মা । পা পা পা I
- - শ র মে মু র ছি - আঁ খি -

পা পা গা । মা পা ধা I ধা ধা ণা । পা পধা ণা I
- - চু রি ক রে ছ বি - দে খি -

ধা ধা না । ননা না না I র্সা র্সা র্সা । র্সা মা পা I
- - ব সন্ ত বা তা - স্ - যে ন

র্সা র্সা ণা । ধা পমা গা I মা পা পা । পা র্সা র্সা II
প্রা ণে র্ মা ঝে - ব য়ে - গে ল -

II - - ধা । ধা ধা না I র্সা র্রা র্রা । র্রা র্রা র্রা I
- - য ত ফু ল্ য ত্ ন ক রে -

র্গর্মর্গা র্মর্গা র্সা । র্সা না র্সা I র্রা র্সা র্সা । ণা ধা ধা I
- - তু লে ছি নু সাঁ জে র বে লা -

ধা ধা না । না না না I র্সা র্সা র্সা । র্সা মা পা I
\- - আঁ চ লে র হি ল - - বাঁ ধা

র্সা র্সা ণা । ধা পমা গা I মা পা পা । পা র্সা র্সা II II
মা লা - গাঁ থা - র য়ে - গে ল -

[*রিজিয়া'র স্বরলিপি*, মোহিনী সেনগুপ্তা]

II - - - মা । পা পা মপা মপধণা । ধা পা মা মা । মা গা গরা গা I
কে ন প্রা - - ণ সঁ পে - - ছি - লাম্

মা পা পা পা । পা মা ধা ধা । ধা ধণা ধণর্সণা ধণধা । পধা পা পা পা I
তা বে - - - তা রে - - তা - · - রে - -

পা পা পা মা । পা পা মপা মপধণা । ধা পা মা মা । মা গা গরা গা I
- - - কে ন প্রা - - ণ সঁ পে - - ছি - লাম্

মা পা পা মা । মা ধা ধা ধা । ণধা পধণর্সা র্সা র্সা । না র্সা র্সা না I
তা রে - হে রি তে - - - - - বা স না - ই

র্সা র্সা র্সা র্সা । র্সা সর্মা র্গর্মা র্রা । র্সা না র্সা র্সা । নর্সা নর্সর্রর্সা ণা ধণা I
লে - - - ভা সি - অ কূ ল পা - থা - রে -

ধণর্সণা ধপা পা মা । পা পা মপা মপধণা । ধা পা মা মা । মা গা গরা গা I
- - - কে ন প্রা - - ণ সঁ পে - - ছি - লাম্

মা পা পা পা । পা পা পা পা । পা পা পা পা । পা পা পা পা II
তা রে - - - - - - - - - - - - - -

II - - - মা । মা ধা ধা ধা । ণধা পধণর্সা র্সা র্সা । না র্সা না র্সা I
- - - মি ল ন - - - - - ত রী আ মা র

র্সা র্সা র্সা র্সা । না র্সা র্সা র্সা । না র্সা নর্সা নর্সর্রর্সা । ধণা ধণর্সর্ণা ণা ধা I
- - - ভে ঙে ছে - মা ঝা র - - - - তা র

ধা ধা ধা পা । ধা পমা গরা গা । গা মা মা পা । মা পা পা পা I
- - - কে ম নে - - - হ ই ব পা র - -

পা মগা গা মা । পা পা র্সা না । র্সা র্সা র্সা র্সা । নর্সা নর্সর্রর্সা ণা ধণা I
- - আ মি প ড়ে ছি বি ষ ম - - ফে - রে -

ধণর্সণা ধপা পা মা । পা পা মপা মপধণা । ধা পা মা মা । মা গা গরা গা I
- - - কে ন প্রা - - ণ সঁ পে - - ছি - লাম্

মা পা পা পা । পা পা পা পা । পা পা পা পা । পা পা পা পা II II
তা - রে - - - - - - - - - - - - -

[*হারমোনিয়ামে গান শিক্ষা*, দক্ষিণাচরণ সেন]

সূত্র-সহায়ক

গ্রন্থ

অপরাধ-জগতের ভাষা ও শব্দকোষ, ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক ; দে'জ পাবলিশিং ১৯৯৩
আকাদেমি বানান অভিধান, পবিত্র সরকার, অমিতাভ মুখোপাধ্যায় ও প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত (স) ; পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৮
আত্মজীবন-চরিত, দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়; প্রজ্ঞা প্রকাশন, ১৯৯০
আমার কথা ও অন্যান্য রচনা, বিনোদিনী দাসী; সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও নির্মাল্য আচার্য (স); সুবর্ণরেখা, ১৯৮৭
ইন্দুবালা, বাঁধন সেনগুপ্ত; মৌসুমী প্রকাশনী, ১৯৮৪
উনিশ শতকে ঢাকার থিয়েটার, মুনতাসীর মামুন; বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৭৯
উনিশ শতকের কলকাতার অন্য সংস্কৃতি ও সাহিত্য, সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়; অনুষ্টুপ, ১৯৯৯
উমরাওজান, মির্জা মহম্মদ রুশোয়া; সুনীলকুমার বসু (অ); সুবর্ণরেখা, ১৯৯৮
ঐকতানিক স্বর-সংগ্রহ ১, দাশরথি নন্দী; দি নিউ বেঙ্গল প্রেস, ১৮৮৫
কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত ১, বিনয় ঘোষ; বাক-সাহিত্য, ১৯৯০
কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত ২, বিনয় ঘোষ; বাক-সাহিত্য, ১৯৯৭
কলকাতার পুরাকথা, দেবাশিস বসু (স); পুস্তক বিপণি, ১৯৯০
কলকাতার রঙ্গিণীকথা, রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়; প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্ প্রা. লি., ১৯৯৪
কলিকাতা সেকালের ও একালের, হরিসাধন মুখোপাধ্যায়; নিশীথরঞ্জন রায় (স); পি. এম. বাক্‌চি অ্যাণ্ড কোম্পানি প্রা. লি., ১৯৮৫
কলিকাতার ইতিবৃত্ত ও অন্যান্য রচনা, প্রাণকৃষ্ণ দত্ত; দেবাশিস বসু (স); পুস্তক বিপণি, ১৯৯১
কলিকাতার চলাফেরা সেকালে আর একালে, ক্ষিতীন্দ্রমোহন ঠাকুর; কল্পন, ১৯৮৮
কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা, মহেন্দ্রনাথ দত্ত; দি মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি, ১৯৮৩

কামসূত্র, বাৎসায়ন; সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ (অ); মৌসুমী প্রকাশনী, ১৯৮৩
কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকৃত মহাভারত, রাজশেখর বসু (অ); এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রা. লি., ১৯৮৬
কেয়াবাৎ মেয়ে, শ্রীপান্থ; আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., ১৯৮৮
গিরিশ গীতাবলী, অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (স); গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ১৯০৩
গিরিশ রচনাবলী ৩, দেবীপদ ভট্টাচার্য (স); সাহিত্য সংসদ, ১৯৭২
গিরিশ রচনাবলী ৫, দেবীপদ ভট্টাচার্য (স); সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৫
গীতবিতান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; বিশ্বভারতী, ১৯৯৯
গীতরত্ন, রামনিধি গুপ্ত; জয়গোপাল গুপ্ত (স); নৃত্যলাল শীল, ১৮৬৮
চলন্তিকা, রাজশেখর বসু (স); এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রা. লি., ১৯৮২
ছাঁকা বিদ্যাসুন্দর টপ্পা ১, অঘোরচন্দ্র দাস ঘোষ; যদুনাথ দত্ত, ১৮৭৫
ছাঁকা বিদ্যাসুন্দর টপ্পা ২, অঘোরচন্দ্র দাস ঘোষ; যদুনাথ দত্ত, ১৮৭৫
ঠুমরী ও বাঈজী, রেবা মুহুরী; প্রতিভাস, ১৯৮৬
তিনকড়ি, উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ; শিশির পাবলিশিং হাউস, ১৯১৯
দাশরথী ও তাঁহার পাঁচালী, হরিপদ চক্রবর্তী; এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রা. লি., ১৯৬০
পাঁচালী কমলকলি, অঘোরচন্দ্র দাস ঘোষ; যদুনাথ দত্ত, ১৮৭৩
পুরাতন প্রসঙ্গ, বিপিনবিহারী গুপ্ত, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (স); পুস্তক বিপণি, ১৯৮৯
পৌরাণিক অভিধান, সুধীরচন্দ্র সরকার (স); এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রা. লি., ১৯৮২
প্রীতিগীতি, অবিনাশচন্দ্র ঘোষ (স); নবীনচন্দ্র বসু, ১৮৯৮
বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্প ও সঙ্গীতের জগৎ, শ্যামলী চক্রবর্তী; অরুণা প্রকাশনী, ১৯৯০
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, দীনেশচন্দ্র সেন; হেমচন্দ্র সেন, ১৮৯৬
বঙ্গীয় শব্দকোষ, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়; সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৯৪
বটতলা, শ্রীপান্থ; আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., ১৯৯৭
বটতলার ছাপা ও ছবি, সুকুমার সেন; আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., ১৯৮৪
বাংলা প্রবাদ, সুশীল কুমার দে; এ মুখার্জী এণ্ড কোং প্রা. লি. ১৯৮৫
বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান, মহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (স); বাংলা একাডেমী (ঢাকা) ১৯৭৩
বাংলাদেশের সঙ প্রসঙ্গে, বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়; দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৭২
বাংলার মঞ্চগীতি (১৭৯৫-১৮৭২), দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায়; সুবর্ণরেখা, ১৯৯৯
বাঙালি নারী, মাহমুদ শামসুল হক; পাঠক সমাবেশ (বাংলাদেশ), ২০০০
বাঙালী জীবনে রমণী, নীরদচন্দ্র চৌধুরী; মিত্র এণ্ড ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., ১৯৬৮
বাঙ্গলার বেগম, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; আশুতোষ লাইব্রেরী, ১৯১৭
বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস; সাহিত্য সংসদ, ১৯৯৪
বাঙ্গালা শব্দকোষ, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি; ভূর্জপত্র, ১৯৯০
বাঙ্গালীর গান, দুর্গাদাস লাহিড়ী (স); বঙ্গবাসী কার্যালয়, ১৯০৫

বাবু, অবন্তীকুমার সান্যাল; প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস প্রা. লি., ১৯৮৭
বাল্মীকি রামায়ণ, রাজশেখর বসু (অ); এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রা. লি., ১৯৮৩
বিদ্যাসুন্দর গীতাভিনয় টপ্পা, শ্যামলাল মুখোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র দাস উড়ে ও কৈলাসচন্দ্র বারুই (স); অরুণোদয় ঘোষ, ১৮৭৫
বিশ্বসঙ্গীত, বৈষ্ণবচরণ বসাক; বসাক এণ্ড সন্স, ১৯২৭
বিস্মৃত দর্পণ, রমাকান্ত চক্রবর্তী; সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৭১
বীণার ঝঙ্কার, অমৃতলাল বসু (স), বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৯২১
বৃহৎ বঙ্গ, দীনেশচন্দ্র সেন; দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৩
ভারতীয়-সাহিত্য-রত্ন সংকলন, ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; সংস্কৃত বুক ডিপো, ১৯৮০
ভারতের বিবাহের ইতিহাস, অতুল সুর; আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., ১৯৮৭
রঙ্গালয়ের রঙ্গকথা, অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়; গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ১৯২৩
রসতরঙ্গিণী, মদনমোহন তর্কালঙ্কার; সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৯৫
রসরচনাসমগ্র, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়; নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮৭
রবিরশ্মি (পূর্বভাগে), চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; কলেজ স্ট্রীট, ১৯৮৯
রবীন্দ্র রচনাবলী ৩, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৬১
রাগ ও রূপ (পূর্ব্ব ভাগ), স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ; শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯৬৪
রাগ ও রূপ (উত্তর ভাগ), স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ; শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯৬১
রাগের গঠন শিক্ষা ২, দক্ষিণাচরণ সেন; ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, ১৯২৫
রিজিয়া'র স্বরলিপি, মোহিনী সেনগুপ্তা, ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্স, ১৯২২
রেকর্ড কাকলী, অধরচন্দ্র চক্রবর্তী (স); তারা লাইব্রেরী, ১৯২৬
রেকর্ড সঙ্গীত, শ্রীশচন্দ্র দে; ডেভেনহ্যাম এণ্ড কোং, ১৯৩২
শিক্ষিতা পতিতার আত্মচরিত, মানদা দেবী; আর. চক্রবর্তী এণ্ড কোং, ১৯২৯
সংবাদপত্রে সেকালের কথা ১, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (স); বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৭১
সংবাদপত্রে সেকালের কথা ২, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (স); বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৭৭
সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত (স); সাহিত্য সংসদ, ১৯৮৮
সংসদ বাঙ্গালা অভিধান, শৈলেন্দ্র বিশ্বাস ও শশিভূষণ দাশগুপ্ত; সাহিত্য সংসদ, ১৯৬১
সংসদ সমার্থ শব্দকোষ, অশোক মুখোপাধ্যায়; সাহিত্য সংসদ, ১৯৮৮
সংস্কৃত সাহিত্যে বারাঙ্গনা, দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়; সুবর্ণা প্রকাশনী, ১৯৯৮
সঙ্গীতকল্পতরু, নরেন্দ্রনাথ দত্ত ও বৈষ্ণবচরণ বসাক (স); রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, ২০০০
সঙ্গীতচন্দ্রিকা, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়; রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৭
সচিত্র কলিকাতার কথা (মধ্যকাণ্ড), প্রমথনাথ মল্লিক; প্রবোধকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৩৫
সচিত্র গুলজারনগর, কেদারনাথ দত্ত (ভাঁড়); চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (স); পুস্তক বিপণি, ১৯৮২
সচিত্র হিজ্ মাষ্টারস্ ভয়েস, জেনোফোন ও টুইন রেকর্ড সঙ্গীত; হিজ্ মাষ্টারস্ ভয়েস, ১৯২৯

সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা, অরুণ নাগ (স); সুবর্ণরেখা, ১৯৯১
সবারে আমি নমি, কানন দেবী; এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রা. লি., ১৯৭৩
সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র ১, বিনয় ঘোষ (স); বীক্ষণ গ্রন্থন বিভাগ, ১৯৬২
সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র ২, বিনয় ঘোষ (স); বীক্ষণ গ্রন্থন বিভাগ, ১৯৬৩
সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র ৩, বিনয় ঘোষ (স); বীক্ষণ গ্রন্থন বিভাগ, ১৯৬৪
সাময়িকপত্রে সামজচিত্র : সঞ্জীবনী, কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় (স); দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৯
সুকুমারী দত্ত ও অপূর্ব্বসতী নাটক, বিজিতকুমার দত্ত (স); পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, ১৯৯২
সুরের রূপ, দেবকণ্ঠ বাগচী; বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৯৩২
সে কাল আর এ কাল, রাজনারায়ণ বসু; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৯৭
স্বরলিপি-গীতি-মালা ৩, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর; ডোয়ার্কিন এণ্ড সন, ১৯৪১
হারমোনিয়ামে গান শিক্ষা, দক্ষিণাচরণ সেন; হেয়ার প্রেস, প্রকাশকাল উল্লেখ নেই
হারমোনিয়ম শিক্ষক, মনোমতধন দে; মণ্ডল এণ্ড কোং, ১৯০৯
হারমোনিয়াম শিক্ষা, শরৎচন্দ্র ঘোষ (স); শরৎ ঘোষ এণ্ড কোং, ১৯১৮

A Dictionary of the Underworld, Eric Partridge, Routledge & Kegan Paul, 1950
A Short History of Calcutta, A. K. Ray; Riddhi-India, 1982
Bengali Literature in the Nineteenth Century, Sushil Kumar Dey; Firma K. L. Mukhopadhyay, 1962
Beyond Purdah, Dagmar Engels; Oxford University Press (India), 1999
British Life in India, R. V. Vernede; Oxford University Press (India),1996
British Social Life in India 1608-1937, Dennis Kincaid; Routledge & Kegan Paul, 1973
Calcutta A Hundred Years Ago, Ranabir Ray Choudhury (C); Nachiketa Publications Ltd, 1987
Calcutta in the 17th Century, P. Thankappan Nair; Firma K L M Pvt. Ltd., 1986
Calcuttta in the 18th Century, P. Thankappan Nair; Firma K L M Pvt. Ltd.,1984
Calcuttta in the 19th Century, P. Thankappan Nair; Firma K L M Pvt. Ltd.,1989
Calcutta: Myths and History, S. N. Mukherjee; Subarnarekha, 1977
Cameos of Twelve European Women in India, Anjali Sengupta; Riddhi-India, 1984
Comparative Musicology and Anthropology of Music, Bruno Nettl and Philip V. Bohlman (E); The University of Chicago Press (Chicago and London), 1991

Dangerous Outcast, Sumanta Banerjee: Seagull Books, 1998
Hobson-Jobson: The Anglo-Indian Dictionary, Henry Yule and A.C. Burnell; Wordsworth Editions Ltd., 1996.
Indian Women: Myth and Reality, Jasodhara Bagchi (E); Sangam Books. 1997
John Barleycorn Bahadur Old Time Taverns in India, Major H. Hobbs; Calcutta, 1943
Live Sex Acts, Wendy Chapkis; Cassell (USA) . 1997
Memoirs of Maharaja Nubkissen Bahadur, N. N. Ghosh; Calcutta, 1901
Nautch Girls of India: Dancers Singers Playmates, Pran Nevile: Ravikumar Publishers and Prakriti India, 1996
Prostitutions in India, Santosh Kumar Mukherjee; Dasgupta Co., 1935
Reading in the History of Music in Performance, Carol MacClintock (E); Indiana University Press (USA), 1982
Sahibs, Nabobs and Boxwallahs, Ivor Lewis; Oxford University Press (India), 1997
Selections from Unpublished Records of Government, Revd. I. J. Long; Mahadevprasad Saha (E); Firma K. L. Mukhopadhyay, 1973
The Complete Book of Erotic Art, Drs. Phyllis and Eberhard Kronhausen (C): Bell Publishing Co. (New york), 1978
The Good Old Days of Honourable John Company 1, W. H. Carey; Nisith. R. Ray (E); Riddhi-India, 1980
The New Cambridge History of India: Women in Modern India, Geraldine Forbes; Cambridge University Press, 1999
The Parlour and The Streets, Sumanta Banerjee; Seagull Books. 1989
The Pillow Book, Charles Fowkes (E); Hamlyn, 1988
The Wonder that was India, A. L. Basham; India Fontana Books, 1971.
Twenty Four Plates Illustrative of Hindoo and European Manners in Bengal, M. Belnos; Riddhi-India, 1979
Wanderings of a Pilgrim in Search of the Picturesque during Four and Twenty Years in the East: with Revelations of life in Zenana 1 & 2, Fanny Parkes; Pelham Richardson (London), 1850
Whores in History, Nickie Roberts; Harper Collins Publishers, 1992

পত্র-পত্রিকা

আজকাল [শারদীয় ১৪০৬], অশোক দাশগুপ্ত (স), ১৯৯৯
আনন্দবাজার [শারদীয়া ১৪০৭], অভীক সরকার (স), ২০০০
ঐতিহাসিক, অরুণ দাশগুপ্ত (স), ১৯৯৯

চিত্রবীক্ষণ, অনিল সেন (স), ১৯৭৬
যুগন্ধর, স্বরূপ মণ্ডল (স), ১৯৯৫
রূপ ও রঙ্গ, দেবেন্দ্রনাথ বসু (স), ১৯২৪
Eros, Ralph Ginzburg (E), 1962

রেকর্ড ক্যাটালগ

এইচ এম ভি (হিজ্ মাস্টার্স ভয়েস)
ওডিয়ন রেকর্ডস কোম্পানি
গ্রামোফোন কনসার্ট কোম্পানি
জেনোফোন রেকর্ডস কোম্পানি
টুইন রেকর্ডস কোম্পানি
নিকোল রেকর্ডস কোম্পানি
প্যাথি রেকর্ডস কোম্পানি
বেকাগ্রাণ্ড রেকর্ড কোম্পানি
হিন্দুস্থান রেকর্ডস কোম্পানি